পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক

শ্রীসনাতন গোস্বামী

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আষাঢ়—১৩৩১ সাল

কলিকাতা

মূল্য দুই টাকা
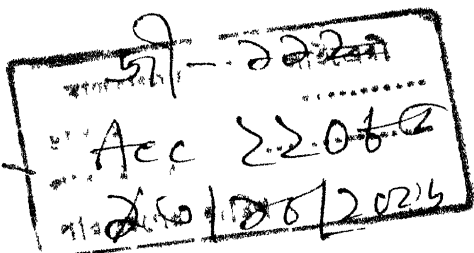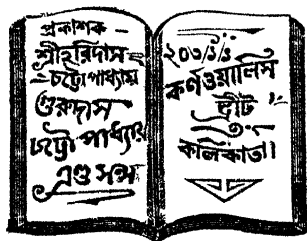
প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা

উপহার

শ্রী ________________________________

____

____

করকমলে

প্রদত্ত হইল

উৎসর্গ

চিরআরাধ্য নিত্যপূজ্য

স্বর্গীয় শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পিতৃদেব উদ্দেশে—

বাবা,

আপনাকে দিবার উপযুক্ত এতদিন কিছুই পাই নাই; দিতে ভরসাও হয় নাই। আর দিবই বা কি, সবই ত আপনার। যে বীজ আপনি রোপণ করিয়াছিলেন, তাহার ফল আপনি গ্রহণ করুন।

স্নেহাশিস্ প্রার্থী

শচীশ—

ভূমিকা

গ্রন্থখানি জীবনী বা উপন্যাস নয়; ইতিহাস বলিয়াও কেহ না মনে করেন।

এখানি আমার অর্ঘ্য; যার উদ্দেশে প্রদত্ত, তিনি গ্রহণ করিলে, আমি ধন্য ও কৃতার্থ—আমার জীবন ও জন্ম সফল।

ভক্ত মাত্রেই—বৈষ্ণব বা শাক্ত, শৈব বা গাণপত্য—আমার নমস্য; তাঁহাদের পদরজঃ শিরে ধরিয়া আমি আজ এ পূজায় প্রবৃত্ত।

কিন্তু আমার পূজার উপকরণ সামান্য। সামান্য হইলে ভক্তেরা আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া আমায় ক্ষমা করিবেন। মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

মূর্খ বলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে' বলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণবীর॥
ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ।
ভক্তের বর্ণনামাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥

সেই সন্তোষের আশায় আমি ব্যাকুল হইয়া ছুটাছুটি করিয়াছি, ভাষা বা ভাবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে পারি নাই।

ঐতিহাসিকত্ব কোথাও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নষ্ট করি নাই। শ্রীশ্রীগোস্বামী ঠাকুর সম্বন্ধে যতটুকু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি ; প্রকৃত ঘটনা বিকৃত করি নাই, তবে স্থানে স্থানে কল্পনার কিছু কিছু সাহায্য লইয়াছি। উন্মাদের চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক। দুই একটী ক্ষুদ্র ঘটনাও কাল্পনিক।

দুইটী গান আমার রচিত নয় ; সে দুইটী বন্ধনীর "(   )" মধ্যে আবদ্ধ। একটীর কর্ত্তা নরহরি ঠাকুর অপরটীর রচক অজ্ঞাত। ইতি।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীসনাতন গোস্বামী

প্রথম খণ্ড

শ্রীসনাতন গোস্বামী

প্রথম অধ্যায়

আহ্বান

"তুমিই ত বলিয়াছিলে প্রভু, ধর্ম্মের গ্লানি সমুপস্থিত হইলে আবির্ভূত হইবে। কই ভগবান্, আজও ত আসিলে না ; আমি যে তোমার প্রতীক্ষায় নিরন্তর আকাশ পানে চাহিয়া বসিয়া আছি। আর কত দূরে, প্রভু ?"

শান্তিপুর গ্রাম, গঙ্গার উপকূলে। এখন জাহ্নবী গ্রাম হইতে একটু সরিয়া গিয়াছেন, আগে নিকটেই ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহ গঙ্গার ধারে। গৃহপ্রাঙ্গণে কয়েকজন ভক্তসহ আচার্য্য উপবিষ্ট।

শুক্লাম্বর, গঙ্গাদাস, শ্রীবাস, ত্রিকূট স্বামী প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন।

শুক্লাম্বর কহিলেন, "সত্যই কি ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়েছে?"

গঙ্গাদাস একটু অসহিষ্ণু হইয়া উত্তর করিলেন, "গ্লানির আর বাকি কি ব্রহ্মচারী? সমাজ গিয়াছে; আশ্রম গিয়াছে, আমরা ধর্ম্মের একটা কঙ্কাল ধরিয়া আছি মাত্র।"

শ্রীবাস। ঠিক বলেছ গঙ্গাদাস। যে দিকেই দেখি না কেন, সেই দিকেই দেখি, জনসমাজ দেহ ও ইন্দ্রিয় সেবায় ব্যস্ত—পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করিয়া অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভের অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছে। পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিরা, কপিল জৈমিনির পতাকা-হস্তে কেবল তর্ক করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় ছুটাছুটি করিতেছেন। দৃপ্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ ভগবানের বিগ্রহ দূরে নিক্ষেপ করিয়া অনুরাগহীন চিত্তে বিশ্বময় প্রেমময়ের গ্লানি করিয়া বেড়াইতেছেন। জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিক প্রভৃতি বহুতর মত আসিয়া জনসমাজের চিত্ত লইয়া নানাপথে টানাটানি করিতেছে; কত ভণ্ড প্রতারক, সাধুর বেশ ধরিয়া কামিনী কাঞ্চন সংগ্রহার্থে দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; আবার কত লোক তপস্বীর সাজ সজ্জা গ্রহণ করত সরল মনুষ্যদিগকে বঞ্চনা করিয়া ধর্ম্ম ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উপর ঘৃণা আহ্বান করিয়া আনিতেছে; গৃহস্থদের মধ্যেই বা ধর্ম্ম কোথায়? তাহারা জানে শুধু উদর

পূর্ত্তি আর স্ত্রী পুত্র পরিপালন; আর জানে হিংসা দ্বেষ পরনিন্দা—

শুক্লাম্বর। নারায়ণ, নারায়ণ, চুপ কর।

আচার্য্য। এস গোবিন্দ, তোমার সন্তানদের রক্ষা করিবে এস।

ত্রিকুট। তুমি কি সত্যই মনে কর আচার্য্য, ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হইবেন

আচার্য্য। আমি সত্যই তা মনে করি, তিনি পুনঃপুনঃ আসিয়াছেন, এবারও আসিবেন। ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে তিনি উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন না।

শ্রীবাস। তিনি দেহ ধারণ করে, আমাদের মধ্যে আসবেন, এমন দিন কি হবে?

শুক্লাম্বর। ভগবান্ ততদিন আমায় বাঁচায়ে রাখ, আমি যেন তোমায় না দেখে মরি না।

শ্রীবাস। আর ভগবান, আমার মত পাপিষ্ঠ তোমায় পাছে দর্শন করে, এই ভয়ে তুমি যদি জন্ম গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হও, তা'হলে বল, আমি মরে যাই; কিন্তু তুমি এস।

ত্রিকুট। আমার মনে হয়, এ সব আচার্য্যের কল্পনা মাত্র।

আচার্য্য। কল্পনা বলিতেছ ত্রিকুটস্বামী? তোমার তারকেশ্বর তীর্থ প্রতিষ্ঠা কল্পনা হইতে পারে; শাস্ত্র পুরাণ বেদ কল্পনা

হইতে পারে, কিন্তু ভগবান্ স্বয়ং যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা মিথ্যা হইতে পারে না।

শুক্লাম্বর। স্বীকার করিলাম, ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতিকার কি? ভগবান আসিয়া কি করিবেন?

আচার্য্য। যুগে যুগে এক ভাবের গ্লানি উপস্থিত হয় না, বা একরূপেই তাহার প্রতিকার হয় না। দয়াময় এবার শাসন করিতে আসিতেছেন না, এবার ভালবাসা বিলাইতে আসিতে-ছেন। এস আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ডাকি; তিনি দয়াময়, ভক্তের আহ্বান উপেক্ষা করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিবেন না। ডাকে সাড়া তিনি চিরদিন দিয়াছেন, এবারও দিবেন। ডাক শ্রীনিবাস, তোমার কৃষ্ণকে ডাক।—

"চেয়ে আছে জগৎ সতৃষ্ণ,
এস জগতের প্রাণ, এস প্রাণেরি প্রাণ,
এস নয়নাভিরাম কৃষ্ণ।

এস চিৎ, এস রসকান্তি,
এস জগতের আলো, এস রাধিকার কালো,
এস দয়া, এস ক্ষমা শান্তি॥

এস হরি এস প্রাণ বঁধু হে,
এস শক্তি, এস কর্ম্ম, এস জ্ঞান, এস ধর্ম্ম,
এস প্রীতি, এস গীতিগন্ধ।

প্রথম অধ্যায়—আহ্বান

সম্বরি বিরাট রূপ রুদ্র,
অসীম সসীম হয়ে, এস হে গোপাল হ'য়ে,
ছোটে বুকে এস হ'য়ে ক্ষুদ্র ॥

মায়া-কারাগারে ধরা-বদ্ধ,
এস জ্ঞান জড় দেহে, এস মুক্তি কারাগৃহে,
এস প্রীতি, এস গীতিগন্ধ ।

এসেছিলে শাসিতে ও নাশিতে
এবার বাঁশরী তব গাবে গান অবিরত,
এবার আসিছ (শুধু) ভালবাসিতে ॥''

সঙ্গীত-ঝঙ্কার আকাশ-পৃথিবী প্লাবিত করিয়া সকাতর প্রার্থনা লইয়া কোথায় ছুটিল। যাঁহারা আহ্বান করিতেছিলেন, তাঁহারা যুক্তকর, গলদশ্রু, ভক্তিবিহ্বল। আচার্য্য অনুভব করিলেন, পৃথিবী-ব্যোম স্তব্ধ হইয়াছে—একটা অব্যক্ত শক্তি তাঁহাকে যেন বেষ্টন করিয়াছে—একটা মহাজ্যোতিঃ যেন আকাশতলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অঙ্গ কণ্টকিত হইল ; তিনি আবেগে কাঁপিয়া উঠিলেন ।

সঙ্গীত-ঝঙ্কার শূন্যে মিলাইতে না মিলাইতে শ্রীবাসের সহোদর শ্রীনিধি শ্রীকান্ত প্রভৃতি কয়েকজন বৈষ্ণব ব্যস্ততাসহ ছুটিয়া আসিয়া আচার্য্যের চরণে পতিত হইলেন ; কহিলেন, "আচার্য্য, রক্ষা কর, আমাদের ধর্ম্ম আর থাকে না ; আপনার উপদেশমত

আমরা গৃহে বসিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলাম, প্রতিবেশীরা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া আমাদের প্রহার করিয়াছে।”

মহাতপস্বী আচার্য্য ব্রাহ্মণ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বসন বিস্রস্ত; দেহ তেজোদ্দীপ্ত, নয়ন অনলবর্ষী। সহসা বাক্য স্ফুরণ হইল না।

শুক্লাম্বর কহিলেন, “হা ভগবান্, তবে আর তুমি এ পাপ ধরায় এলে না? আমি যে অনেক আশা করেছিলাম দীননাথ!”

আচার্য্য হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন; চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—

“শুন শ্রীনিবাস! * গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর!
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন গোচর॥
সবা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনি আসিয়া,
বুঝাইবে কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লৈয়া॥
যদি নাহি পারি তবে এই দেহ হৈতে
প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে॥
পাষণ্ডী কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ,
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস॥ †

---

* এই শ্রীনিবাস সম্ভবত প্রভুর পার্ষদ শ্রীবাস। প্রভুর ভক্ত এক শ্রীনিবাস ছিলেন; প্রভুর যখন উনত্রিশ বৎসর বয়স তখন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন; আর তাঁহার বাড়ীও এতদঞ্চলে ছিল না—তাঁহার জন্মভূমি শ্রীখণ্ডের নিকট জাজিগ্রামে। ইনি ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য।

† শ্রীচৈতন্যভাগবত। দুই এক স্থানে ভাষা একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রূপ সনাতন—বাল্যে

তা'রপর অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইয়াছে।

চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে যশোহর জেলায় যে স্থান দিয়া ভৈরব-নদ বহিয়া যাইত, এখন আর সে স্থান দিয়া বহিয়া যায় না। যে গ্রাম নদের দক্ষিণে ছিল, এক্ষণে তাহা বামে। নদী চিরদিনই কমলার ন্যায় চঞ্চলা; কিন্তু এ চাঞ্চল্য নদের পক্ষে অশোভনীয়।

যখনকার কথা বলিতেছি, তখন ভৈরব, প্রেমভাগ গ্রামের পদ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত, এখন কিছু দূরে সরিয়া গিয়াছে। দু'খানি গ্রাম—জগন্নাথপুর ও তপনভাগ—প্রেমভাগের পাশে ছিল, এখন নদ তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়াছে। তিন খানি গ্রামই অতি সুন্দর; বড় বড় গাছগুলির পত্রপূর্ণ মাথা, পাশে হরিদ্রাবর্ণ ক্ষেত্র, সমুন্নত ও উজ্জ্বল ঘরগুলি বড়ই চিত্তাকর্ষক।

আমাদের প্রেমভাগ * লইয়া প্রয়োজন। অধিবাসীরা

---

* বর্ত্তমান কালে পমভাগ নামে অভিহিত হয়। যশোহর রেল লাইনের চেঙ্গুটিয়া ষ্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে।

সকলেই হিন্দু। গ্রামের মালিক কুমারনাথ, গ্রামেই বাস করেন। তিনি বিতাড়িত কর্ণাট-রাজ রূপেশ্বরের বংশধর। কুমার ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ; বিষয় সম্পত্তি যথেষ্ট। তাঁহার পিতামহ পদ্মনাভকে রাজা দনুজমর্দ্দন যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। কাটোয়ার সন্নিকটে নৈহাটী গ্রামে তাঁহাদের অনেক সম্পত্তি ছিল; কুমারের পিতা মুকুন্দ, নৈহাটী ত্যাগ করিয়া প্রেমভাগে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সহোদরেরা নৈহাটীতেই রহিলেন।

কুমারনাথের তিন পুত্র, এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ অমর সম্প্রতি নবদ্বীপের বিখ্যাত আচার্য্য বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির নিকট অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন,—তিনি পিতাকে লুকাইয়া আর একটা জিনিষ শিখিয়া আসিয়াছেন,—সেটী পারস্য ভাষা। শিক্ষক—সপ্তগ্রামের বিখ্যাত মৌলবী-সৈয়দ ফখ্রুদ্দীন। অমরনাথ অসাধারণ প্রতিভাবলে বিংশতি বর্ষ বয়সে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় পুত্র—সন্তোষকুমার, অমরনাথ অপেক্ষা নয় বৎসরের ছোট। তাঁহার শিক্ষা-গুরু অমর। তিনি স্বগৃহ ছাড়িয়া গুরুগৃহে কখন যান নাই। অমর যাহা গুরুগৃহে শিক্ষা করিতেন, তাহা যখন তিনি স্বগৃহে আসিতেন, তখন তাঁহার প্রাণপুত্তলি

সন্তোষকে শিখাইয়া যাইতেন। সন্তোষ একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর বিস্মৃত হইতেন না।

কনিষ্ঠ বল্লভ বা অনুপ, তখন অষ্টম বর্ষীয় বালক মাত্র। তাঁহার শিক্ষাগুরু সন্তোষকুমার।

কন্যা সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। তাঁহার বিবাহ মাধাইপুরের * ভূস্বামী বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ শ্রীকান্তের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। মাধাইপুর, গৌড় হইতে বেশী দূর নয়। শ্রীকান্ত গৌড়ের রাজ-সরকারে চাকুরি করিতেন ; মুরুব্বি এবং প্রতিভা ছিল না, সুতরাং উন্নতিও করিতে পারেন নাই।

একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভৈরব-উপকূলে দুই ভাই অমর ও সন্তোষ—যাঁহারা পরে সনাতন ও রূপ নামে ভারতে খ্যাত হইয়াছিলেন,—রূপে নদীকূল আলো করিয়া দণ্ডায়মান্ রহিয়াছেন। সন্নিকটে একখানি বৃহৎ প্রস্তর পতিত ছিল, অমর অবলীলাক্রমে তাহা ঈপ্সিত স্থানে টানিয়া আনিয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন। সন্তোষ তাঁহার দাদার অসামান্য শক্তি দৃষ্টে বিস্মিত হইলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার দাদার মত পণ্ডিত, বলশালী ও রূপবান্, জগতে নাই।

দাদাকে দেখিতে দেখিতে সন্তোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা দাদা, পড়ুয়াদের মধ্যে তোমার মত পণ্ডিত আর কেউ আছে ?"

---

* বর্ত্তমান মালদহ রেল ষ্টেশনের সন্নিকট।

অমর হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমার চেয়ে বড় পণ্ডিত নবদ্বীপে অনেক আছেন।"

সন্তোষ। ইস্, তা' আর হ'তে হয় না। বাবা বলেছেন, তুমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

অমর। আমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি, কিন্তু যাঁরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবেন, এমন পড়ুয়া অনেক সেখানে আছেন।

সন্তোষ। আচ্ছা, তুমি একে একে তাঁদের নাম বল দেখি, আমি এর পরে দেখ্‌ব কে তোমার চেয়ে বড় হয়।

অমর। কত নাম বল্‌ব সন্তু? আগে ধর মুরারি গুপ্ত; তিনি আমাদের চেয়ে যদিও বয়সে অনেক বড়। তা'র পর মুকুন্দ; আহা তাঁর কি মধুর কণ্ঠ! গদাধর এখন ছোট, কিন্তু কি রূপ তার! তা'রপর রঘুনাথ, এর মধ্যেই তিনি ন্যায়ে অদ্বিতীয় পণ্ডিত; একখানি দীধিতি বলে বই লিখেছেন; সে রকম বই লেখা আমার পাণ্ডিত্যে কুলায় না। কিন্তু সকলের উপর একজন আছেন; তাঁর বয়স বেশী নয়, মাত্র ষোল বৎসর; কিন্তু এরূপ প্রতিভাবান্ বালক পৃথিবীতে সম্ভবত কোন কালে জন্মায় নাই।

সন্তোষ। তাঁর নাম কি?

অমর। বিশ্বম্ভর—লোকে নিমাই পণ্ডিত ব'লে ডাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়—রূপ সনাতন—বাল্যে

এমন অদ্ভূত বালক নবদ্বীপে কেহ কখন দেখে নাই। এই বয়সেই তিনি সার্ব্বভৌমের টোলে ন্যায় পাঠ শেষ করিয়া নিজে একটী টোল করিয়াছেন।

সন্তোষ। তাঁর টোলে পড়ুয়া হ'য়েছে?

অমর। অনেক; তাঁর নিকট পাঠ গ্রহণ করিতে পড়ুয়াগণ মহাভাগ্য বলিয়া মনে করে। আমারই ইচ্ছা হয়—

সন্তোষ। কি ইচ্ছা হয় দাদা?

অমর। তাঁহার পড়ুয়া হইতে। তাঁহার নিকট পাঠ লই বা না লই, তাঁহার অতুলনীয় সুন্দর মুখখানি দিনরাত দেখিতে বড় সাধ হয়।

সন্তোষ। তিনি কি এত সুন্দর?

অমর। তিনি যে কত সুন্দর তাহা তুমি কল্পনায় আনিতে পারিবে না। তিনি সকল বিষয়ে বড়,—চাঞ্চল্যে, প্রতিভায়, পাণ্ডিত্যে, সৌন্দর্য্যে তাঁহার সমকক্ষ নবদ্বীপে নাই—বোধ হয় জগতেও নাই। আমার মনে হয়, তাঁহার সঙ্গে আমার জীবন জড়িত।

সন্তোষ। দাদা, আমি একবার নবদ্বীপে যাব?

অমর। তাঁকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, যাও; আমি গৌড়ে চলিলাম।

সন্তোষ। সেখানে কেন দাদা?

অমর। শ্রীকান্ত দাদা লিখেছেন যেতে। এখন আমি শীঘ্র ফিরব না সনু! যদি কখন মানুষ হ'য়ে দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারি, তবে ফিরব; নতুবা এই শেষ ভাই।

সন্তোষ। আমি যে তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারব না দাদা?

অমর। আমিই কি পারব সনু? কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।

সন্তোষ। আচ্ছা দাদা, গৌড়ে না গেলেই কি নয়?

অমর। না গেলেই নয় ভাই। আমি মানুষ হ'তে চাই—এমন কীর্ত্তি রেখে যেতে চাই, যা' অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ কখন ভুল্‌বে না।

সন্তোষ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দাদার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

—:*:—

তৃতীয় অধ্যায়

হরিদাস

খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত বুঢ়ন নামে একটী পরগণা আছে। সেই পরগণার মধ্যে সোণাই নদীর তীরে এক

খানি গ্রাম আছে। সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে গ্রামের নাম ছিল, ভাট-কলাগাছি ; এখন নাম হয়েছে, ভাট্‌লা-কেরাগাছি। গ্রামের অধিবাসী সকলেই হিন্দু ; কিন্তু শাসনকর্ত্তা মুসলমান। শাসনকেন্দ্র, খলিফাবাদ (আধুনিক বাগেরহাট)।

মনোহর বন্দ্যোপাধ্যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ ; কলাগাছিতে বহুকাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন। পত্নীর নাম উজ্জ্বলা, শিশু পুত্রের নাম হরিদাস। গ্রামবাসীরা সুখে দুঃখে এক রকমে দিন কাটাইতে-ছিল ; সহসা তাহারা একদিন সভয়ে দেখিল, মুসলমান পাইক দলে দলে পার্শ্ববর্ত্তী গণ্ডগ্রাম ভাট্‌লায় প্রবেশ করিতেছে। তাহারা ভয় পাইয়া নদীর পথে পলাইবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। তথায় পথরোধ করিয়া কালান্তক যমের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন, স্বয়ং মহম্মদ পীর আলি। তিনি শাসনকর্ত্তা খাঁ জাহান আলির প্রধান কর্ম্মচারী। শাসনকর্ত্তার চেয়ে হিন্দুরা পীর আলিকে বেশী ভয় করিত ; কেন না, পীর আলি বেহেস্ত গমনের আশায় সুবিধা পাইলেই কাফের ধরিয়া তাহাকে পবিত্র ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। মূর্খ হিন্দুরা পীর আলির ধর্ম্মের মহিমা না বুঝিয়া সুবিধা ও সুযোগ পাইলে পলায়ন পূর্ব্বক তাহাদের অপবিত্র ধর্ম্ম রক্ষা করিত ; যখন পারিত না, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে পীর আলির বেহেস্তের পথ পরিষ্কার করিত। এইরূপে কত গ্রাম, কত সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। আবার

যাঁহারা নবধর্ম্মে দীক্ষিত মাননীয় ব্যক্তিদিগের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখিলেন, তাঁহারাও সমাজচ্যুত ও পিরালী নামে আখ্যাত হইলেন।

ভাটলা ও কলাগাছির কেহই অব্যাহতি পাইল না; সকলকেই ধরিয়া মুসলমান করা হইল। তাহাদের এই দারুণ দুঃখের মধ্যে এই টুকু সুখ রহিল যে, তাহাদের প্রতিবাসীরা সকলেই সমধর্ম্মাবলম্বী—কেহ কাহাকেও ঘৃণা করিবার নাই। মুসলমান হইয়াও তাহারা সহসা শিবপূজা বিষ্ণুপূজা ত্যাগ করিল না। প্রাণের প্রাণ, আত্মীয়ের আত্মীয়কে তাহারা সহসা কিরূপে ত্যাগ করিবে?—পারিল না—দুই তিন পুরুষ পারিল না।

মনোহর ও উজ্জলা মুসলমান হইয়া বেশী দিন পৃথিবীতে রহিলেন না। হরিদাস সাত বৎসর বয়সে পথে দাঁড়াইলেন। কোনও দয়ার্দ্রচিত্ত প্রতিবাসী তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন।

আশ্রয়দাতা, মুসলমান; হরিদাসও মুসলমান। হরিদাসকে আল্লা নাম শিখান হইল, হরিদাস বলিলেন, হরি কৃষ্ণ নারায়ণ। হরিদাসকে কোরাণ পড়িতে দেওয়া হইল; হরিদাস পড়িলেন, ভাগবত। হরিদাসকে মসজিদে নেমাজ করিতে লইয়া যাওয়া হইল, হরিদাস সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কোথায় আমার দয়াল হরি!" প্রচুর ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনা হরিদাস উপভোগ করিলেন, কিন্তু হরি নাম কেহ তাঁহাকে ছাড়াইতে পারিল না।

অবশেষে পীড়ন আরম্ভ হইল। ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে; হরিদাস যখন আর নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারিলেন না, তখন বিংশতি বর্ষ বয়সে জন্মভূমি চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিলেন।

নিরাশ্রয় নির্য্যাতিত হরিদাস বেনাপোলের জঙ্গলে আসিয়া এক খানি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। কুটীর-পার্শ্বে ভক্তিরোপিত অশ্রু-সিঞ্চিত তুলসী মঞ্চ। * তাঁহার সঙ্গী তুলসী; পাঠ হরিগুণ গান; কার্য্য হরিনাম জপ। তিনি মানুষকে চান না, কিন্তু মানুষ তাঁহাকে ছাড়ে না। অনেক ভক্ত আসিয়া জুটিল।

হরিদাসের কুটীর হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে একখানি বড় গ্রাম। গ্রামের নাম কাগজ পুকুরিয়া। চতুঃপার্শ্বের—মালিক, শান্তি-ধর—রাজদত্ত-উপাধি, রামচন্দ্র খাঁ। তিনি হিন্দু, কিন্তু মুসলমানের পক্ষপাতী; তিনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু অসদাচারী। তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী গল্প প্রচলিত আছে—কোন কোন ইতিহাসেও স্থান পাইয়াছে; কিন্তু অনেকের সে সকল গল্পে শ্রদ্ধা হয় না। কিম্বদন্তী আছে, গৌড়ের রাজা হোসেন সা, পিতৃ-পরিত্যক্ত হইয়া বাল্যকালে শান্তিধরের গো-পালকের কার্য্য করিতেন। একদিন শান্তিধর দেখিলেন, গোচারণ-ভূমিতে বৃক্ষতলে-নিদ্রিত হোসেন খাঁর মস্তক, দুইটী বিষধর সর্প, চক্র ধরিয়া সূর্য্যতাপ হইতে রক্ষা করি-

---

* তুলসী-মঞ্চ, যশোহর সন্নিকটে বেনাপোল রেল ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রতি বৎসর তথায় উৎসব হয়।

তেছে। শান্তিধর বুঝিলেন, এ বালক একদিন সিংহাসনে বসিবে। তিনি হোসেন সাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দান করিয়া সসম্মানে বলিলেন "তুমি যদি কোন দিন রাজা হও তাহা হইলে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিও।" হোসেন সা প্রতিশ্রুতি দিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন। তারপর যখন তিনি রাজ-সিংহাসনে বসিলেন, তখন শান্তিধরকে বিনা খাজনায় কাগজ পুকুরিয়া প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রাম দান করিলেন। *

আর একটী গল্প আছে, একদা নিত্যানন্দ প্রভু হরি নাম বিলাইতে বিলাইতে শক্তি-উপাসক শান্তিধরের গৃহে উপনীত হন। শান্তিধর তাঁহাকে অপমানিত করায় নিত্যানন্দ অভিসম্পাৎ করেন। অভিসম্পাতের ফলে শান্তিধর সপরিবারে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া দেহত্যাগ করেন।

এই রকম কয়েকটি অশ্রদ্ধেয় গল্প প্রচলিত আছে। যিনি বৈষ্ণব অথবা সুবিবেচক, তিনি কখনও বিশ্বাস করিবেন না যে, নিত্যানন্দ-প্রভু কখন কাহাকেও অভিসম্পাৎ প্রদান করিতে পারেন। যিনি প্রেমের নিকেতন, তিনি ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেন না। ইতিহাসে এই সব মিথ্যা উঠিয়াছে বলিয়া এত কথা লিখিতে হইল।

---

* এক-আনি চাঁদপাড়ার জনৈক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে।

তৃতীয় অধ্যায়—হরিদাস

তবে এটা সত্য কথা যে, রামচন্দ্র খাঁ অতি দুরাচারী ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, বৈষ্ণব হরিদাস জনসাধারণের ভক্তি প্রীতি আহরণ করিয়া দিবারাত্র হরিনাম ধ্বনিতে স্থাবর জঙ্গম মধুময় করিয়া তুলিতেছেন, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মধু, বিষ বলিয়া মনে হইল এবং সেই বিষধরকে নানা উপায়ে পীড়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদা নিশীথে হরিদাস যখন নাম গানে উন্মত্ত, তখন তাঁহার কুটীরে অগ্নি সংযোগ করিলেন। শত শত প্রজা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল এবং পর দিন বড় করিয়া একখানি ঘর তুলিয়া দিল। রামচন্দ্র খাঁর অনেক হাতী ছিল। তিনি হস্তি রক্ষকদের উপযুক্ত উপদেশ দিয়া হরিদাসকে হত্যা করিতে প্রেরণ করিলেন। হরিদাস একবার মধ্যাহ্নে ভিক্ষার্থে বহির্গত হইতেন; একদা বাহির হইয়াছেন, সেই সময় হস্তি-যূথ আসিয়া তাঁহার পথ রোধ করিল। হরিদাস পিছাইলেন না—যুক্তকরে মুদ্রিত নয়নে কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। জানি না কেন, হস্তি-যূথ পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল। এই প্রকারে অনেক চেষ্টা চলিতে লাগিল, কিন্তু রামচন্দ্র খাঁ কিছুতেই সফল মনোরথ হইলেন না। অবশেষে হরিদাসের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

চরিত্রহীন রামচন্দ্র খাঁর হীরানাম্নী এক বেশ্যা ছিল। সম্ভবত তাহার রূপ ও বয়স যথেষ্ট ছিল; গর্ব্বেরও কিছু অভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না। দেশের অধিপতি যাহার চরণে লুণ্ঠিত, তাহার

গর্ব্ব না থাকিলে কিঞ্চিৎ অশোভন হইত। রামচন্দ্র সন্নিকটস্থ রাজাপুর গ্রামে তাহার জন্য এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং পল্মী-তরণীতে চড়িয়া খাল বহিয়া হীরার গৃহে যাতায়াত করিতেন। সে খাল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, গ্রাম ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে ; কিন্তু হীরার অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আজও আছে ; আর আছে তাহার স্মৃতি।

গর্ব্বভরে হীরা, রামচন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিল, তিন দিবসের মধ্যে সে হরিদাসের ধর্ম্ম নষ্ট করিবে। নানালঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া হীরা একদা সন্ধ্যাকালে হরিদাসের কুটীরে আসিয়া দর্শন দিল। হরিদাস তখন জপে নিবিষ্টচিত্ত। তিনি মৃদুস্বরে বা মনে মনে জপ করিতে জানিতেন না—গগনবিদারী উচ্চকণ্ঠে জপ করিতেন। পাবনাণাং পাবন হরিনাম নিজে শুনিয়া দেহ পবিত্র করিতেন, আর পশুপক্ষী স্থাবর জঙ্গম মানুষ বা প্রেত, যে কেহ নিকটে থাকিত, তাহাকে শুনাইয়া পবিত্র করিতেন। তিনি জপ করিতেছেন—

হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে—

হীরা শুনিল, অদূরে বসিয়া শুনিতে লাগিল। হরিদাসের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, তিনি হীরাকে দেখিতে পাইলেন না। হীরা অলঙ্কার শিঞ্জিতে তাহার উপস্থিতি জানাইল ; হরিদাসের কর্ণ

তৃতীয় অধ্যায়—হরিদাস

তখন নাম শুনিতে উন্মত্ত, অলঙ্কারের শব্দ শুনিতে পাইল না। হীরার কণ্ঠে সুগন্ধি পুষ্পমাল্য ছিল, সে তাহা নাড়িয়া দোলাইয়া গন্ধ ছড়াইতে লাগিল, হরিদাসের নাসিকা সে গন্ধ লইল না—সে তখন লক্ষ পুষ্পের গন্ধে পূর্ণ। হরিদাসের মন আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে হীরা হস্ত প্রসারণ করিল; কিন্তু হীরার হাত শূন্য হইতে ফিরিয়া আসিল—একটা প্রবল শক্তি যেন ফিরাইয়া দিল। সাহস ভঙ্গ হইয়া হীরা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল; কিন্তু তাহার চঞ্চল মন, গর্ব্বিত হৃদয় আর স্থির থাকিতে পারিল না—সে তাহার কবরী হইতে দুইটা ফুল লইয়া হরিদাসের অঙ্গোপরি সজোরে নিক্ষেপ করিল। হরিদাসের সমাধি ভঙ্গ হইল; তিনি অশ্রু মুছিয়া হীরার পানে চাহিলেন। হীরা তাহার অস্ত্রাদি দেখাইল। হরিদাস তাহার মনোভাব উপলব্ধি করিয়া কহিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি জপ সারিয়া লই।"

হীরা অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল; জপের বিরাম নাই, তখন সে নিদ্রালু হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

পর দিন সন্ধ্যাকালে হীরা আবার আসিল। হরিদাস তখন জপ আরম্ভ করিয়াছেন। হীরা সন্নিকটে ভূম্যাসনে বসিল এবং গান ধরিবার উপক্রম করিল। হরিদাস বলিলেন, "আপনাকে

কা'ল বড় কষ্ট দিয়েছি, আজ সত্বর জপ সেরে নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করব।" হীরা আর গাইতে পারিল না, কে যেন তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়া দিল ; হীরা নীরবে বসিয়া রহিল।

হরিদাস তখন তাঁহার গান ধরিলেন। সে অপূর্ব্ব সঙ্গীত, এমন গান পৃথিবীতে আর কেহ গায় নাই। হরিদাস মধুময় কণ্ঠে গাইতেছেন—

হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হে,
হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হে।

রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, ততই সঙ্গীত-উচ্ছ্বাস উঠিতে লাগিল। স্থাবর জঙ্গম উৎকর্ণ হইয়া গান শুনিতে লাগিল, নদী তাহার কলরব বন্ধ করিয়া সে মধুময় সঙ্গীত শুনিতে উথলিয়া উঠিল, আকাশের দেবতারা পবিত্র হইতে সে সঙ্গীত শুনিতে আসিলেন। গভীর নিশি, জগৎ স্তব্ধ। হীরা দেখিল, হরিদাসের বক্ষ বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতেছে, দেহ উচ্ছ্বাসভরে আন্দোলিত, কণ্ঠ আবেগে কম্পিত ; অস্পষ্ট দীপালোকে দেখিল, হরিদাসের মস্তকের কেশরাশি চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, একটা জ্যোতিঃ যেন তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে, একটা অদৃশ্য শক্তি যেন তাঁহার কণ্ঠকে উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠাইতেছে। শুনিতে শুনিতে দেখিতে দেখিতে হীরা ভাবিল, এত জপ নয়, এ যে সঙ্গীত ; ক্রমে ভাবিল, এত সঙ্গীত নয়, এযে

আহ্বান ; এত আহ্বান নয়, এ যে স্তব। এমন মিষ্ট নাম ত কখন শুনি নাই, এমন গান, এমন ঝঙ্কার আমার কাণে কখন আসে নাই। আমিও ডাকি না কেন ? আমি কি দুঃখে ডাক্‌তে যাব ? যে কাঙ্গাল ভিখারী, সেই ভগবানকে অর্থের জন্য ডাক্‌বে। আমার কিসের অভাব ? কিন্তু—কিন্তু বেশ মিষ্ট নাম। রাত অনেক হয়েছে বটে, কিন্তু আরও খানিক শুনি।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল ; হীরা স্তব্ধ হইয়া নাম শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে হীরার প্রাণের ভিতর হইতে সহসা কেমন একটা কান্নার রোল উঠিল—চীৎকার করিতে কেমন একটা অদম্য বাসনা জাগিল—হীরা কাঁপিয়া উঠিল—মহার্ঘ বসন-পরিধীতা হীরা ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িল। চক্ষুতে জল, কেন তা' সে জানে না ; হৃদয়ের ভিতর হাহাকার ধ্বনি, কোন্ অভাবে তা' সে বুঝে না। হীরা নাম করিতে আরম্ভ করিল—হরিদাসের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া হীরা নাম করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে হরিদাসের সমাধি ভঙ্গ হইল—তিনি হীরার পানে চাহিয়া দেখিলেন। হীরা লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া নাম বন্ধ করিল এবং চিত্ত সংযম করিয়া গম্ভীরভাবে কুটীর ত্যাগ করিল।

পরদিবস সন্ধ্যাকালে হীরা যখন হরিদাসের কুটীর উদ্দেশে চলিল, তখন তাহার পরিধানে সামান্য বস্ত্র, অঙ্গ অলঙ্কারশূন্য। হীরা পথে আসিতে আসিতে দূরে হইতে শুনিল, সঙ্গীত ঝঙ্কার

উঠিয়াছে। হীরার বুকের ভিতর সপ্ত স্বর জাগিয়া উঠিল; হীরা হাঁটিতে হাঁটিতে গাইতে লাগিল—

হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হে।

সহসা তাহার পথরোধ করিয়া রামচন্দ্র খাঁ দাঁড়াইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "হীরা, এই মলিন বেশে কি তুমি হরিদাসকে ভুলাইতে যাইতেছ?"

হীরা। কাঙ্গালের কাছে কাঙ্গালের বেশই ভাল।

রাম। আর হরি নাম গান?

হীরা। এটাও ঠিক; হরি-ভক্তকে হরি নামে ভুলাতে হয়?

রাম। আর বিমর্ষ বদন?

হীরা। হাসি শুধু তোমার জন্যে।

রাম। কিন্তু আজ শেষ দিন, স্মরণ রাখিও।

হীরা। স্মরণ আছে।

রামচন্দ্র প্রস্থান করিলেন। হীরা কুটীরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে নদীতে নামিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিল। হীরা আজ উপবাসী; আহারে রুচি ছিল না, তাই আজ উপবাস করিয়াছে। হীরা তুলসিতলে প্রণাম করিল; পরে কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, হরিদাসের পূর্ব্ববৎ উন্মত্ত ভাব; শ্রোতাকে উন্মত্ত করিয়া নিজেও উন্মত্ত হইতেছেন। হীরা আসিয়া দ্বার-প্রান্তে বসিল।

নাম ঝড়বেগে বহিয়া চলিয়াছে। কণ্ঠ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে

উঠিল—সঙ্গীত-ঝঙ্কার পৃথিবী মুগ্ধ করিয়া আকাশের দিকে ছুটিল। হীরা মুগ্ধচিত্তে আত্মহারা হইয়া নাম শুনিতে লাগিল। যতই শুনিতে লাগিল, ততই তাহার দেহ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু দিয়া বারিধারা গড়াইতে লাগিল—তাহার বসন ভিজিল, পৃথিবী ভিজিল; তাহার হৃদয় মধ্যে নাম ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—তাহাকে আর নাম জপ করিতে হইল না—নাম আপনিই চলিতে লাগিল। সে জপের বেগ রোধ করা হীরার সাধ্যাতীত—এক অভিনব শক্তি কোথা হইতে আসিয়া হীরাকে অভিভূত করিল। হীরা ধূলিধূসরিতা, কম্পিত-কলেবরা। রাত্রি তৃতীয় প্রহর যখন অতীত-প্রায়, তখন হরিদাসের সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলেন, হীরা দ্বারপর্শ্বে রোরুদ্যমানা। ডাকিলেন, "বাহিরে কেন মা, ভিতরে এস।"

এই প্রথম মাতৃ-সম্বোধন। লক্ষপুত্র এককালে মা বলিয়া ডাকিলে হীরার কাণে এমন মিষ্ট শুনাইত না। হীরা কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া আসিল। সে তখন স্নান করিয়া শুচি হইয়াছে—চোখের জলে; ভিতরের আবর্জ্জনা পুড়াইয়া পবিত্র হইয়াছে—হরিনামানলে; দুষ্প্রাপ্য চন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াছে—অশ্রুসিক্ত মৃত্তিকায়। হরিদাস স্নেহভরে বলিলেন, "তোমাকে দুই দিন কষ্ট দিয়েছি, আজ তোমার সহিত আলাপ করব—বসো।" হীরা আছাড় খাইয়া হরিদাসের

দেব-বাঞ্ছিত চরণের উপর পড়িল। হীরা সেই পবিত্র চরণ স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল—একটা বৈদ্যুতিক শক্তি আসিয়া তাহাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে অভিভূত করিল। হীরা একবার সচকিতে বলিয়া উঠিয়াছিল, "এ কি!" তারপর তার কণ্ঠরোধ হইল। হীরার মস্তকে হস্ত বিমর্ষণ করিতে করিতে হরিদাস বলিলেন, "উঠ মা!"

হীরা উঠিল; যুক্তকরে গলদশ্রুলোচনে কহিল, "বাবা, আমাকে ক্ষমা কর।"

হরি। তোমার অপরাধ কি মা? তোমার পাপ ক্ষয় হয়েছে, তুমি এক্ষণে অতি পবিত্র।

হীরা। বুঝেছি, তুমি এ পাপিষ্ঠাকে উদ্ধার করতে এ দেশে এসেছ। বাবা, আমার উপায় কর।

হরি। লও মা, কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র গ্রহণ কর।

হীরা। এ নাম এতদিন কোথায় ছিল বাবা? কতদিন কত লোকের মুখে হরিনাম শুনেছি, কিন্তু কখন ত প্রাণের ভিতর এ নাম প্রবেশ করেনি। এ নাম যে আমাকে পাগল করে তুলছে বাবা!

হরি। এখন আমি চলিলাম মা!

হীরা। না বাবা; যেও না—তুমি গেলে আবার আমি ডুবে মরব—আমি বড় দুর্ব্বল।

হরি। আর ভয় নেই মা, এই নাম তোমায় রক্ষা করবেন।

তৃতীয় অধ্যায়—হরিদাস

হীরা। আমি কি নিয়ে থাক্‌ব বাবা ?

হরি। এই নাম নিয়ে এইখানে থাক্‌বে। যখন কর্ম্ম শেষ হ'বে, তখন শ্রীক্ষেত্রে চলে যেও। সময় হলে, শ্রীকৃষ্ণই তোমাকে ডেকে নেবেন।

হরিদাস প্রস্থান করিলেন। হীরা সেই কুটীরেই রহিল। তাহার অনেক বিভব ঐশ্বর্য্য ছিল, তদ্দ্বারা সে অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। শ্রীক্ষেত্র-যাত্রীদের সুবিধার্থে তাহার জন্মভূমি হইতে জগন্নাথ-ক্ষেত্র পর্য্যন্ত এক পথ প্রস্তুত করিয়া দিল। সে পথ আজও হীরার জাঙ্গাল নামে পরিচিত। হীরা মস্তক মুণ্ডন করিল, এবং যখন সে শ্রীক্ষেত্রে গেল, তখন সে তাহার কেশগুচ্ছ জগন্নাথ দেবের মন্দির-প্রাচীরে টাঙ্গাইয়া দিল। কেশগুচ্ছ অনেক দিন তথায় ছিল। দেহ বহু পূর্ব্বে লয় হইয়াছিল, কিন্তু যা' ভগবানে অর্পিত, তা' সহজে লয় পায় নাই। *

---

* তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল,
গৃহবিত্ত যেথা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল।
মাথা মুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সে ঘরে,
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

—:*:—

চতুর্থ অধ্যায়

অমর—গৌড়ে

তখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, হোসেন সা। তিনি বিচক্ষণ, প্রজাবৎসল। তিনি স্বভাবত হিন্দুদ্বেষী ছিলেন না ; তবে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইলে তিনি মুসলমানের পক্ষই অবলম্বন করিতেন।

গৌড়ের পরিচয় বাঙ্গালী শত গ্রন্থে পাইয়াছেন ; সুতরাং নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। দুইটা কথা বলা প্রয়োজন ; গৌড় নগর এত বিস্তৃত যে, তাহার বহু পল্লী ও বহুবাজার ছিল। রামকেলীর নিকট গঙ্গার উপকূলে এক পল্লী ছিল, ব্রাহ্মণেরা তথায় বাস করিতেন। গোঁড়া মুসলমানেরা গৌড়ের অপরাপর পল্লীতে হিন্দুদিগকে তাহাদের পর্ব্বাদির অনুষ্ঠান করিতে দিত না। দ্বার-বাসিনী হইতে রামকেলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত পল্লীর নাম ছিল, ভট্টপল্লী ; আনুষ্ঠানিক হিন্দুরা সচরাচর তথায় আসিয়া বাস করিতেন।

একদা সুলতান হোসেন সা নগর ভ্রমণার্থে অশ্বারোহণে বহির্গত হইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন। প্রাসাদ সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত অশ্ব দণ্ডায়মান—শরীর-রক্ষী সৈন্যরাও প্রস্তুত। সুলতান তাঁহার

চতুর্থ অধ্যায়--অমর গৌড়ে

উজীর গোপীনাথ বসুর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। গোপীনাথ সুলতানের বড় প্রিয় পাত্র। তিনি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, পুরন্দর খাঁ। তাঁহার পিতা ঈশানচন্দ্রকেও সুলতান, শ্রীমন্ত রায় উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহাদের পৈতৃক বাস, হুগলী জেলার অন্তর্গত সেয়াখালা গ্রামে। গৌড়েও তাঁহাদের এক বিশাল অট্টালিকা আছে। গোপীনাথের পশ্চাতে মন্ত্রী কেশব ছত্রী খাঁ; তাঁর পিছনে আরও কতিপয় পদস্থ রাজকর্ম্মচারী। তাঁদের পিছনে শ্রীমন্ত ও অমর।

হোসেন সা, অশ্বপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন; অশ্বটীকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা পুরন্দর বলিতে পার, ভাল ভাল ঘোড়াগুলা এদেশে এসে কেন বিগ্‌ড়ে যায়? মোটা হয়, কিন্তু সে তেজ আর থাকে না।

গোপীনাথ কি উত্তর করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া ছত্রীর পানে চাহিলেন; ছত্রী গোঁপে মোচড় দিয়া পশ্চাতে চাহিলেন, সকলেই নীরব। এমন সময় অমর অগ্রসর হইয়া যুক্তকরে উত্তর করিলেন, "জাঁহাপনা, এদেশের ঘাস ঘোড়াকে দুর্ব্বল করে।"

সুলতান। কেন?

অমর। ঘাসে জলের ভাগ বেশী থাকে, তাতে মেদ বৃদ্ধি করে, কিন্তু শক্তির অন্তরায় হয়।

সুলতান। তুমি কি শুক্‌নো ঘাস দিতে বল?

অমর। হাঁ জাঁহাপনা। পাহাড়ে বা কঙ্করময় প্রদেশে যে সব ঘাস জন্মায়, সে সব ঘাসে জলের ভাগ কম ; তারা মেদ বাড়ায় না, কিন্তু তেজ বাড়ায়।

সুলতান। তুমি কে যুবক ?

অমর। জাঁহাপনার সামান্য ভৃত্য।

সুলতান। উত্তম, তোমাকে অশ্বশালার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলাম।

উপরি উক্ত ঘটনার কিছু কাল পরে হোসেন সা একদা তাঁহার কর্ম্মচারীদের বলিলেন, "আগামী কল্য প্রভাতে আমি শিকারে যাব ; যারা বাঘ দেখে ভয় পাবে না, তারা আমার সঙ্গে চলো।"

বৃদ্ধ গোপীনাথ সহাস্যে উত্তর করিলেন, "জাঁহাপনা ছাড়া আর কাউকে কখন ভয় করিনি ; এখন বয়স হয়েছে—সকলকেই এখন ভয় হয়।"

সুলতান একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকে আমি যেতে বলিনি পুরন্দর ; যাহারা যুবক ও সাহসী তাহারা যাবে।"

অনেকেই সাজিল। যথাকালে সুলতান প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন, প্রাঙ্গণ অশ্বে পূর্ণ। তাহার মধ্যে একটী অতি উচ্চ মহা-তেজস্বী অশ্ব সুলতানের নয়নাকর্ষণ করিল ; তাহার পৃষ্ঠ যেন ধনুকের ন্যায়, গ্রীবা কতকটা রাজহংসের গ্রীবার ন্যায়, কটিতট ক্ষীণ, ক্ষুরের উপরিভাগও ক্ষীণ ; সহস্র ঘোড়ার মধ্যে সেই

চতুর্থ অধ্যায়—অমর গৌড়ে

ঘোড়াটিকে স্থলতানের মনে ধরিল। দেখিলেন, সেই অশ্বের বল্গা ধরিয়া দণ্ডায়মান্ রহিয়াছেন, স্বয়ং অশ্বশালাধ্যক্ষ। স্থলতান প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ অশ্ব কোথায় পাইলে?"

অমর। জাঁহাপনার শালে ছিল।

স্থল। সে কি! এমন ঘোড়া থাক্‌তে আমাকে এতদিন একটা গিধ্বড় দেওয়া হ'ত!

ভূতপূর্ব্ব অশ্বশালা-রক্ষক দেখিল, মহাবিপদ; কি বলিতে যুক্ত করে সে অগ্রসর হইল। অমর তাহাকে সে স্থবিধা না দিয়া পুনঃ পুনঃ কুর্ণিষ করিতে করিতে নিবেদন করিলেন, "এর পিঠে চাপ্‌লেই জাঁহাপনা বুঝতে পারবেন এমন তেজী ঘোড়া সম্রাট লোদিরও নেই।"

স্থলতান প্রীতমনে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অমর অশ্ব-বল্গা ছাড়িয়া দিয়া দ্বিতীয় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং স্থল-তানের অগ্রবর্ত্তী হইয়া, বিলম্বিত বৃক্ষশাখা তরবারির আঘাতে ছেদন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। গোপীনাথ প্রভৃতি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া অমরকে দেখিতে লাগিলেন। বিতাড়িত অশ্বশালা-রক্ষক যুক্তকরে উজিরকে কহিলেন, "হুজুর, এ ঘোড়া এখানে ছিল না, হালে দিল্লী হ'তে আনিয়েছে। একটা মিথ্যাকথা বলে স্বচ্ছন্দে আমাকে অপদস্থ করলে; কথাটা আমাকে ভেঙ্গেও বল্‌তে দিলে না।"

গোপীনাথ বলিলেন, "দেখ কেশব, এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে উজির হ'বে। তোমরা এর বিরুদ্ধাচরণ করো না; যা'র প্রতিভা আছে, তা'কে উঠ্‌তে দাও; না দেও, তুমিই মরবে। অমরকে দেখ্‌লে সত্যই আমার আনন্দ হয়।"

কেশব। আপনি থাকৃতে এই যুবক উজির হবে?

গোপীনাথ। না, তা' হবে না; কিন্তু আমি আর ক' দিন? বৃদ্ধ হয়েছি, বড় জোর আর দু'চার বছর আছি।

পরদিন প্রভাতে হোসেন সা যখন সভাতে সপার্ষদ উপবিষ্ট, তখন গোপীনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল নাকি জাঁহাপনার বিপদ্ গেছে?"

সুলতান। শিকারের কথা বল্‌ছ? সে আর বিপদ্ কি? তাদের মারতে গেছি, তারা ত আর আমাদের আদর করবে না।

একটা আহাম্মক ভুইয়া বলিয়া উঠিল, "সদ্দার অমরনাথ পাশে না থাক্‌লে সের জাঁহাপনাকে আস্ত রাখ্‌ত না।"

অমরনাথ সতেজে বলিয়া উঠিলেন, "যা' আপনি স্বচক্ষে দেখেন নি গাফর আলি, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলবেন না। আপনারা দূরে পলায়িত, আমিও সুলতান ছাড়া সেখানে আর কেহ ছিল না।"

ভুইয়া। আমি পালাই নি—কাছেই ছিলাম, নিজের চো'খে দেখেই বলছি।

অমর। আপনি ভুল দেখেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়—অমর গৌড়ে

একটু হাসিয়া গোপীনাথ, অমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপারটা কি হ'য়েছিল অমর ?"

অমরনাথের মুখ লাল হইয়া উঠিল ; তিনি অবনতবদনে বলিলেন, "ব্যাপার অতি সামান্য ; সুলতান বাঘটাকে সড়্কি দ্বারা আঘাত করে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেললেন ; আঘাতটা এত জোরে হয়েছিল যে, সড়্কি ভেঙ্গে গেল, বাঘ আবার ঠেলে উঠ্ল। আমি—আমি ভয়ে সুলতানের পশ্চাতে লুকিয়ে চীৎকার করে উঠ্লুম, 'সুলতান রক্ষা করুন।' সুলতান তখন খড়্গের আঘাতে ব্যাঘ্রের শিরশ্ছেদ করলেন। আমি আর করিছি কি ? খাঁ সাহেবের মত প্রাণভয়ে না পালিয়ে সুলতানের পশ্চাতে ছিলাম, এই যা।"

সভাতল নিস্তব্ধ ; অনেকেই বুঝিলেন, অমরনাথ আগাগোড়া মিথ্যা বলিতেছেন।

সুলতান বলিলেন, "আমার তরবারিও আঘাতের প্রচণ্ডতায় ভেঙ্গে গেছে। আচ্ছা পুরন্দর, এ দেশে ভাল ইস্পাত জন্মায় না কেন।"

পুরন্দর ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন উত্তর না দিয়া অমরনাথের পানে চাহিলেন। অমর কি বলিতে উঠিতেছিলেন, কিন্তু গোপীনাথের সকৌতুক দৃষ্টি, তাঁহার নয়নে পড়িবামাত্র তিনি আর উঠিলেন না। কেশব ছত্রী বলিলেন, "জন্মায় বই কি জাঁহাপনা।"

সুলতান। তোমার কি অভিপ্রায় অমরনাথ !

অমর। জাঁহাপনার অসুর-বীর্য্য ধারণ করিতে পারে এমন ইস্পাত দুনিয়ায় জন্মায় নি।

তখন অনেকেই তারিফ করিয়া বলিলেন, "ও তো ঠিক বাৎ।"

সুলতান তখন ডাকিলেন, "সর্দ্দার অমরনাথ!"

অমরনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুলতান। তুমি কি চাও?

অমর। জাঁহাপনার যদি গরীবের প্রতি কৃপা হয়ে থাকে, তবে একটী প্রার্থনা জানাই। জাঁহাপনার এই দরবার অতি পবিত্র। এখানে যদি কেহ মিথ্যা কথা বলে তবে তার দণ্ড হওয়া উচিত। আমি প্রার্থনা করি, এই ভুইয়া গাফর আলি অতঃপর দরবার হ'তে বিতাড়িত হউক।

গোপীনাথ হাসিয়া ফেলিলেন। ভুইয়া প্রমাদ গণিল। ওমরাহেরা বুঝিল, এই সর্দ্দার যুবক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন। সুলতান সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, "তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম; ভুইয়া গাফর আলি দরবারে আর প্রবেশ করিতে পাইবেন না।"

আরক্তনয়নে অমরনাথের পানে চাইতে চাইতে ভুইয়া দরবার ত্যাগ করিলেন।

সুলতান বলিলেন, "সর্দ্দার অমরনাথ, তোমার ন্যায় কর্ত্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তি, দরবার ও রাজ্যের গৌরব। আমি তোমাকে সহর কোতোয়ালের পদে নিযুক্ত করিলাম।"

চতুর্থ অধ্যায়—অমর গৌড়ে

অমরনাথ অভিবাদন করিলেন। গোপীনাথ উঠিয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা বোধ হয় অবগত নহেন, অমরনাথের একটী ছোট ভাই আছেন; আমার প্রার্থনা, তাঁহাকে অশ্বশালার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন।"

সুলতান। আমি সানন্দে প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম।

গোপীনাথ। জাঁহাপনা, এই দুই ভাই একদিন আপনার রাজ্যের স্তম্ভ হইবে। এই বুড়ার কথা স্মরণ রাখিবেন, এই অমরনাথ হইতে আপনার রাজ্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে; এমন অসাধারণ প্রতিভা আমি কোথাও দেখি নাই।

তা'র দুই বৎসর পরে একদা সুলতান দরবারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বলতে পার, ক্ষুদ্র রাজা ত্রিপুরেশ্বর ধন মাণিক্যের হাতে কেন আমরা পরাস্ত হ'লুম।"

কেহ বলিলেন, সেনাপতি ছুটী খাঁর দোষে।

কেহ বলিল, আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ গৌর মল্লিকের অকস্মাৎ মৃত্যু জন্য।

কেহ বলিলেন, আমাদের সৈন্য কম ছিল, তাই।

এই ভাবে নানারকম উত্তর হইল।

সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি অভিমত কোতোয়াল সাহেব?"

অমর। আমাদের নৌকা ছিল না বলে জাঁহাপনা।

স্থূল। সে কি রকম ?

অমর। ও সব পাহাড়ে দেশ—অনেক নদী। বর্ষায় দেশ ভেসে গেল, আমরা দাঁড়াবার স্থান পেলাম না ; শত্রু-সেনাপতি চয়চাগ সেই সুযোগে আমাদের বিব্রত করে তুল্‌ল—রসদ বন্ধ করে দিল—ঘোড়া কতক মারল, কতক জলে ভেসে গেল। কাজেই শেষে আমাদের পালিয়ে আসতে হ'লো।

বিপুল শ্মশ্রুভারাক্রান্ত সেনাপতি ইসমাইল গাজি উঠিয়া বলিলেন,—"কোতোয়াল সাহেব ঠিক বাৎ বলেছেন।"

সুলতান। অমরনাথ, তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দৃষ্টে আমি চমৎকৃত হইলাম। আমি তোমাকে যুদ্ধ বিভাগের মন্ত্রী করিলাম, আর তোমার উপাধি হইল—সাকের মল্লিক *।

তা'র কিছুকাল পরে—তখন গোপীনাথ সরিয়া পড়িয়াছেন—একদা সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা ত কিছুতেই উড়িষ্যা জয় করতে পারছি না—কোন পরামর্শ দিতে পার, সেনাপতি সাহেব ?"

সেনাপতি তাঁহার শ্মশ্রুরাশিকে তোয়াজ করিয়া উত্তর করিলেন, "প্রতাপরুদ্র বড় শক্ত রাজা আছে জাঁহাপনা।"

সুলতান। তা' ত আছে ; আমরাই কি নরম ?

কেশব। কথা হচ্ছে, আমাদের এখান হতে সেজেগুজে রসদ নিয়ে যেতে হয়, আর—

* জ্ঞানী—শ্রেষ্ঠ।

স্থলতান। সে সব কথা আমিও জানি। আমি শুন্‌তে চাই কোনও উপায়ে আমরা উড়িষ্যা জয় করতে পারি কি না।

কেহ কোনও উত্তর করিলেন না। ক্ষণপরে স্থলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিও কি কোন উপায়ের কথা বল্‌তে পার না, সাকর মল্লিক ?"

সাকর। জাঁহাপনা, কৌশলে কার্য্যোদ্ধার হ'তে পারে।

স্থলতান। কৌশলটা কি ?

সাকর। যখন প্রতাপরুদ্র রাজধানীতে থাক্‌বেন না, তখন আমরা উড়িষ্যা আক্রমণ করব।

সেনাপতি একটু অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমরা কি প্রতাপরুদ্রকে বল্‌ব 'ওগো তুমি সরে যাও, আমরা উড়িষ্যা আক্রমণ করব' ?"

সাকর মল্লিক একটু ভৎর্সনার সহিত বলিলেন, "ব্যস্ত হবেন না সেনাপতি সাহেব, আমি স্থলতানের কাছে আমার বক্তব্য নিবেদন করছি।" পরে স্থলতানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমরা দক্ষিণে যুদ্ধ বাধাব, প্রতাপ সসৈন্যে সেই দিকে ছুটে যাবেন ; আমরা তখন তাঁহার অনুপস্থিতে সহসা রাজধানী অধিকার করে বসব।"

স্থল। দক্ষিণে যুদ্ধ বাধাব কিরূপে ?

সাক। তা'র উপায় কঠিন নয়, সে ভার আমি নিলাম।

স্থূল। তবু উপায়টা কি শুনি?

সাক। দক্ষিণে বিজয়নগর-রাজের সহিত প্রতাপরুদ্রের চিরদিনের বিরোধ। তিনি পুনঃ পুনঃ প্রতাপের হস্তে পরাস্ত হয়ে, প্রতিহিংসা নেবার সুযোগ অন্বেষণ করছেন। আমরা যদি তাঁহাকে অস্ত্রাদি দ্বারা সাহায্য করবার একটা প্রতিশ্রুতি দি, তা'হ'লে তিনি দক্ষিণে এখনি একটা গোলমাল বাধাতে পারেন।

স্থূল। উত্তম পরামর্শ, বাঃ বাঃ! তোমার মত জ্ঞানী ও রাজনীতিজ্ঞ এ সভায় কেহ নাই; সাকের মল্লিক! আমি তোমাকে উজির পদ দিলাম; আর এই যুদ্ধ-আয়োজনের সমস্ত ভার তোমার উপর রহিল; দক্ষিণে যুদ্ধ বাধাইতে তুমি আগে যাইবে, পরে ফিরিয়া গড় মান্দারণে আমার সহিত মিলিত হইবে; তখন আমরা একত্রে উড়িষ্যা প্রবেশ করিব। বৃদ্ধ গোপীনাথ আমায় বলিয়া গিয়াছিলেন, তোমা হইতেই আমার রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে; তাঁহার কথা মিথ্যা হইবার নয়।

সভাভঙ্গ হইলে উজির সাকর মল্লিক তাঁহার প্রাসাদে ফিরিলেন। তাঁহার বদন প্রফুল্ল নয়, কেমন একটু চিন্তান্বিত। অশ্বারোহণে একাকী ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। প্রাসাদ, একটু দূরে। রামকেলির উত্তরে সনাতন-খনিত সনাতন-সরোবর; এই সাগরের পশ্চিমে তাঁহার অট্টালিকা। রামকেলি-গ্রামে

চতুর্থ অধ্যায়—অমর গৌড়ে

রূপ-সাগরের পূর্ব্বদিকে দবির খাস সন্তোষের প্রাসাদ। অনুপ টাঁকশালের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন; তাঁহার প্রাসাদ ছিল, রূপ-সাগরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে খব্‌খবি নামক স্থানে। এ সব 'সাগর' তখনও খনিত হয় নাই, কিছুকাল পরে হইয়াছিল।

উজির গৃহে আসিয়া দেখিলেন, নবদ্বীপবাসী কতিপয় ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থে দ্বারে দণ্ডায়মান্। সাকর মল্লিক তাঁহাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। তাঁহারা একে একে তাঁহাদের অভাব নিবেদন করিলেন। কাহারও গৃহ পুড়িয়া গিয়াছে, কেহ টোল করিবেন, কেহ কন্যাদায়গ্রস্ত, কাহারও পিতৃ-শ্রাদ্ধ। সাকর মল্লিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি মুসলমানের ভৃত্য, যবন প্রভুর ইঙ্গিতে হিন্দুর সর্ব্বনাশ করি; আপনারা কোন্ ভরসায় আমার নিকট ভিক্ষা চাইতে আসিয়াছেন?"

জনৈক ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "আমরা হিন্দুর নিকট আসিয়াছি, হিন্দুকে হিন্দু না দিলে কে দিবে?"

উজির কহিলেন, "আপনার উত্তরে আমি প্রীত হইলাম। আমার ভাণ্ডার খুলিয়া দিতেছি, আপনারা ইচ্ছামত অর্থ গ্রহণ করুন।"

ব্রাহ্মণেরা সহর্ষে আশীর্ব্বাদ করিলেন। উজির জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিমাই পণ্ডিতের সংবাদ কি?"

ব্রাহ্মণ। তিনি কিছুকাল আগে দীক্ষা নিয়ে গয়া হ'তে ফিরে-

ছেন। তাঁর ভাব এক্ষণে স্বতন্ত্র; সে চাঞ্চল্য আর নাই—এখন তিনি সকল সময়ে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা। অনেকের বিশ্বাস তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

উজির সাহেব আকাশ পানে চাহিয়া রহিলেন। সমস্ত বক্ষ আলোড়িত করিয়া একটা গভীর নিশ্বাস পড়িল।

পঞ্চম অধ্যায়

হরিদাস সপ্তগ্রামে

সাতখানি গ্রাম লইয়া সপ্তগ্রাম। হরিদ্রাপুর, গোবিন্দপুর, সেকেন্দরপুর, চন্দনপুর, সাহাপুর, কৃষ্ণপুর ও সাতগাঁ—এই সাত খানি গ্রাম লইয়া বিশাল বাণিজ্য-কেন্দ্র সপ্তগ্রাম সরস্বতী নদীর তীরে গঠিত হইয়াছিল। বন্দরে বড় বড় জাহাজ আসিয়া লাগিত, আর বিবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া মিশর, সুমাত্রা পেগু প্রভৃতি দেশে যাইত। বাঙ্গালায় যাহা কিছু উপজাত হইত তাহা সপ্তগ্রামে আসিত। সোণারগাঁর বিখ্যাত মল্‌মল্, হিজলীর তৃণ হইতে উৎপন্ন সূক্ষ্ম বস্ত্র, টাঁড়া ও শ্রীপুরের তূলাজাত বস্ত্র, কুচবিহারের মৃগনাভি, রেশম ও কার্পাস বস্ত্র, বাঙ্গালার হীরক-খচিত স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, কাঁসা পিতলের

বাসন, উৎকৃষ্ট চিত্র, ঢাকার শাঁখা, গালার বার্ণিস, মাটীর বাসন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইত ও ভারতের বাহিরে রপ্তানি হইত।

সপ্তগ্রাম-সরকার বহুদূর বিস্তৃত ছিল। হাতিয়াগড় (ডায়মণ্ড-হারবার), মহল কলকত্তা, কপোতাক্ষের তীর, নদীয়া ও বহরম-পুরের কিয়দংশ লইয়া সরকার-সপ্তগ্রাম। এই সরকার যিনি গৌড়-রাজের নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন, তিনি আদায় করি-তেন প্রায় বার লক্ষ টাকা, আর রাজস্ব রাজ-সরকারে দিতে হইত চারি লক্ষ আঠার হাজার রূপেইয়া বা রূপেয়া। এই লাভবান্ প্রদেশ সম্প্রতি ইজারা লইয়াছিলেন, হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস, ইঁহারা কায়স্থ; কিন্তু সপ্তগ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী তখনকার দিনে সুবর্ণবণিক ছিলেন।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন, দুই ভাই দেশের রাজা। রাজা হইলেও তাঁহারা গর্ব্বিত বা অত্যাচারী ছিলেন না। তাঁহারা সদ্ব্যয়ী ও ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন; দেবালয় ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা ও চতুষ্পাঠী-স্থাপন প্রভৃতি নানাপ্রকার সৎকার্য্য ইঁহাদের দ্বারা অনু-ষ্ঠিত হইত। কিন্তু ভজন সাধন মার্গ যে কি, তাহা তাঁহারা বুঝিতেন না। মন্দির-দ্বারে একবার মাথা খুঁড়িলেই ভক্তি যথেষ্ট করা হইত মনে করিতেন। দরিদ্রকে একমুঠা অন্ন দান করিলে জীবে দয়া প্রচুর পরিমাণে করা হইল এইরূপ বুঝিতেন; তা'রপর

বাকি খাজনার জন্যে এক প্রজাকে সপরিবারে রাস্তায় বসাও না কেন, তা'তে কোন অপরাধ আছে মনে করিতেন না। আগে বিষয় কর্ম্ম, ত'ারপর ধর্ম্ম।

জ্যেষ্ঠ হিরণ্যর সন্তানাদি ছিল না। কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের একটি মাত্র পুত্র; তাঁর নাম রঘুনাথ। তিনি দাস-পরিবারের নয়নমণি। অনেক মানৎ করিয়া ছেলেটি হইয়াছে। নিমাই পণ্ডিতের উপনয়ন উপলক্ষে গোবর্দ্ধন সস্ত্রীক নবদ্বীপে গিয়াছিলেন; নিমাই-য়ের অতুলনীয় রূপ দৃষ্টে অপুত্রক গোবর্দ্ধন-ঘরণীর ইচ্ছা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার ঐ রকম একটি সর্ব্বশোভাময় সন্তান হয়। তাহার দুই এক বৎসর মধ্যেই রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করিলেন।

রঘুনাথ উপযুক্ত বয়স লাভ করিলে, বিদ্যাশিক্ষার্থে কুল-পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে প্রেরিত হইলেন। বলরামের গৃহ নগরের প্রান্তে চাঁদপাড়া নামক পল্লীতে। পল্লীটি জনবহুল নয়, অধিবাসীরা সকলেই ব্রাহ্মণ। তখনকার দিনে হিন্দুরা এক এক বর্ণ এক এক পল্লীতে সকলেই সচরাচর বাস করিত। আচার্য্য মহাশয় এই ব্রাহ্মণ-পল্লীর সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। অবস্থাও তাঁর ভাল। তিনি কৃষ্ণভক্ত, তেজস্বী ও উদারচিত্ত।

সম্প্রতি বলরামের গৃহে একজন অতিথি আসিয়াছেন; তিনি আমাদের উৎপীড়িত হরিদাস। নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে তিনি সপ্তগ্রামে আসিয়াছেন। কোথাও শান্তি পান নাই; তাঁহার

পঞ্চম অধ্যায়—হরিদাস সপ্তগ্রামে

হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচার নির্য্যাতন ফিরিয়াছে। যবন বলিয়া ঘৃণা করিয়া, অথবা ভয় করিয়া কোন হিন্দু তাঁহাকে আশ্রয় দেয় নাই। হরিভক্তকে মুসলমান ত আশ্রয় দেবেই না। তা'ছাড়া আবার এক বিপদ আছে; রামচন্দ্র খাঁর তুল্য ব্যক্তি সকল দেশেই আছেন। কোনও প্রবল ব্যক্তির আশ্রয় না পাইলে কোথাও স্থির হইয়া বসিবার উপায় নাই। অবশেষে বলরামের পরিচয় পাইয়া তাঁহার বিস্তৃত উদ্যানের একাংশে আশ্রয় লইয়াছেন; বলরাম আগ্রহ সহকারে এক খানি কুটীর তুলিয়া দিয়াছেন। হরিদাস মনের আনন্দে তথায় দিবানিশি হরিনাম জপ করেন। তাঁহার কামনা আর কিছু ছিল না—শুধু একটু আশ্রয়।

হরিদাস এইবার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন; ভয় নাই, উদ্বেগ নাই, —বৈষ্ণবের গৃহে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া কণ্ঠ ছাড়িয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন। নাম করিতে করিতে হরিদাস কখন কাঁদিতেন, কখন হাসিতেন, কখন নাচিতেন, কখনও বা হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন। আচার্য্যের গৃহে অনেক ছেলে পড়িতে আসিত; তাহারা হরিদাসকে পাগল মনে করিয়া বিদ্রূপ করিত; কেহ হরিদাসের গায়ে ধূলা দিত, কেহ বা গোবর দিত। কিন্তু একটি বালক হরিদাসকে পাগল মনে করিত না। সে আমাদের রঘুনাথ। তাঁহার বয়স তখন দশ এগার বৎসর; তাঁহার হৃদয় যেন এতকাল সুপ্ত ছিল, হরিদাসের হরিনামধ্বনিতে সে যেন সহসা জাগিয়া উঠিল। রঘুনাথ

সুযোগ পাইলে পলাইয়া হরিদাসের নিকট আসিতেন এবং তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া গান করিতেন। যতই তিনি গাইতেন, ততই তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিত, প্রাণের ভিতর এক অনির্ব্বচনীয় সুধা বর্ষিত হইত। পাঠে বা গৃহে তাঁহার মন থাকিত না—মন থাকিত হরিদাসের কাছে, সেই মধুময় হরিনামে। প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগিল, শুধু হরিনাম গান।

একদা অপরাহ্নে হরিদাস গাইতেছেন—

হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হে—

বালক রঘুনাথ গাইতেছেন—

হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হে।

হরিদাস গাইলেন—

কৃষ্ণ কেশব হরি মাধব রাম রাঘব ত্রাহি মাং—

বালক অমনি গাইলেন—

কৃষ্ণ কেশব হরি মাধব রাম রাঘব ত্রাহি মাং।

হরিদাস—

হরি আমার দয়াল হে—

বালক—

হরি আমার দয়াল হে।

হরিদাস—

হরি আমার প্রেমময় হে—

বালক—

হরি আমার প্রেমময় হে।

হরিদাস—

আমার সকল কাড়িয়া লও—

বালক—

আমার সকল কাড়িয়া লও।

হরিদাস—

যা' কিছু আমার আছে সব লয়ে আমায় তোমার করিয়া লও—

বালক—

যা' কিছু আমার আছে সব ল'য়ে আমায় তোমার করিয়া লও।

হরিদাস—

ভিখারী কাঙ্গাল করিয়া আমায় তোমারি করিয়া লও—

বালক—

ভিখারী কাঙ্গাল করিয়া আমায় তোমারি করিয়া লও।

হরিদাস—

আমি যে তোমার, তুমি যে আমার, ও আমার দয়াল হরি! আমায় তোমারি করিয়া লও—

বালক—

আমি যে তোমার, তুমি যে আমার, ও আমার দয়াল হরি! আমায় তোমারি করিয়া লও।

উভয়েই গলদশ্রুলোচন। রঘুনাথ কেন কাঁদিতেছেন, তা'

তিনি জানেন না। প্রাণের ভিতর কি একটা প্রবেশ করিয়া তাঁহার হৃদয় ও নয়নে উচ্ছ্বাস তুলিয়াছিল ; এ উচ্ছ্বাসকে শান্ত করিবার তাঁহার শক্তি ছিল না। রঘুনাথ ভাবিতেছিলেন, এ আনন্দ, এ পুলক, মাতা-পিতার ক্রোড়ে বসিয়া বা কোন অবস্থাতেই তিনি ত কখন অনুভব করেন নাই। হরিকে ডাক্‌লে কেন এমন হয় ? হরি কে হরিদাস ?

হরিদাস। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, তিনি আমাদের সকলের চেয়ে আত্মীয়।

রঘুনাথ। তবে তাঁর দেখা পাই না কেন ?

হরি। অন্তরের সঙ্গে ডাক্‌লেই তাঁর দেখা পাওয়া যায়। তিনি যে দেখা দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আমাদের আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

রঘু। এস না তবে হরিদাস, আমরা তাঁকে ডাকি—তাঁকে দেখ্‌তে আমার যে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

হরি। ডাক বালক ; তোমার ডাকে তিনি নিশ্চয় আসবেন।

উভয়ে ডাকিতে লাগিলেন—

হরি আমার এস হে—
হৃদি-সিংহাসন রেখেছি পাতিয়ে
তুমি আসিবে ব'লে হে—

আমার কৃষ্ণ আসিবে ব'লে হে—
আমার রাজার রাজা আসিবে ব'লে হে—
আমার জীবন ধন আসিবে ব'লে হে—
আমি হৃদয় ধুয়েছি নয়নেরি জলে
তুমি আসিবে ব'লে হে—
ওগো বেদী সাজায়েছি ফুলদল দিয়ে
তুমি বসিবে ব'লে হে—
আমার মদনমোহন বসিবে ব'লে হে—
আমার শ্যামসুন্দর বসিবে ব'লে হে—
আমার হৃদয়নাথ বসিবে ব'লে হে।

উভয়ে কাঁদিয়া আকুল—পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ। প্রৌঢ় হরিদাস বালক রঘুনাথের বাহুপাশে বদ্ধ। উভয়ের হৃদয়াবেগ যখন একটু শান্ত হইল, তখন আবার উভয়ে ডাকিতে লাগিলেন।

বাঁশী করে ল'য়ে কৃষ্ণ আমার এস হে—
ভুবন মাতান রূপ ল'য়ে কৃষ্ণ আমার এস হে—
বনমালা গলায় পরে কৃষ্ণ আমার এস হে—
শ্যাম শ্যাম শ্যামরূপ ল'য়ে একবার এস হে—
আমার প্রভু, আমার পিতা, আমার রাজা এস হে—
চরণে চরণ দিয়ে কৃষ্ণ হৃদয়ে এস হে—
প্রাণনাথ আমার হৃদয় মাঝে এস এস হে—
আমার প্রিয়, আমার সুন্দর—

উভয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, আর ডাকিতে পারিলেন না—কাঁদিয়া

ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন। ক্ষণপরে হরিদাস বলিলেন, "ওই দেখ রঘুনাথ, কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে এসেছেন, তাঁর চরণভরে তোমার হৃদয় কাঁপছে, তুমি কাঁপছ; চো'খ বুজে দেখ, কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে বসেছেন।"

রঘুনাথের কান্নার বেগ আরও বাড়িয়া উঠিল—তিনি আর সামলাইতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। হরিদাস, রঘুনাথের অচৈতন্য দেহ বেষ্টন করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, মুখে হরিনাম, নয়নে জল, হৃদয় কৃষ্ণময়।

স্বল্পকাল মধ্যে রঘুনাথ উঠিয়া বসিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয় তখনও কাঁপিতেছে। হরিদাসের নৃত্যের বিরাম নাই; তদ্দৃষ্টে রঘুনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি উঠিয়া নৃত্যে যোগদান করিলেন। উভয়ে আবার গান ধরিলেন,—

নীলকান্তমণি কৃষ্ণ একবার এস হে—
রাজরাজেশ্বর কৃষ্ণ আমার এস হে—
আমার সুখময় শোভাময় প্রেমময় এস হে—
হৃদয়শোভন নয়নরঞ্জন আমার এস হে।

প্রাঙ্গণে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, তাহা কাহারও লক্ষ্য হইল না—নৃত্য ও গান সমভাবে চলিতে লাগিল। প্রাঙ্গণ হইতে এক ব্যক্তি কহিল, "রঘুনাথ, বেশ লেখাপড়া শিখ্‌ছ ত?"

২য় ব্যক্তি। রঘুনাথ বালক, তা'র অপরাধ কি? যত নষ্টের গোড়া এই মুসলমানটা।

৩য়। আহা, অত বড় বংশের একটি ছেলে, তা'র মাথা খাচ্ছে দেখ।

২য়। তুই নিজে ক্ষেপেছিস, বেশ করেছিস; কা'রও কিছু বল্‌বার নেই; কিন্তু এই ভদ্রলোকের ছেলেটাকে বেগড়াও কেন?

১ম। সত্যি কথাই ত; তখনই বলেছিলাম, আচার্য্য ঠাকুর, যবনকে বাড়ীতে ঠাঁই দিও না। তা' গরীবের কথা কেউ কি শোনে।

২য়। আমিই কি কম বলেছিলাম? কত বললুম, ওগো মুসলমান যখন হরিনাম জপ করছে, তখন ভিতরে একটা কিছু মতলব আছে; ও নিশ্চয় বাদ্‌সার গোয়েন্দা, আমাদের সব মুসলমান করতে এসেছে।

৩য়। য়্যাঁ, আমাদের সব মুসলমান করবে! আজ সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কাল সকালেই আমি ভূঁইয়াকে খবর দেব। দেখি বেটা মুসলমানের কি দুর্দ্দশা হয়।

সংবাদ দিতে আর যেতে হল না—ক্রুদ্ধ হিরণ্য ও শান্ত আচার্য্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে তিনটি জ্ঞানী ব্যক্তি হরিদাসের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিলেন, তাঁহারা সচকিতে ও সসম্ভ্রমে দেশের রাজাকে পথ দিলেন, এবং সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমরা আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম; একবার কাণ্ডটা দেখুন।"

তখনও হরিদাস ও রঘুনাথ নৃত্য করিতেছিলেন আর ডাকিতে-

ছিলেন, "হৃদয়শোভন নয়নরঞ্জন, আমার এস হে।" ক্রুদ্ধ হিরণ্যর তর্জ্জন গর্জ্জনে তাঁহাদের ভাব নষ্ট হইল এবং অচিরে তাঁহারা বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন। হিরণ্য ক্রোধভরে কহিলেন, "এই কি তোমার বিদ্যাশিক্ষা রঘুনাথ ?"

রঘু। এই ত জ্যেঠা, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা; পুঁথি পড়ে কি হবে ?

হিরণ্য। তোমার বাপ পিতামহ যা' করে এসেছেন, তাই কর; আমরা কি ধর্ম্ম কর্ম্ম করি না।

রঘু। আমি ত ধর্ম্ম কর্ম্ম চাই না।

হির। কি চাও তবে ?

রঘু। চাই আমার কৃষ্ণকে।

হির। দেখছি পাগলে তোমায় পাগল করেছে।

তা'রপর আচার্য্যের পানে ফিরিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, এ মুসলমানটাকে এখানে আর রাখ্‌তে পাবেন না; ইচ্ছা হয়, অন্যত্র স্থান দেন।"

বলরাম। বেশ; আমার শয়ন-গৃহে অতঃপর ইহাঁর স্থান হইবে।

হিরণ্য। আপনার শয়ন-গৃহে! সে কি!

বলরাম। হরিদাস আমার আশ্রিত।

হিরণ্য। আপনি কি ধর্ম্ম সমাজ মানেন না ?

বলরাম। প্রয়োজন হয়, সে জবাবদিহি অন্যত্র করব।

পঞ্চম অধ্যায়—হরিদাস সপ্তগ্রামে

হিরণ্য। তবে কি আমাদের পুত্রকে অন্যত্র নিয়ে যেতে বলেন ?

বলরাম। তোমাদের অভিরুচি।

হরিদাস এতক্ষন নীরবে দণ্ডায়মান ছিলেন ; এক্ষণে অগ্রসর হইয়া আচার্য্যের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন ; এবং কৃষ্ণকে ডাকিতে ডাকিতে দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তখন অন্ধকার, বসুধাকে ঘিরিতে অগ্রসর হইতেছে, হরিদাস সেই অন্ধকার-ক্রোড়ে সত্বর অদৃশ্য হইলেন ; কিন্তু তাঁহার উচ্চ কণ্ঠের আহ্বান—হৃদয়শোভন নয়নরঞ্জন আমার এস হে—ক্ষণকাল ধরিয়া সকলেই শুনিতে পাইলেন। বৃদ্ধ আচার্য্য যখন বুঝিলেন, হরিদাস তাঁহার আশ্রয় ছাড়িয়া চলিতেছেন, তখন তিনি হরিদাসের পশ্চাদনুসরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে ছুটিলেন, "হরিদাস" "হরিদাস"। *

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-লিখিত আখ্যায়িকা এই পরিচ্ছেদের শেষাংশে অনুসৃত হয় নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাজির বিচার

সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া হরিদাস শান্তিপুরে আসিলেন; তথায় অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট দীক্ষা লইয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন। নিমাই পণ্ডিতের নাম তখন চারি দিকে। তিনি হরিনামে চতুর্দ্দিক মাতাইয়া তুলিয়াছেন; হরিনামের একটা প্রবল স্রোত, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছে। হরিদাস মনের আনন্দে সেই স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিলেন। কিন্তু এ আনন্দ তাঁহার স্থায়ী হইল না।

শান্তিপুর ও নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা তখন গোরাই কাজি। তিনি দেখিলেন, হরিনামে দেশে একটা বিপ্লব তুলিয়াছে। ইসলাম-ধর্ম্মীরা বড়ই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। কাজি ইহাও দেখিলেন, যাহারা সম্প্রতি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। কাজির নিকট এমনও সংবাদ আসিতে লাগিল যে, তাহারা গোপনে হরিনাম করে। কাজি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, এ ক্ষেত্রে কোনও হিন্দুকে বিশেষরূপে শাস্তি না দিলে, হিন্দুদের এ ধর্ম্মান্দোলন বন্ধ হইবে না। ইসলাম ধর্ম্ম রক্ষা করিতে

ষষ্ঠ অধ্যায়—কাজির বিচার

হইলে হিন্দুদের এ আন্দোলন অচিরে বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু কোন্ ব্যক্তিকে ধরিয়া জল্লাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া যায়? নবদ্বীপ বা শান্তিপুরে—নিমাই পণ্ডিত বা অদ্বৈতাচার্য্যের কাছে ঘেঁসিবার যো নাই। তাঁহাদের কোনও স্বগণের অঙ্গে হস্তার্পণ করিলে সমস্ত হিন্দুরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া দেশে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে পারে। তাহাতে তিনি নানাপ্রকারে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে পারেন, সুলতানের নিকটেও তিরস্কৃত হইবার সম্ভাবনা। তবে কাহাকে ধরা যায়? এক আছে নিরাশ্রয় হরিদাস। কাজি সাহেব তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া ধরিলেন। হরিদাস অনাথ কাঙ্গাল; হরিদাসের বন্ধু নাই, আত্মীয় নাই, অর্থ নাই; হরিদাসই উপযুক্ত পাত্রবোধে ধৃত হইলেন। কাজি প্রকাশ করিলেন, হরিদাস কেন মুসলমান হইয়া হরিনাম করে?

হরিদাসের এবম্বিধ গুরুতর অপরাধের বিচার তিনি নিজেই করিতে পারিতেন; কিন্তু সুলতানের নিকট কিঞ্চিৎ যশঃপ্রাপ্তির আশায় হরিদাসকে গৌড়ে বিচারার্থে পাঠাইলেন।

ধর্ম্মপরায়ণ ও মহাপণ্ডিত গৌড়ের কাজি তোগ্‌লক্ খাঁ হরিদাসের বিচার করিতে বসিয়াছেন। সুলতান সিংহাসনে উপবিষ্ট; উজির ও অমাত্যবর্গ নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। তোগ্‌লক্ খাঁ সুলতানকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"আপনার ভৃত্য কাজি গোরাই খাঁ এই গৌড়-রাজ্যের পরম হিতৈষী ও ইসলাম

ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ। আপনার ভৃত্যদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ অতি অল্পই আছেন। তিনি আশঙ্কা করিতে-ছেন, কতকগুলা কাফের এই পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম ও এই অজেয় গৌড়রাজ্য ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছে। শান্তিপুর ও নবদ্বীপ প্রদেশে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, এখনও বেশীদূর বিস্তৃত হয় নাই। বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বেই তিনি বিদ্রোহীদের নেতা হরিদাসকে অনেক কৌশলে ধরিয়া বিচারার্থে জনাবের দরবারে প্রেরণ করিয়াছেন।”

সুলতান। বিদ্রোহ? আমার রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ? উজির সাহেব, সে কথা ত তুমি আমাকে বল নি?

উজির। বিদ্রোহ কোথাও থাক্‌লে আপনাকে বল্‌তাম, জাঁহাপনা। কাজি সাহেব আগাগোড়া আপনাকে ভুল বুঝিয়ে-ছেন। বিদ্রোহ কোথাও নেই। এক ব্যক্তি হরিনাম করে বেড়ায়, তা'কেই ধরে গোরাই কাজি পাঠিয়েছে। সে জাঁহাপনার কাছে কিছু ইনাম চায়, আর আমাদের কাজি তোগ্‌লক্ খাঁ কিছু যশঃপ্রার্থী। কাহারও কোন কাজ নেই, কি করেন।

সুলতান একটু হাসিয়া বলিলেন,—“তাই নাকি কাজি সাহেব?”

কাজি। কি আর বল্‌ব জনাব? উজিরের কথার উপর কথা

বল্‌তে আমার সাহস হয় না। এখনই দেখ্‌তে পাবেন, আমার কথা সত্য কি না,—আমি অপরাধীকে আন্‌তে আদেশ দিয়েছি।

শৃঙ্খলিত হরিদাস অচিরে আনীত হইলেন। দরবারের একাংশে একটি মঞ্চ ছিল, হরিদাস তা'র উপর দাঁড়াইলেন। প্রহরী, জল্লাদ তাঁহার আশে পাশে দাঁড়াইল। হরিদাসের বদন-মণ্ডলে চিন্তা বা ভয়ের কোন চিহ্ন দেখা গেল না; বরং তাঁহাকে যেন প্রফুল্ল বলিয়া বোধ হইল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া হরিদাস পূর্ব্ব রাত্রি নাম কীর্ত্তনে অতিবাহিত করিয়াছেন। ডাকের সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লতা আসিয়াছে। হরিদাস কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ছিলেন, তাঁহার অঙ্গের বর্ণও শ্যাম। কিন্তু তাঁহার মুখের এমন একটা কমনীয় ভাব ছিল, সমস্ত দেহকে বেষ্টন করিয়া এমন একটা জ্যোতিঃ ছিল যে, তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, ইনি সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র।

কাজি বন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

হরি। হরিদাস।

কাজি। তুমি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?

হরি। আমি হরিনামাশ্রয়ী।

কাজি। সে কি? তুমি হিন্দু না মুসলমান?

হরি। তাহা ত আমি ঠিক জানি না—আমি জানি শুধু হরিনাম।

কাজি। দেখ্‌ছি তুমি লোক বড় সোজা নও, তোমার ঘর কোথা?

হরি। শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে ছিল; এখন আর নাই, কাজি ভেঙ্গে দিয়েছেন।

কাজি। বেশ করেছেন। তোমার বাপ কাফের না মুসলমান ছিলেন?

হরি। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, পীর আলি জোর করে তাঁকে মুসলমান করেছিল।

কাজি। উত্তম করেছিলেন, এ'তে তাঁর দয়ারই পরিচয় পাওয়া যায়। তা'হলে বুঝা গেল তুমিও তোমার বাপের সঙ্গে মুসলমান হয়েছিলে।

হরি। আমি তখন শিশু মাত্র।

কাজি। তর্ক করো না—প্রমাণ হলো তুমি মুসলমান হয়েছিলে।

হরি। এত জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন কি? আমাকে যে শাস্তি দিতে ইচ্ছা হয়, তাই দিন্।

এবার সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এমন পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণের পর কেন আবার হরিনাম কর?"

হরি। আমি যে হরিনাম না করে থাকৃতে পারি না সুলতান।

ষষ্ঠ অধ্যায়—কাজির বিচার

সুলতান। আল্লার নাম ছেড়ে হরিনাম ধরলে কেন?

হরি। আমি ত ধরি নি, কে আমায় ধরিয়েছে।

সুলতান। তুমি হরিনাম ত্যাগ কর।

হরি। "খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় যদি প্রাণ,

তবুও বদনে আমি না ছাড়ি হরিনাম।"

সুলতান। আমি তোমাকে পদ দেব, জায়গীর দেব, ঐশ্বর্য্য দেব—

হরি। আমি যে ঐশ্বর্য্যের কাঙ্গাল, তা' যে তোমার ভাণ্ডারে নেই সুলতান।

কাজি অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "একে কুত্তা দিয়ে—?"

সুলতান গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না।"

কাজি। একে জ্যান্ত কবর—?

সুল। না।

কাজি। তবে কি মুক্তি দিতে চান?

সুল। আমার ইচ্ছা তাই, কিন্তু—

কাজি। তা' হলে জাঁহাপনা দেশে আর ধর্ম্ম থাকবে না—আমাদের ধরে ধরে হিন্দু করবে।

সুল। তোমার অভিপ্রায় কি?

কাজি। সহর ঘুরাইয়া কোড়া লাগাই।

সুলতান একটু ইতস্ততঃ করিয়া সম্মতি দিলেন। হরিদাস একটুও বিচলিত হইলেন না—প্রসন্নবদন ও হাস্যমুখ। বিদায় কালে সুলতানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সুলতান, ভগবান, তোমাকে আরও বড় করুন—আমি আনন্দে তোমার দণ্ড মাথায় পাতিয়া লইলাম। কিন্তু সুলতান, আমি বুঝিতে পারিলাম না, আমার অপরাধ কি? তোমার রাজ্যে কি কেহ হরিনাম করিবে না? আমি তোমার অতি ক্ষুদ্র নগণ্য প্রজা, রাজ্যের একপ্রান্তে একখানি কুঁড়ে তুলিয়া বাস করিতেছিলাম, আমি কি অপরাধ করিলাম সুলতান, তাই আমাকে আজ—না, না, আমার অপরাধ আছে, নইলে এ দণ্ড কেন? দণ্ড দিবার তুমি কে? যাঁর ইচ্ছা ব্যতীত গাছের পাতাটি পড়ে না, তাঁরই ইচ্ছায় আজ আমার এই দণ্ড! সুলতান, তুমি নিরপরাধ, সহস্রবার নিরপরাধ, ভগবান্ তোমাকে সুখে রাখুন। আমি তাঁরই দণ্ড গ্রহণ করিতে চলিলাম; কই তোমার জল্লাদ কই?"

গৌড়-নগরের বাইশ বাজার ঘুরাইয়া হরিদাসকে বেত্রাঘাত করা হইল। বেত্রাঘাত বলিলে ঠিক হয় না; কোড়ার আঘাত অতি ভীষণ, প্রত্যেক আঘাতের সঙ্গে রক্তমাংস উঠিয়া আসে। কোড়ার আঘাত হরিদাসের অঙ্গের উপর যতই পড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার করুণা বিগলিত হইয়া আঘাতকারীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল; বলিতে লাগিলেন, "হরি, এরা অজ্ঞ, এদের

কোন অপরাধ লইও না।” যখন মূর্চ্ছিত-প্রায়, তখনও যুক্তকরে বলিতেছেন,—

> “এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ,
> মোর দ্রোহে এ সবার নহে অপরাধ।”

তাঁহার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, দেহ রক্তপ্লুত, সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই; তিনি জল্লাদদের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছেন,—“প্রভু, এ অজ্ঞদের ক্ষমা কর।”

অবশেষে হরিদাস চৈতন্যশূন্য হইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন। পড়িবার পূর্ব্বে শেষ নিশ্বাসের সহিত বলিলেন, “এদের ক্ষমা কর, হরি।”

জল্লাদ, কাজির নিকট সংবাদ দিল, হরিদাস প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কাজি সাহেব মহাপুলকিত হইয়া বলিলেন, “কেমন কৌশলে কার্য্য উদ্ধার করেছি, সুলতান কিছুতেই মারতে দেবে না! এ সব আগুনের ফুল্‌কি রাখ্‌তে আছে! যাও, এখন তা’র দেহটাকে দরিয়ায় ছেড়ে দেও—যথা ইচ্ছা যাক্।”

হরিদাসের মৃতবৎ দেহ যখন গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন অনেক হিন্দু তীরে দাঁড়াইয়া হাহাকার করিতেছিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে আকাশ ছাইয়া আসিয়াছে; ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যাবন্দনা ত্যাগ করিয়া হরিদাসের বিসর্জ্জন দেখিতে লাগিলেন। সেই দর্শকবৃন্দের মধ্যে অমর, সন্তোষ ও অনুপ তাঁহাদের কয়েকজন

অনুচর লইয়া ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছিলেন। অমর চুপি চুপি বলিলেন, "সনু, তুমি একখানা নৌকা নিয়ে হরিদাসের অনুসরণ কর। তিনি প্রাণত্যাগ করেন নাই, জীবিত আছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। সঙ্গে কয়েকজন লোক লও—তাঁহাকে এখানে আর এনো না—তাঁহার ইচ্ছামত সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে আসবে—শীঘ্র যাও।" সন্তোষ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। যখন হরিদাসের দেহ ও সন্তোষের নৌকা অমরের নয়নান্তরাল হইল, তখন তিনি অনুপের পানে ফিরিয়া বলিলেন, "আজকের ব্যাপার দেখে কি বুঝলে অনু?"

অনুপ। মুসলমান অবিচারী ও অত্যাচারী।

অমর। ভুল বুঝেছ; মুসলমান ঠিক বিচার করেছে।

অনুপ। তবে?

অমর। আমরাই মুর্খ, তাই স্বার্থান্বেষণে আমরা ওদের সাহায্য করি। আজকের ব্যাপার দেখে আমি এই শিক্ষা পেলাম যে, হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্মকে হিন্দু রক্ষা করবে—হিন্দু ভিন্ন তাদের অন্য আশ্রয় নেই।

অনুপ। সেটা ঠিক কথা।

অমর। সুলতান বিচার করেছেন, তাঁর স্বধর্ম্মীর মুখ তাকিয়ে, আমিও বিচার করব আমার স্বধর্ম্মীর মুখ তাকিয়ে। আমি কাজির প্রতি নির্ব্বাসন দণ্ড দিলাম; তুমি সাত দিনের মধ্যে

তাহাকে সরাইয়া ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্য মধ্যে দিয়া আসিবে। পারিবে ?

অনুপ। নিশ্চয়—আপনার আদেশ পেলে সব পারি।

অমর। আর এক কথা, গোরাই কাজি হিন্দুর উপর বড় অত্যাচার আরম্ভ করেছে ; তা'র কাছে হুকুম পাঠাও, সে যেন হিন্দুকে পীড়ন না করে ; হুকুম অমান্য করলে তা'কে গৌড় রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে।

এমন সময়ে সন্তোষ ফিরিয়া আসিলেন ; অমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর মধ্যে ফিরলে যে ?"

সন্তোষ। আমি গিয়া দেখিলাম, তিনি তীরে উঠিতেছেন। অর্থ, আহার্য্য, আশ্রয় দিতে চাহিলাম ; তিনি হাসিতে হাসিতে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

অমর। কি বলিলেন ?

সন্তোষ। বলিলেন, "আমার ব্যবস্থা শ্রীহরি করিয়া রাখিয়াছেন।"

অমর। তাঁহাকে কেমন দেখিলে ?

সন্তোষ। বড় দুর্ব্বল মনে হ'ল না ; অন্ধকারে আঘাতের চিহ্ন কিছু দেখিতে পাইলাম না।

অমর। জানি না, এ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ জীবনে আর কখন পাব কি না।

সন্তোষ। একটা কথা তিনি বলিলেন, ভাবটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

অমর। কি বলিলেন ?

সন্তোষ। বলিলেন, "তোমরা দুঃখ করিও না—সত্বরই তোমাদের কর্ম্মক্ষয় হইবে।"

অমর স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

—:*:—

শ্রীসনাতন গোস্বামী

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

অমরের দগ্ধচিত্ত

"আমার এ সব আমোদ-প্রমোদ কিছু ভাল লাগ্‌ছে না সন্টু, সব বন্ধ করে দেও।"

"সে কি দাদা, আজ যে তুমি উড়িষ্যা জয় করে ফিরেছ!"

"আমার সর্ব্বনাশ করে ফিরেছি।"

সন্তোষ বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলেন, "সে কি দাদা, রাজ্যময় তোমার যশঃ, সুলতান তোমার গোলাম, আর তুমি কি না বলছ তোমার সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

অমর। উড়িষ্যায় আমি সব হারিয়ে এসেছি।

সন্তোষ। কি হারিয়েছ দাদা?

অমর। হিন্দুত্ব, মনুষ্যত্ব, ধর্ম্ম—

সন্তোষ। তা কি আজ হারালে?

অমর। যা' কিছু ছিল, তা' উড়িষ্যায় হারিয়ে এসেছি।

সন্তোষ। তা' হলে এতদিন কিছু ছিল। আচ্ছা দাদা, যখন ড়িষ্যা-বিজয়ে যাও, তখন কি জান্‌তে না সব হারাতে হবে?

অমর। না সন্টু, এতটা হ'বে তা' আমি আগে ভাবিনি।

আমি মন্দির ভেঙ্গেছি, দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করেছি, হিন্দুর জাতি মেরেছি—

সন্তোষ। বেশ করেছ—আরও কর।

অমর। কি বলছ সন্থ?

সন্তোষ। ঘোর দুর্বৃত্ত না হলে ত তাঁর দয়া পাওয়া যাবে না। যখন পাপকার্য্যে তুমি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন হবে, তখন তাঁহার করুণা তোমাকে উদ্ধার করতে আসবে।

অমর। এ সব অশাস্ত্রীয় কথা বলো না সন্তোষ।

সন্তোষ। দাদা, তোমারই কাছে শাস্ত্র শিখিয়াছি; তোমারই কথায় বুঝিয়াছি, পুতনা রাক্ষসী, কৃষ্ণকে বিষদানে মারিতে আসিয়া কৃষ্ণের কৃপায় স্বর্গে গেল; কেন না, সে স্তন্যদান করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়াছিল। আবার হরিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু, হরিকে সর্ব্বব্যাপী বিশ্বাস করিয়া হরিকে মারিতে স্তম্ভ বিদীর্ণ করিল; পরে হরির অঙ্কে শুইয়া হরিকে দেখিতে দেখিতে প্রাণত্যাগ করিল। আর কি চাই দাদা? জীবনের যা' কিছু কাম্য সে তা' পাইল; অবশেষে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হইল। তাই বলি দাদা, হরির সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া লও, তা' শত্রু বা মিত্ররূপে—যে ভাবেই হউক।

অমর। তুমি কি আমাকে হিরণ্যকশিপুর মত হ'তে বল?

সন্তোষ। সে যে আমাদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল দাদা!

প্রথম অধ্যায়—অমরের দগ্ধচিত্ত

সে ত আমাদের ন্যায় মনুষ্যত্ববর্জ্জিত ধর্ম্মভ্রষ্ট ছিল না,—তা'র একটা বিশ্বাস ছিল, একটা ধর্ম্ম ছিল—তা' সে ধর্ম্ম পৈশাচিক হো'ক বা যাই হো'ক। সে নিজের বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে স্বাধীন চিত্ত ল'য়ে কাজ করত। আমরা নামে হিন্দু, কার্য্যে মুসলমান ; আমরা পূজি কৃষ্ণকে, ভাঙ্গি তাঁর মূর্ত্তিকে। আমাদের কি আছে দাদা ?

অমর। আমাদের পরিত্রাণের উপায় কি সন্তু ? আর যে পাপের বোঝা বইতে পারি না।

সন্তোষ। যখন গ্রীষ্ম অসহ্য হবে, তখনই বর্ষা নাম্‌বে। ভয় কি ?

অমর। ভয় যে অনেক সন্তু।

সন্তোষ। পাপে অজামিল হ'তে পারলে না, তাই বুঝি আশঙ্কা করছ ? তবু বলছি ভয় নেই, বোঝা চাপিয়ে যাও।

অমর। তার পর ?

সন্তোষ। তা'র পর আর কি ? লোকে ব'লে অমুক ব্যক্তি, ঈশ্বর-চিহ্নিত মহাপুরুষ, তা' আমরা পাপে প্রতিদ্বন্দ্বিহীন হ'য়ে উঠ্‌লে আমাদের প্রতিও তাঁর নজর পড়্‌বে।

অমর। তুমি গভীর দুঃখে এ কথা বলছ সন্তু।

সন্তোষ। পাপীর মনে সুখ কোথায় দাদা ? তুমি উড়িষ্যা জয় করে এসে কাঁদতে বসেছ কেন ?

অমর। সন্তু, একটা উপায় ঠিক কর।

সন্তোষ। উপায়? তাঁর কৃপা ভিন্ন আমাদের উপায় নেই।

অমর। অমি তাঁরই কৃপার আশায় বসে আছি। নদীয়ায় প্রভুকে পুনঃ পুনঃ ব্যথা জানাইয়া পত্র লিখিলাম; কই, কোন উত্তর ত পাইলাম না।

সন্তোষ। সময়ে পা'বে। আমার বিশ্বাস, তাঁর কাছে প্রাণের সঙ্গে কোন ব্যথা জানালে তিনি নিশ্চেষ্ট থাকেন না।

অমর। ঠিক বলেছ সন্তু; আমি উড়িষ্যা লুঠ করে এসে, দেবতা ব্রাহ্মণের অভিশাপে বুদ্ধি ধৈর্য্য সব হারিয়েছি।

সন্তোষ। আমার আরও বিশ্বাস, তাঁর উপর সকল ভার ছেড়ে দিলে, তিনি আমাদের ভার নেবেন। আমরা ভেবে মরি কেন, দাদা?

অমর। সন্তু সন্তু, বুকে আয় ভাই, তুই আমায় বড় শান্তি দিলি।

সন্তোষ। তোমারই কথা তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতেছি দাদা।

এমন সময় অনুপ ব্যস্ততাসহ কক্ষে প্রবেশ করিলেন; বলিলেন, "উড়িষ্যার সংবাদ এসেছে।"

অমর। কি সংবাদ?

অনুপ। প্রতাপরুদ্র দক্ষিণ হ'তে ফিরে উত্তরে পাঠানদের তাড়া করে নিয়ে চলেছেন; কটক জাজপুর হ'তে তাহারা বিতাড়িত।

অমর। ঠিক হয়েছে; জানি বাঘ ঘরে ফিরলে ফেরুদল পালাবে। সুলতান তা' হ'লে শীঘ্রই ফিরছেন।

অনুপ। এত দিনে বোধ হয়, ইসমাইল গাজি গড় মান্দারণে আশ্রয় নিয়েছেন; আর সুলতান অর্দ্ধেক সৈন্য হারিয়ে গৌড়ের দিকে প্রাণভয়ে ছুটেছেন।

সন্তোষ। সংবাদ শুভ।

অমর। ঠিক শুভ নয়, আমাদের মনিব হারলে সেটা আমা-দেরও হার।

সন্তোষ। দাদা, আমাদের কয় জন মনিব?

অমর। তাঁহাকে ত আজও তুমি মনিব করে নিতে পারনি ভাই! যে দিন পারবে, সে দিন এ মনিবের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করবে।

অনুপ। আমি অত বুঝি না। আমার প্রাণ আজ আনন্দে মেতে উঠেছে—চারিদিকে আমার দাদার জয়ধ্বনি। সকলে বলছে যশঃ আপনার, কলঙ্ক সুলতানের। ইচ্ছা করছে, আজ টেঁকশাল খুলে বিলিয়ে দি।

অমর। ভুল বুঝেছ অনু, যেটাকে যশঃ বলছ, সেটা আমার কলঙ্ক। সে সব কথা যাক্; আমাদের এখানকার খেলা শীঘ্র ভাঙ্গবে বলে মনে হয়। একটু আগে হ'তে প্রস্তুত থাকায় ক্ষতি নেই।

অনুপ প্রস্থান করিলেন। অমর বলিলেন, "দেখ সনু, আমি বাইশ-লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয় করেছি। বিশ লক্ষ পিতার নিকট পাঠাও, আর ব'লে দিও, দেবকার্য্যে এবং হিন্দুর উপকারার্থে যেন এই অর্থ ব্যয় হয়। দুই লক্ষ নবদ্বীপ ও অন্যান্যস্থানের নিঃস্ব ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণের জন্য পাঠিয়ে দেও। সত্বর ব্যবস্থা করবে—এখন তুমি যেতে পার।"

সন্তোষ প্রস্থান করিলেন। তখন গৌড়রাজ্যের ভাগ্য-বিধাতা সাকর মল্লিক ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

—:*:—

দ্বিতীয় অধ্যায়

হরিদাসের কান্না

পবিত্র ফুলিয়া গ্রামে গঙ্গাতীরে এক খানি কুটীর বাঁধিয়া হরিদাস মহাশান্তিতে বাস করিতেছেন। প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া গঙ্গাপারে নবদ্বীপ পানে চাহিয়া প্রণাম করেন, আর যে দিন অন্য কাহারও মুখ দর্শন করিবার পূর্ব্বে দূর হইতে গৌরহরির মুখচন্দ্র দেখিতে পান, সে দিন আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। তিনি গৌরহরিকে দর্শন করিতে স্ব ইচ্ছায় বড় একটা নবদ্বীপে

যাইতেন না ; ভয় হইত, পাছে তাঁহার স্পর্শে ভক্তেরা কলুষিত হয়েন। হরিদাস দূর হইতে তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইতেন।

কিন্তু প্রভু ও নিত্যানন্দ হরিদাসকে ছাড়িতেন না ; তাঁহাদের ইচ্ছায় হরিদাসকে নিত্য নবদ্বীপে যাইতে হইত এবং সময় সময় তথায় বাস করিতে হইত। তখন শ্রীবাসের আঙ্গিনায় প্রত্যহ রাত্রিতেই কীর্ত্তন হইত এবং মাঝে মাঝে নগর সঙ্কীর্ত্তন হইত। প্রভুর ইচ্ছায় হরিদাসকে কীর্ত্তনে যোগদান করিতে হইত। প্রভু বলিতেন, "হরিদাস, তুমি বড় দুঃখ পেয়েছ, এখন প্রাণভরে হরি-নাম কর ; আর তোমার ভয় নাই—বাধা বিঘ্ন কেটে গেছে।"

একদিন প্রভুর বাসনানুসারে হরিদাস ও নিত্যানন্দ, জগাই মাধাইকে হরিনাম শুনাইতে গিয়াছিলেন। উন্মত্ত জগাই মাধাই যখন তাঁহাদের আক্রমণ করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইল, তখন উভয়ে ক্ষিপ্রচরণে পলায়ন পূর্ব্বক কোন রকমে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। নিতাই, প্রভুর চরণে নিবেদন করিয়াছিলেন, "সাধুকে সকলেই উদ্ধার করতে পারে, জগাই মাধাইকে উদ্ধার করতে পারলে বুঝি তোমার পতিতপাবন নামের মহিমা।" হরিদাস নিবেদন করিয়া-ছিলেন, "আমার মত পাতকীকে যখন কৃপা করেছ, তখন জগাই মাধাইকে কেন কৃপা করবে না প্রভু?" ভক্তের প্রার্থনায় প্রভু বিচলিত হইয়া জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী

একদা দারুণ শীতের দিনে প্রত্যূষে উঠিয়া হরিদাস নবদ্বীপ পানে চাহিলেন। তখনও অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে সরিয়া যায় নাই। হরিদাস গান ধরিলেন—

"সোণার বরণ গোরা প্রেম-বিনোদিয়া,
প্রেমজলে ভাসাইল নগর নদীয়া।"

ক্রমে অরুণালোকে নবদ্বীপ রঞ্জিত হইল। হরিদাস দেখিলেন, নবদ্বীপ যেন আজ হাসিয়া উঠিল না—একটা বিষাদভারে নবদ্বীপ যেন আজ অবসন্ন। হরিদাসের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল; তিনি নবদ্বীপে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কিরূপে যাইবেন? খেয়াঘাট অনেকটা পথ; তা' ছাড়া খেয়া তখনও খুলে নাই। হরিদাস অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন,—তিনি সাঁতারিয়া নদী পার হইবার বাসনা করিলেন; এবং তদভিলাষে গঙ্গায় নামিলেন। সহসা তথায় শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুর উপস্থিত হইলেন। নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত প্রত্যূষে স্নান?"

হরি। স্নান নয়।

নর। তবে কি আত্মহত্যা?

হরি। প্রভুকে যে দেখেছে, সে কি আর মরতে পারে?

নর। তবে যাচ্ছ কোথা?

হরি। নবদ্বীপে।

নর। নদীগর্ভ ত সরল পথ নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়—হরিদাসের কান্না

হরি। আমার মন প্রভুর কারণ বড় উদ্বিগ্ন হয়েছে—নৌকা-পথে অনেক বিলম্ব হ'তে পারে।

নর। আকাশ পথে ত আরও দ্রুত যাওয়া যেতে পারত।

হরি। আমার যে সে ক্ষমতা নেই ঠাকুর।

নর। সে কি! তোমার ন্যায় ভক্তের আবার কিসের অভাব? অষ্টসিদ্ধি যে দাসীর ন্যায় তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরছে।

হরি। অমন করে বলে আমায় অপরাধী করবেন না ঠাকুর!

নর। আচ্ছা পরীক্ষা কর, তুমি বল দেখি, 'মা গঙ্গা সরে গিয়ে আমায় একটু পথ দেও'। দেখ্‌বে সুরধুনী এখনি তোমায় পথ দেবেন।

হরি। ছি ছি, অমন কথা আমি বলতে পারব না; আমার আবার ইচ্ছা কি? প্রভুর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।

নর। এই জন্যই ত হরিদাস তোমার তুলনা নেই। যা' হো'ক তোমাকে আর নবদ্বীপে যেতে হবে না, আমি তোমাকে প্রভুর সংবাদ দিচ্ছি।

হরি। তাঁর সংবাদ কি?

নর। শুভ; মধ্য রাত্রিতে অর্থাৎ দুই প্রহর পূর্ব্বে তাঁর চরণ ছেড়ে এসেছি।

হরি। তবে আজ নবদ্বীপ নিরানন্দ কেন?

নর। নিরানন্দ আবার কোথায় দেখ্‌লে ?

হরি। ওই দেখ, চো'খ বুজে দেখ, নবদ্বীপ কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে ; ওই শোন, কাণ বুজে প্রাণ দিয়ে শোন, কান্নার রোলে নবদ্বীপ কেঁপে উঠছে—একটা হাহাকারধ্বনি গঙ্গার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। ওই শোন, একটা চীৎকার উঠছে, 'আমাদের হৃদয়-চাঁদ, নবদ্বীপের চাঁদ কোথায় গেল।' আমি যে আর স্থির থাকৃতে পারছি না ঠাকুর ! কোন্ পথে যাই, কোথায় যাই ?

নর। হরিদাস ঠাকুর, তোমায় চিরদিন ধীর বলে জানি ; আজ সহসা ধৈর্য্য হারায়ে এ সব কি বক্‌ছ ? নিশ্চিন্ত থাক, প্রভু নদীয়ায় আছেন।

হরি। না নেই—তিনি নদীয়ায় নেই ; নদীয়া শূন্য, অন্ধকার। ঐ যে তিনি গঙ্গার ধারে ধারে দ্রুতপদে একাকী ছুট্‌ছেন ! প্রভু, আস্তে যাও, চরণে কাঁটা বিঁধবে—আমি বুক পেতে দিচ্ছি, আমার বুকের উপর দিয়ে যাও—না, না, আমার বুক কঠিন, তোমার কোমল চরণে বাজবে ; আমার মাথার উপর দিয়ে যাও—না, সে আরও কঠিন প্রভু, প্রভু—

বলিতে বলিতে হরিদাস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নরহরি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে জল হইতে উঠাইলেন এবং তীরের উপর অপেক্ষাকৃত শুষ্ক স্থানে শোয়াইলেন।

সহসা দূরে কে ডাকিল, "হরিদাস" "হরিদাস"।

দ্বিতীয় অধ্যায়—হরিদাসের কান্না

হরিদাস অচৈতন্য অবস্থায় উত্তর করিলেন "কে রঘুনাথ এসেছ ?"

"হরিদাস" "হরিদাস" ! চীৎকার ক্রমেই নিকটে শুনা গেল ; তখন নরহরি শুনিলেন, সত্যই কে হরিদাসকে ডাকিতেছে। হরিদাস তদবস্থায় বলিলেন, "নবদ্বীপে আর কেন রঘুনাথ ?"

রঘুনাথ দ্রুতপদে কুটীরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে মর্ম্মভেদী কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হরিদাস হরিদাস, নবদ্বীপ নিবে গেছে—চাঁদ অদৃশ্য।"

কুটীরে হরিদাসকে দেখিতে না পাইয়া রঘুনাথ গঙ্গার দিকে চাহিলেন ; দেখিলেন, হরিদাসের দেহ বালুকার উপর লুণ্ঠিত হইতেছে। মুহূর্ত্তকাল রঘুনাথ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন ; পরে ছুটিয়া গিয়া হরিদাসের পদযুগল বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভুর বিরহে তাঁহার হৃদয়-কপাট পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়াছিল, এক্ষণে রুদ্ধপ্রবাহ আঁখি পথে ছুটিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হরিদাস, গুরু আমার, তুমিও আমাকে ছেড়ে চল্‌লে ?"

ধীরে ধীরে হরিদাসের চৈতন্যোদয় হইল ; পদতলে রঘুনাথকে দেখিয়া হরিদাস বলিয়া উঠিলেন, "কি করলে রঘুনাথ ! ছি ছি !" [হাত] টানিয়া লইয়া হরিদাস উঠিয়া বসিলেন।

রঘুনাথ। হরিদাস, আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে—প্রভু আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

হরিদাস। তা’ আমি জানি, তিনি গঙ্গার ধার দিয়ে কাটোয়ার দিকে চলেছেন।

রঘু। সত্য? চল আমরাও যাই।

হরি। নৌকা আছে?

রঘু। দু’খানা আছে; একখানায় লোক লস্কর, আর এক খানায় আমি। জানই ত পাহারা সঙ্গে না দিয়ে বাবা আমায় ছাড়েন না।

হরি। তবে চল।

রঘুনাথ দাঁড়াইলেন এবং সতৃষ্ণনয়নে হরিদাসের মুখ প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “হরিদাস, আমি সন্ন্যাসী হ’ব।”

হরি। সে কি!

রঘু। কেন হরিদাস, সন্ন্যাস-আশ্রম কি মন্দ?

হরি। যাহা প্রভুর পক্ষে ভাল, তাহা তোমার পক্ষে দূষণীয়। তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবামাত্র অহঙ্কার-পাশে আবদ্ধ হইবে; যাঁহারা এখন তোমার নমস্য, তখন তুমি তাঁহাদের প্রণাম গ্রহণ করিতে থাকিবে; বৈষ্ণবের বিনয়ের পরিবর্ত্তে তুমি নিজেকে নারায়ণ বলিয়া পরিচয় দিবে। দণ্ডগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দম্ভ আসিবে। তুমি সন্ন্যাসী হইতে চাও?

রঘু। না, না, হরিদাস, আর আমার সে বাসনা নাই—আমায় ক্ষমা কর—আমি বৈষ্ণব হ’তে চাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়—হরিদাসের কান্না

হরি। তা ছাড়া তুমি কি ভুলে গেছ, প্রভু তোমায় একদিন কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, 'বৈরাগ্য অতি পবিত্র বস্তু—আড়ম্বর করে দেখাবার জিনিষ নয়। যে ব্যক্তি ভগবানের শরণাগত হয়, তাহাকে আর নিজের উদ্ধারের উপায় নিজে করে নিতে হয় না; সময় সমুপস্থিত হ'লে, ভগবান, স্বয়ং তাহাকে টেনে নেবেন।' তাই বলি ব্যস্ত হ'য়ো না—প্রভুর লীলা দেখ।

উভয়ে নৌকায় উঠিলেন। নরহরি বলিলেন, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রভুর লীলা দেখতে যাব।' কন্দর্পবৎ সুন্দর গদাধর কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া দলে যোগ দিলেন। তখন চারিজনে মিলিয়া নৌকায় তুমুল কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পদকর্ত্তা নরহরি গান ধরিলেন—

"মরম কহিব, সজনী কায়, মরম কহিব কায়।

উঠিতে বসিতে, দিক্ নেহারিতে

হেরি যে গৌরাঙ্গ রায়॥

হৃদি-সরোবরে, গৌরাঙ্গ পশিল,

সকলি গৌরাঙ্গ-ময়।

এ দু'টি নয়নে, কত বা হেরিব,

লাখ আঁখি যদি হয়॥

জপিতে গৌরাঙ্গ ঘুমাতে গৌরাঙ্গ,

সকলি গৌরাঙ্গ দেখি।

ভোজনে গৌরাঙ্গ, গমনে গৌরাঙ্গ,
কি হইলো মোর এ সখি ?
গগনে চাহিতে, সেখানে গৌরাঙ্গ
গৌর হেরি যে সদা।
নরহরি কহে, গৌরাঙ্গ চরণ
হিয়ায় রহিল বাঁধা॥''

—:*:—

তৃতীয় অধ্যায়

প্রভুর সন্ন্যাস

এ দিকে কণ্টক-নগর বা কাটোয়াতে বড় গোল লাগিয়াছে। সুরধুনীর-তীরে কেশব-ভারতীর আশ্রম। আশ্রম-প্রাঙ্গণে বহু প্রাচীন বিশাল বটবৃক্ষ। তন্মূলে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিয়া 'সান্দ্রানন্দোজ্জ্বল-রসময়-প্রেমপিযূষসিন্ধু' নেত্রে কনককদলীগর্ভ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু উপবিষ্ট। তাঁহার চরণ-নখর জ্যোতির্ম্ময়, কমলাধিক কোমল চরণতল ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত; অঙ্গ বিজলিবিজড়িত, পদ্মগন্ধামোদিত।

প্রভুর অদূরে মহাভাগ্যবান্ কেশবভারতী চিন্তাক্লিষ্ট বদনে

উপবিষ্ট। প্রভুপাদ নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও দামোদর, প্রভুকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট। চারিদিকে লোক জমিয়া গিয়াছে। প্রভুর আজানুলম্বিত সুবর্ণদণ্ডস্বরূপ বাহু মধ্যে চন্দ্রবদন লুক্কায়িত ছিল। সহসা তিনি চন্দ্রকে সুবর্ণদণ্ডের আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া বলিলেন, "গোঁসাই, আমাকে সন্ন্যাস দেও, আমার উপায় কর।"

ভারতী। আমার দ্বারা তা হবে না।

প্রভু। সন্ন্যাস দিতে তুমি যে প্রতিশ্রুত আছ গোঁসাই।

ভারতী। দেব বলেছি, তা' এক সময়ে দেব। সন্ন্যাসের ত একটা সময় আছে, না কচি কচি বাচ্ছা ধরে সন্ন্যাসী করতে হবে?

সমবেত জনমণ্ডলী ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। কাহারও ইচ্ছা নয় প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই কিশোর বয়স, এই রূপ! যে পুত্তলি আতপতাপে শুকাইয়া যায়, পবনসঞ্চালনে যাহার দেহ বিবর্ণ হয়, সন্ন্যাস তাহার জন্য নয়। যখন জনতা শুনিল যে, প্রভুর গৃহে বৃদ্ধা মাতা, তরুণী ভার্য্যা, তখন তাহারা করুণার্দ্রহৃদয়ে বলিল, 'ঘরে ফিরে যাও বাছা।' রমণীগণ একদিকে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাঁহারা নয়নে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া বলিতে লাগিলেন, "কার ঘর অন্ধকার করে এসেছ দুলাল?" কিন্তু যখন সকলে শুনিল যে, ইনিই নবদ্বীপের অবতার, তখন অনেকে যুক্তকরে বলিয়া উঠিল, "এ আবার তোমার কি লীলা, লীলাময়?"

প্রভু সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা আমার বাবা, তোমরা আমার মা। যা'তে আমার ধর্ম্ম হয়, তোমরা তাই কর। এই দেহ, রূপ এবং যৌবন শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ না করে কা'র জন্যে রাখব? তাঁর চেয়ে কে আর আত্মীয় আছে?"

বলিতে বলিতে প্রভুর নয়ন, জলে ভরিয়া গেল। ভারতী বলিলেন, "দেখ বাপু, সন্ন্যাসের একটা সময় আছে; যৌবনে প্রবৃত্তি বড় বল করে। আগে পঞ্চাশ পার হও, তা'র পর সন্ন্যাসের কথা তুলো।"

প্রভু। যদি ততদিন না বাঁচি? তা' হলে কি আমি কৃষ্ণচরণ হ'তে বঞ্চিত হ'ব? এ জীবন, এ দেহ নিয়ে তবে আমার কি হ'বে?

ভারতী। তোমার সন্তান নাই, সহোদর ভাইও নাই; বংশের পিণ্ডলোপ কি তোমার বাঞ্ছনীয়?

প্রভু। বংশের কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে আর ত পিণ্ডের প্রয়োজন হয় না।

ভারতী। আমি তোমায় মন্ত্র দিতে পারব না; ইচ্ছা হয় অন্যত্র মন্ত্র লওগে।

প্রভু। গোঁসাই, আর আমাকে পরীক্ষা করো না; শ্রীকৃষ্ণ ভজনের জন্য মনুষ্য জন্ম—আমার একটা জন্ম বৃথা করো না।

অনেক বাদানুবাদের পর অবশেষে ভারতী সম্মত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়—প্রভুর সন্ন্যাস

তখন ভক্তদের বুকের উপর পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল ; আর জনসমূহ চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। একজন কৃষ্ণকায় বলবান ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বলিল, "সাবধান্ সন্ন্যাসী ঠাকুর, এ দুধের বাচ্ছাকে কিছুতেই আমরা সন্ন্যাস নিতে দেব না। ভাল চাও ত সরে পড়, নইলে আমরাই তোমাকে—বুঝেছ ত?"

এক জন পণ্ডিত অগ্রসর হইয়া ভারতীকে বলিলেন, "এরূপ অশাস্ত্রীয় ব্যাপার কিছুতেই আমরা ঘট্‌তে দেব না। আগে তর্কে আমাকে পরাস্ত করুন, তা'র পর যা হয় করবেন।"

একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক অগ্রসর হইয়া ভারতীর চরণসমীপে পড়িল এবং যুক্তকরে অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিল, "ঠাকুর, এমন নিষ্ঠুর কাজ করো না।"

কাহাকেও ভারতী লক্ষ্য না করিয়া প্রভুকে বলিলেন, "দেখ নিমাই, আমি জানি তুমি কে। তোমার বাসনা রোধ কর্‌তে পারি এমন সাধ্য আমার নাই। আমি তোমার কিঙ্কর মাত্র, যা' করাবে তাই করব। কিন্তু তুমি আমাকে প্রণাম করে অপরাধী করো না। আর দেখো ইচ্ছাময়, তোমার আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে আমার যেন পরকাল নষ্ট না হয়।

প্রভু। এ রকম কথা বলে আমায় অপরাধী করবেন না। আমি যাহাতে আমার প্রাণেশ্বর কৃষ্ণকে পাই, আপনি তা'র উপায় করুন—আমি বড় দুঃখী। কৃষ্ণ আপনার মঙ্গল করবেন।

সুকণ্ঠ মুকুন্দ উঠিয়া তখন কীর্ত্তন ধরিলেন—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ

যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।

তখনকার দিনে অন্য কীর্ত্তন বড় একটা প্রচলিত ছিল না। মুকুন্দ যখন কীর্ত্তন ধরিলেন, তখন নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর প্রভৃতি মাতিয়া উঠিলেন। কীর্ত্তনের সঙ্গে নৃত্যও চলিতে লাগিল। প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহার নৃত্যের ভঙ্গী দেখিয়া জনসমূহ মুগ্ধ হইল। তার পর তাঁহার চক্ষুর অবিরাম ধারায় যখন সন্নিকটস্থ ভূমি কর্দ্দমাক্ত হইল, তখন তাহারাও কাঁদিয়া উঠিল এবং নৃত্য আরম্ভ করিল। প্রথমে দুই চারি জন, তা'র পর দশ বিশ জন, ক্রমে শত শত ব্যক্তি নৃত্য আরম্ভ করিল। যাহারা পুরুষানুক্রমে কখনও নাচে নাই, তাহারাও নাচিল; যাঁহারা বিপুল দেহভার লইয়া অচল মৈনাকের ন্যায় গৃহমধ্যে পড়িয়া থাকিতেন, তাঁহারাও নাচিলেন। আর যে সকল বৃদ্ধ চরণযুগলকে অবিশ্বাস করিয়া সাতিশয় সাবধনতার সহিত পদক্ষেপ করিতেন, তাঁহারাও পুত্র পৌত্র লইয়া নৃত্যে যোগদান করিলেন। ভারতী অস্পষ্টালোকে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভাবিতেছিলেন, "প্রভু, এ সবই তোমার যন্ত্র; বাজাও, বাজাও, তোমার ইচ্ছামত বাজিয়ে যাও।"

চতুর্থ অধ্যায়—সন্ন্যাসে নাপিত

মুহুর্মুহু হরিধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহ হইতে বরষার ধারার ন্যায় নরনারী আসিয়া জনসমুদ্রে সম্মিলিত হইতে লাগিল। যিনি আসিতেছেন, তিনি ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া বিবশীকৃত হইয়া পড়িতেছেন। ক্রমে খোল করতাল আসিল, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইল; শত শত দলে হরিনাম চলিতে লাগিল। এক প্রবল শক্তি আসিয়া সেই সহস্র সহস্র নরনারীর হৃদয় অধিকার করিল—ভক্তির এক মহাতরঙ্গ আসিয়া তাহাদের ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

—:*:—

চতুর্থ অধ্যায়

সন্ন্যাসে নাপিত

অরুণোদয় হইল; কীর্ত্তন ও নৃত্য ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিল। জনসঙ্ঘ বিশ্রামার্থে একটু বসিল। প্রভু তখন দূরে গদাধর নরহরি প্রভৃতি ভক্তের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে সেই সহস্র সহস্র নরনারীর আবার মনে পড়িয়া গেল, প্রভু তাহাদর ত্যাগ করিয়া অদ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। তখন তাহারা

চমকিত হইয়া প্রভুর দিকে ধাবিত হইল এবং নানা উপায়ে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইল। যখন পুরুষেরা অকৃতকার্য্য হইল, তখন রমণীর দল অগ্রসর হইলেন। পুরুষেরা ক্রমে ক্রমে পশ্চাতে হটিলেন। একটি শীর্ণকায়া প্রখরা রমণী বলিলেন "বাপু, তুমি বললেই ত আর সন্ন্যাসী হওয়া হ'ল না; সেদিনকার এক ফোঁটা ছেলে যা বায়না ধরবেন তাই হ'বে! ওরে বাপ্ রে! যেন ওঁর ইচ্ছেতেই সব হবে! আমরা কিছুতেই তোমাকে সন্ন্যাসী হ'তে দিব না।"

কোনও শিরোমণির বিদুষী বর্ষীয়সী ঘরণী তাঁহার স্বামীকে ঠেলিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, "কি শিক্ষা দিতে তুমি জগতে এসেছ বাবা? জীবে দয়া? বিধবা মা, বালিকা স্ত্রীকে মেরে, কি তার পরিচয় দিচ্ছ? ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে চীৎকার করতে কি তোমার লজ্জাবোধ হচ্ছে না?"

প্রভু। ধর্ম্ম টর্ম্ম কিছুই চাই না মা—চাই আমার কৃষ্ণকে, আমার হৃদয়বল্লভকে।

রমণী। অর্থাৎ তুমি নিজের সুখ খোঁজ; আত্মীয় স্বজনের, তোমার ভক্তদের সুখ দেখ না। এই যে হাজার হাজার লোক চীৎকার করছে, 'প্রভু নিরস্ত হও—আমাদের ত্যাগ করো না', সে চীৎকার কি তোমার প্রাণে লাগছে না? লক্ষ লক্ষ লোক কাঁদিয়ে, জননী ও ঘরের লক্ষ্মীকে কাঁদিয়ে, তুমি তোমার নিজের

সুখের চেষ্টায় বনে জঙ্গলে ছুটতে চাও, এই কি তোমার মানুষের কাজ, না দেবতার কাজ? শুনেছি, তুমি নাকি অবতার হ'য়ে এসেছ। কথাটা আমার প্রত্যয় হয় না, ভগবান্ এত নিষ্ঠুর নির্ম্মম হ'তে পারেন না।

প্রভু। আমি মা, অতি সামান্য মানুষ; ভালমন্দ কিছুই বুঝি না। আমার প্রাণ কাঁদছে আমার বৃন্দাবনেশ্বরের জন্যে—তিনি আমার মা, আমার পিতা, আমার স্বামী; তিনি ছাড়া আমার যে আর কিছু নেই মা! আমার অপরাধ নেবেন না—আমায় আপনারা অনুমতি দিন্।

বলিতে বলিতে প্রভু কাঁদিয়া ভাসাইলেন। রমণীরা সে বন্যার সম্মুখে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। তখন প্রভুর ইচ্ছাক্রমে সন্ন্যাসের আয়োজন চলিতে লাগিল। যাঁহারা সন্ন্যাসে বাধা দিয়াছিলেন, তাঁহারাই বিপুল দ্রব্যসম্ভার আনিয়া সেই পুণ্যময় ক্ষেত্রে ফেলিতে লাগিলেন। কেহ দধি আনিলেন, কেহ বস্ত্র আনিলেন, কেহ ফুলচন্দন সংগ্রহ করিলেন, কেহ মিষ্টান্নের ভার লইলেন। তা'রপর নাপিত ডাকিতে কেহ কেহ ছুটিলেন। সহরের ভিতর পদস্থ নরসুন্দর হরিদাস * আহূত হইয়া আসিলেন;

* আমরা শুনিয়াছি ইহাঁর নাম, মধুসূদন; কিন্তু প্রভু তাঁহাকে হরিদাস বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

সকলে সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিলেন। হরিদাস তাঁহার আহ্বানকারীর নিকট পরিচয় দিতেছিলেন যে, তাঁহার পিতা পূর্ব্বে এক ব্যক্তির মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী করিয়াছিলেন এবং তিনিও এবম্প্রকার সৌভাগ্যের অধিকারী কোনও একদিন হইবেন, এরূপ আশা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। আজ সে সৌভাগ্যের দিন সমুপস্থিত। হরিদাস গর্ব্বে আনন্দে স্ফীত হইয়া দ্রুতপদে আসিতেছিলেন; কিন্তু দূর হইতে যখন প্রভুর সে জ্যোতির্ম্ময় দেহ হরিদাসের নয়নে পড়িল, তখন তাঁহার আনন্দ উৎসাহ নিবিয়া গেল। আবার যখন প্রভুর সন্নিকটে আসিয়া তাঁহার কারুণাপূর্ণ বদনচন্দ্র নিরীক্ষণ করিলেন, তখন তাঁহার হস্ত পদ কি একটা শক্তিপ্রভাবে এলাইয়া পড়িল। তিনি ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িয়া প্রভুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; ক্ষণকাল পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রণাম করিলেন; এবং যুক্তকরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরের কি আজ্ঞা?"

প্রভু। "খালস করহে নাপিত বৃন্দাবনে যাই,
তোরে কৃপা করিবেন কৃষ্ণ দয়াময়।"

হরিদাস। ক্ষমা করবেন ঠাকুর, আমা হ'তে মুণ্ডন হবে না।

হরিদাস উঠিলেন; প্রভু কহিলেন, "যেও না হরিদাস, আমায় উদ্ধার কর।"

হরি বলেছি ত ঠাকুর, আমা হ'তে হবে না।

চতুর্থ অধ্যায়—সন্ন্যাসে নাপিত

প্রভু। কেন হরিদাস, আমার অপরাধ কি?

হরি। আমিই তোমার চরণে কি অপরাধ করেছি ঠাকুর, যে, জগতে এত নাপিত থাক্‌তে আমাকেই বধ করতে তোমার বাসনা হ'ল?

প্রভু। নাপিত, এরূপ বলিয়া আমাকে আর কষ্ট দিও না। আমাকে খালাস কর, তোমার বংশবৃদ্ধি হ'বে, তোমার সুখ সৌভাগ্য হবে—

হরি। "মোর ভাগ্যনাশ প্রভু যাউক সর্ব্বথায়।
কেমনে বা হাত দিব তোমার মাথায়॥
যদি মোর কুষ্ঠ হয় গলি যায় অঙ্গ।
বংশ মোর নরকে যাক্ শুনহ গৌরাঙ্গ।"

প্রভু। হরিদাস, আমি তোমায় মিনতি করছি, আমায় এ যাত্রা উদ্ধার কর।

হরি। বলছ কি? ওই মাথায় আমি হাত দেব?—ওই সুন্দর কেশ আমি কাট্‌ব? আমা হ'তে হ'বে না ঠাকুর, তুমি অন্য নাপিত দেখ।

প্রভু। হরিদাস, আমায় খালাস কর, তোমার ধর্ম্ম হবে, পুণ্য হবে।

হরি। যারা ধর্ম্ম পুণ্য চায়, তাদের তুমি সে লোভ দেখাও গে—আমি ও সব চাই না।

প্রভু। আমি কাঙ্গাল, আমি তোমায় কি দিতে পারি হরিদাস ?

হরি। তোমার সোণা রূপা কে চায় ঠাকুর ? এক ঘড়া মোহর দিলেও আমার দ্বারা ও কাজ হবে না।

প্রভু। হরিদাস, তুমি অক্ষয় স্বর্গলাভ করবে—বৈকুণ্ঠে যাবে—

হরি। সেই লোভ দেখিয়ে বুঝি এই শুক্‌নো সন্ন্যাসীকে বশ করেছ ? আমার কাছে ও-সব চল্‌বে না। আমি তোমার স্বর্গ-টর্গ, ধর্ম্ম-পুণ্য, সুখ-সৌভাগ্য কিছুই চাই না—তুমি আর কাউকে ধরে এনে দাও গে।

প্রভু। তবে কি হরিদাস, আমার সন্ন্যাস লওয়া হবে না ?

হরি। তুমি এক কাজ কর,—সন্ন্যাস নিতে চাও লও, কিন্তু ক্ষৌরি করো না।

প্রভু। সে কি হয়, হরিদাস ? আগে মুণ্ডন, তা'রপর সন্ন্যাস।

হরি। তবে আর তোমার সন্ন্যাস লওয়া হ'ল না। আমি যখন পারব না, তখন আর যে কোনও নাপিতে তোমার মাথায় হাত দিতে সাহস করবে, তা' মনে হয় না। তুমি ক্ষৌরির আশা ত্যাগ কর।

প্রভু প্রেমের নিকট পরাস্ত হইলেন। জ্ঞান, স্বর্গ কামনা

করিয়াছিল ; প্রভু তাহাকে স্বর্গের আশা দিয়া বশীভূত করিলেন। কিন্তু যে স্বর্গ মোক্ষ, ধর্ম্ম পুণ্য কিছুই চায় না, তাহাকে প্রভু মুগ্ধ করিতে পারিলেন না—নিজেই মুগ্ধ হইয়া বাঁধা পড়িলেন। প্রভু তখন প্রেমপূর্ণনয়নে হরিদাসের পানে চাহিলেন। সে দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ড দ্রবীভূত হয়। হরিদাস কাঁপিয়া উঠিলেন, তাঁহার দেহ কণ্টকিত হইল, একটা অব্যক্ত শক্তি আসিয়া তাঁহার হৃদয়-কপাট ভাঙ্গিয়া ফেলিল। হৃদয়ের প্রত্যেক রক্তবিন্দু উন্মুখ হইয়া প্রভুকে দেখিতে লাগিল। হরিদাস ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন ; এবং যুক্তকরে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আমি বুঝেছি তুমি কে ঠাকুর। তুমি সেই ত্রিলোকের নাথ ; সেবার কৃষ্ণ হয়ে দুর্য্যোধনকে মারতে এসেছিলে, আর এবার গৌর হয়ে আমাকে বধ করতে এসেছ। প্রভু, আমাকে দয়া কর—ও মাথায় হাত দিতে আজ্ঞা করো না।"

প্রভু। আমি মিনতি করছি—আমার প্রতি তোমার যদি বিন্দুমাত্রও স্নেহ-দয়া থাকে, তবে আমায় উদ্ধার কর হরিদাস !

হরিদাস। প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করি, এমন সাধ্য আমার নাই। কিন্তু ত্রিলোকনাথ, আমার এক নিবেদন আছে। আমার জাতি ব্যবসা, পরের পায়ের নখ ফেলা। যে হাত তোমার মাথায় দেব, সে হাত কেমন করে মানুষের পায়ে দেব প্রভু ? আমি তোমার নাপিত হ'য়ে আবার কা'র ক্ষৌরী করব ?

প্রভু। "না করিও নিজ বৃত্তি শুন হরিদাস।
কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম গোঁয়াইবে সুখে,
অন্ত কালেতে গমন হবে বিষ্ণুলোকে॥"

নাপিত যখন প্রভুকে মুণ্ডন করিতে সম্মত হইল, তখন আবার বিষাদ আসিয়া জনতাকে সমাচ্ছন্ন করিল। কিন্তু আর উপায় নাই তখন কয়েকজন বলিষ্ঠকায় যুবক ভারতীকে বেষ্টন করিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "এখানে মারিও না, গঙ্গার অপর পারে লইয়া চল।"

ভারতী তখন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমাকে সত্বর বধ কর, বধ করে আমাকে এ যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত কর। আমি প্রতিক্ষণে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছি—আর পারি না। আমাকে বধ কর, কে কোথায় আমার হিতকাম সুহৃদ্ আছ, আমাকে বধ কর!"

তখন যুবকের দল পিছাইয়া গেল। প্রভু নাপিতের অগ্রে বসিলেন। হরিদাস প্রভুর মাথায় হাত দিবার পূর্ব্বে তাঁহার চরণে হাত দিলেন। স্পর্শ মাত্রেই বিহ্বল। হরিদাসের দেহ কাঁপিতে লাগিল, নয়নদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হইল, তিনি আর চোখে দেখিতে পাইলেন না, স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন না—উঠিয়া

নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুই আবার তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। কিন্তু প্রভু নিজে অশান্ত হইয়া উঠিলেন—উঠিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁহার দেহ কম্পিত; সংসার আত্মীয়স্বজনের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন, তরুতলাশ্রয়ী ভিক্ষাজীবী হইবেন, তাই বুঝি আজ তাঁহার এত আনন্দ।

হরিদাস কম্পিত হস্তে ক্ষৌর কার্য্য আরম্ভ করিলেন। মুকুন্দ গান ধরিলেন—

জাহ্নবী উঠিছে দেখ ফুলিয়া ফুলিয়া,
কত ব্যথা হৃদে চেপে উঠিছে মা কাঁদিয়া।

(যে) চরণ হ'তে এসেছে মা, (সে) চরণে পড়িয়া
জননী জানাতে ব্যথা আসিছে উথলিয়া।

তরুশাখা দুখভারে পড়েছে গো হেলিয়া,
নীরবেতে কত কাঁদে ঝরিয়া ঝরিয়া।

বিহঙ্গম নীড় ত্যজি উড়ে গেল ছুটিয়া,
হা হা রবে স্থল জল গগন বিদারিয়া।

দেবগণ আকাশেতে আসিছে গো ছুটিয়া,
ধরণী ভিজাল দেখ কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

ত্রিজগৎ স্তব্ধ হ'ল মরমেতে মরিয়া,
ত্রিভুবন-নাথে আজি ভিখারী দেখিয়া।

অজস্র নয়নবারিতে গায়ক ও শ্রোতা স্নাত হইলেন। তা'র-পর ?—তারপর আর কি—ত্রিজগন্নাথ ভিখারী সাজিয়া নাম গ্রহণ করিলেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীসনাতন গোস্বামী

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

অমরের বৈরাগ্য ও আশা

অমর তাঁহার অট্টালিকার একতম কক্ষে শয্যায় শায়িত। পার্শ্বে পূর্ণ যৌবনা পত্নী অম্বিকা নিদ্রিতা। তখনও সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশে দেখা দেন নাই। অমরের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু ঘোর ছাড়ে নাই। সহসা তিনি শুনিলেন, দূরে,—প্রাসাদের বাহিরে কে গাইতেছে—

আর কত ঘুমাবে, তাঁরে ভুলে রহিবে,
নয়ন মুদিয়া ভেবে দেখ না।
ধনজন পরিবার, জ্ঞান পদ অহঙ্কার,
সঙ্গে কেউ ত যাবে না॥
কে আছ করুণাভিখারী, স্মরণ লও তাঁহারি,
সময় ব'য়ে গেলে আরত পাবে না।
অনিত্যে হইয়া মগন, ভুলে আছ নিত্যধন,
যে দিন চলে যায় সে দিন ত আর ফেরে না॥

অমর চমকিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং উৎকর্ণ হইয়া

সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। দরবেশ গাইতে গাইতে সম্ভবত দূরে সরিয়া গিয়াছিল; সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণে আর পঁহুছিল না। অমর ব্যস্ত হইয়া শয্যাত্যাগ করিলেন এবং সদর বাটীতে আসিয়া দরবেশের অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দরবেশের অনুসন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না—একে একে সকলে ফিরিয়া আসিল। তখন সহসা অমরের মনে আঘাত করিল, এ দরবেশ ত মানুষ নয়! এ দরবেশ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অমরকে জাগাইতে আসিয়াছিলেন। যদি তাঁহার দেহ পঞ্চভূতে গঠিত হইত, তবে তাঁকে কেন খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না? ইনি নিশ্চয় প্রভুর প্রেরিত কোন মহাত্মা। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি অতি প্রফুল্ল মনে সন্তোষকে ডাকিতে পাঠাইলেন। তিনি আসিলে অমর হর্ষ-গদগদকণ্ঠে কহিলেন, "সন্তু, এতদিনে প্রভুর বুঝি এ হতভাগাদের স্মরণ হয়েছে।"

সন্তোষ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে দাদা? কিসে বুঝলে?"

অমর। প্রভু আজ দূত পাঠিয়েছিলেন।

সন্তোষ। দূত? কই?

অমর। তাঁহাকে পাওয়া গেল না। তিনি আমাকে জাগাতে এসেছিলেন; কাজ শেষ করে কোথায় অন্তর্দ্ধান করলেন, তা' আর জানা গেল না।

সন্তোষ। আমি ত কিছুই বুঝছি না দাদা।

অমর। আমি শয্যায় শুয়ে ছিলাম, তখনও প্রভাত হয় নি; এমন সময় একটী মধুর সঙ্গীত শুন্‌লাম। শুন্‌তে শুন্‌তে আমার ভিতর কি একটা জেগে উঠ্‌ল। আমি তখনই সে দরবেশের অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠালাম, কিন্তু কেউ তাঁকে পেলে না। তখনই বুঝলাম, এ প্রভুর দূত, অন্তরীক্ষ হ'তে গেয়ে আমার বুকের ভিতরের নিদ্রিত দেবতাকে জাগাতে এসেছিলেন। সনু, আজ বড় আনন্দের দিন, প্রভু আমাদের স্মরণ করেছেন।

সনুর মুখও আনন্দে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "চল দাদা, আমরা নীলাচলে ছুটে যাই— দাসত্ব আর না।"

অমর। অপেক্ষা কর সনু, প্রভুর যখন কৃপা হয়েছে, তখন আর আমাদের ভাবনা কি? ঠিক্ সময়ে তিনি উদ্ধার করবেন।

সন্তোষ। তুমি আমার চে'য় ঢের ভাল বুঝ দাদা, কিন্তু আমার মন কেমন অশান্ত হ'য়ে উঠেছে; ইচ্ছা করে নীলাচলে ছুটে যাই।

অমর। জানই ত প্রভু এখন নীলাচলে নাই। তিনি দাক্ষিণাত্যে গিয়াছেন, কি কোথায় গিয়াছেন, তাহাও কেহ জানে না। তাঁহাকে খুঁজিয়া কেহ পাইবে না, কিন্তু তিনি ঠিক সময়ে তোমাকে খুঁজিয়া লইবেন।

সন্তোষ। এমন কপাল আমাদের আবার হবে যে, তিনি এসে আমাদের খুঁজে নেবেন !

অমর। হ'বে—নিশ্চয় হ'বে ; তা'র পরিচয় আজ পেয়েছি। ভগবান্ এইরূপেই ইঙ্গিত করেন।

সন্তোষ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, "কিন্তু উড়িষ্যা হ'তে প্রভু এ দেশে আসিবেনই বা কি প্রকারে, তথায় বুঝি আবার গোল বাধে।"

অমর। সে কি ! উড়িষ্যায় গোল ?

সন্তোষ। প্রভু সন্ন্যাস নিয়ে উড়িষ্যায় বাস করবার পর, তুমি হুকুম দিয়েছিলে, একটী মুসলমানও যেন উড়িষ্যায় প্রবেশ না করে।

অমর। সে হুকুম কেহ অমান্য করেছে ?

সন্তোষ। আজও করে নাই, কিন্তু করবার উপক্রম করেছে।

অমর। কার এত বড় স্পর্দ্ধা ! প্রভু আমার নীলাচলে, কেহ যদি তাঁহাকে ত্যক্ত করতে সেখানে যায়, তা' হলে তা'র আর নিস্তার নেই—সে যত বড়ই হো'ক না কেন, তা'কে আমি ধ্বংস করব।

সন্তোষ। আর যদি সুলতান স্বয়ং যান ?

অমর। তা' হ'লে তারও নিস্তার নেই ; দিল্লীকে আহ্বান করে, গৌড় তাকে দেব।

সন্তোষ। চুপ কর দাদা, অত উত্তেজিত হইও না ; ব্যাপারটা আগে শুন। দুই রাজ্যের প্রান্ত সীমায় গড় মান্দারণ। সেনাপতি ইসমাইল গাজি সেই দুর্গ খুব দৃঢ় করেছে, আর লোক সংগ্রহ করছে। এ দিকে সুলতানকে জানিয়েছে যে, উড়িষ্যা যখন অতর্কিত থাক্‌বে, তখন বহু সৈন্য নিয়ে সহসা উড়িষ্যা আক্রমণ করবে, আর পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

অমর। বটে! তা'র এত বড় আস্পর্দ্ধা! তাই বুঝি কথাটা আমায় না জানিয়ে সুলতানকে চুপি চুপি বলেছে। বেশ, এক মাসের মধ্যেই তা'র ছিন্ন মুণ্ড বধ্য ভূমিতে লুণ্ঠিত হবে।

সন্তোষ। সে কি দাদা! ইসমাইল গাজি যে একজন বড় ওমরাহ, রাজ্যের প্রধান সেনাপতি, সুলতানের প্রিয়পাত্র, দেশময় তাহার বন্ধু।

অমর। কেউ তা'কে রক্ষা করতে পারবে না সন্তোষকুমার; যদি আমার বাক্য মিথ্যা হয়, তবে জানিও, প্রভুর চরণে আমার কপট-ভক্তি।

সন্তোষ। তুমি কি গুপ্ত ঘাতকের দ্বারায় তা'কে সংহার করবে ?

অমর। ছি ছি! এ কাজ প্রভুর সেবকের পক্ষে শোভা পায় না।

সন্তোষ। তবে কি করবে ?

অমর। তা'কে আহ্বান করব—প্রকাশ্য দরবারে দাঁড় করাব; সুলতানকে আর সব প্রজাদের বুঝাব যে, সেনাপতি একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করবার মতলবে রাজ্যপ্রান্তে দুর্গ বাঁধছেন, আর সৈন্য সংগ্রহ করছেন। এই ষড়যন্ত্রে রাজ্যের বড় বড় ওমরাহদের যোগ আছে, এ কথাও দরবারে বলব। তখন আর কোনও ওমরাহ সাহস ক'রে সেনাপতির রক্ষার্থে বাঙ্-নিষ্পত্তি করবে না। মুহূর্ত্ত কাল আর বিলম্ব না করে জল্লাদ দিয়ে রাজবিদ্রোহীর শিরশ্ছেদ করব।

মুগ্ধনয়নে ক্ষণকাল অমরের পানে চাহিয়া থাকিয়া সন্তোষ বলিলেন, "দাদা, তুমি সব পার। মাথায় তোমার কি শক্তি! এই শক্তি যদি ভগবানের চরণ চিন্তায় নিয়োজিত হ'ত, তা'হ'লে তিনি ত তোমায় দর্শন না দিয়ে থাকতে পারতেন না।"

অমর। ভুল করো না ভাই। এ শক্তির মালিক তিনি, আমি নই। যখন তিনি যে কাজে এই শক্তিকে নিয়োজিত করবেন, তখন শক্তি সেই দিকে চালিত হবে। আমি কে সনু?

এমন সময় ভৃত্য অধর আসিয়া সংবাদ দিল, নীলাচল হ'তে এক ব্রাহ্মণ এসেছেন; তিনি দর্শন-প্রার্থী—দ্বারে দণ্ডায়মান।

উভয়ে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "নীলাচল হ'তে? কই সে ব্রাহ্মণ?" বলিতে বলিতে নিজেরাই আত্মহারা হইয়া ছুটিলেন এবং স্বল্পকাল মধ্যে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন।

প্রথম অধ্যায়—অমরের বৈরাগ্য ও আশা

ব্রাহ্মণের বয়স অনেক; কিন্তু তিনি বেশ সুস্থ ও সবল। শান্তি ও আনন্দ তাঁহার বদনমণ্ডলে বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু অভ্যর্থনার গতিকে তাঁহার শান্তিটুকু অন্তর্হিত হইল। দুই ভাই দুই হাত ধরিয়া সর্ব্বশোভাময় কক্ষ মধ্যে মহার্ঘ আসনের উপর আনিয়া ব্রাহ্মণকে যখন বসাইলেন, তখন তিনি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। গৃহের সে রকম সাজ-সজ্জা কখন তিনি দেখেন নাই; প্রাচীর গাত্র চিত্রিত, কক্ষ যুড়িয়া মহামূল্যবান্ সুকোমল গালিচা ব্রাহ্মণের চরণযুগল কর্দ্দম-লিপ্ত, তিনি কিরূপে চরণ দু'খানি সেই গালিচার উপর স্থাপন করিবেন, এই চিন্তায় তিনি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অমর ও সন্তোষ প্রশ্নের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেছেন, "প্রভুর সংবাদ কি? তিনি কোথায়? নীলাচলে ফিরেছেন?" কিন্তু ব্রাহ্মণ চরণ দু'খানি লইয়া এতই বিব্রত যে, প্রশ্ন রাশির অর্থ তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল না। যখন অমর তাঁহার কর্দ্দমলিপ্ত চরণ গালিচার উপর টানিয়া আনিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দয়া ক'রে বলুন, প্রভু কোথায়," তখন ব্রাহ্মণ সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, "নীলাচলে।" একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস দুই ভাইয়ের বুকের ভিতর হইতে বাহির হইল। তা'র পরই আবার প্রশ্নের রাশি বুকের ভিতর সঞ্জাত হইতে লাগিল। অমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু কি আমাদের স্মরণ করেছেন?"

সন্তোষ। প্রভু কি আমাদের তাঁর নিকট যেতে বলেছেন?

অমর। প্রভু কি আপনাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন?

সন্তোষ। আপনি কি প্রভুর কাছ হ'তে আসছেন?

অমর। প্রভু কি আমাদের পত্র পেয়েছেন?

সরল ব্রাহ্মণ প্রশ্নরাশি কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া বলিলেন, "বাবা, আমি বুড়া মানুষ; প্রভু কি করেন, কি বলেন, কি স্মরণ করেন, অত আমি বুঝতে পারি না। আমি শুধু দূরে বসে প্রভুর মুখচন্দ্র পানে চেয়ে থাকি। সে সুখও আমার গেল; দামোদর বললেন, দু'খানা পত্র নিয়ে যাও,—একখানা কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে দিও, আর একখানা গৌড়ের মন্ত্রী সাকর মল্লিককে দিও। আর—"

"প্রভু আমাদের চিঠি দিয়েছেন? কই কই?"

উত্তরীয়-প্রান্তে পত্রদ্বয় দৃঢ়রূপে বাঁধা ছিল; ব্রাহ্মণকে কঠিন বন্ধন খুলিবার উপযুক্ত অবসর না দিয়া অমর বস্ত্র ছিন্ন করত পত্রদ্বয় উন্মুক্ত করিলেন; এবং নিজের শিরোনামাঙ্কিত পত্রখানি লইয়া মাথায় ধারণ করিলেন। তারপর সাশ্রুনয়নে পত্রখানি সন্তোষের শিরোপরি রক্ষা করত কহিলেন, "ভাই, পবিত্র হও।" যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন পত্র পাঠ করিলেন; পত্রে লেখা ছিল—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ রসায়নম্ ॥ *

"আর ভয় নাই—ভয় নাই, প্রভু কৃপা করেছেন।" বলিতে বলিতে অমর মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

—॰॰॰—

দ্বিতীয় অধ্যায়

রঘুনাথ—সংসার-অরণ্যে

"ওই যে বাবা, কে গান গেয়ে যায়।"

গোবর্দ্ধন উত্তর করিলেন, "কোথায় আবার কে গান গাচ্ছে?"

রঘু। ওই শোন না বাবা; ওই যে বলছে, 'কে আছ প্রেমের কাঙ্গাল প্রেম নিবি আয়'; বাবা, বাবা, আমায় ছেড়ে দেও, আমি একবার গায়ককে দেখে আসি।

গোব। কেউ গান করছে না, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

---

* ভাবার্থ—পরাধীনা রমণী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিয়াও যেমন নবসঙ্গের রস অন্তরে আস্বাদন করে, সেইরূপ বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও ঈশ্বরের চরণ চিন্তা করিবে।

রঘু। ওই শোন বাবা, আকাশে সুর ভেসে বেড়াচ্ছে—স্পষ্ট শুন্‌ছি ; কেন তুমি শুনতে পাচ্ছ না ? শোন—

অদৃশ্য থাকিয়া কে দূরে গাইতেছিলেন—

কে আছ প্রেমের কাঙ্গাল প্রেম নিবি আয়,
গোলোক হইতে গোরা এসেছে ধরায় ॥
হরি বলে বাহু তুলে নেচে নেচে যায়,
প্রেমেতে পাগল হ'য়ে হরি বলে ধায়।
কে কোথায় পাপী তাপী আয় ছুটে আয়,
না চাইতে প্রেম সে যে দু'হাতে বিলায় ॥

রঘু। শুন্‌লে বাবা ? চল না আমরা ছুটে সেই দয়ালের কাছে যাই। আমি যে বড় কাঙ্গাল।

গোব। তুমি কিসের কাঙ্গাল ? এই ধনদৌলত, রাজত্ব সব যে তোমার। তুমি আমাদের বংশের দুলাল, তুমি ইচ্ছা করলে হাজার হাজার গোলাম রেখে ইন্দ্রের বৈভব ভোগ করতে পার। দুঃখ কিসের বাবা ?

রঘু। দুঃখ অনেক বাবা ; তুমি পিতা হয়ে তা' বুঝলে না, এও একটা মস্ত দুঃখ।

গোব। আমি ত বুঝলুম না, দেখি বউ-মা যদি বুঝতে পারেন। আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রঘু। ক্ষমা কর বাবা, এ কয়েদখানায় তুমি বরং পাহারা দেও, সে ভাল, কিন্তু তা'কে পাঠিও না।

গোব। কেন, বউ-মাকে পছন্দ হয় না নাকি? বল যদি তোমার হাজারটা বিয়ে এখনি দি—বউয়ের অভাব কি? রাজার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে সকলেই পায়ে ধরে সাধবে। কিন্তু এ কথাও বলি, আমার বউ-মার মত সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে ভূ-ভারতে নেই।

গোবর্দ্ধন প্রস্থান করিলেন; এবং অচিরে বধূমাতা আসিয়া দর্শন দিলেন। তাঁহার নাম, ইল্ললা; বয়স পঞ্চদশ বৎসর; বর্ণ সূর্য্যকিরণ-তুল্য সমুজ্জ্বল। তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার রাজরাণীরও অভিলষণীয়, পরিধীত বসন স্বর্ণখচিত। সমস্ত ঘর আলো করিয়া তিনি স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সপ্তদশবর্ষীয় যুবক, অসামান্যা রূপবতী যুবতী ভার্য্যার পানে চাহিয়াও দেখিলেন না। ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ মন লইয়া তিনি বাতায়ন-মুক্ত আকাশ-পানে চাহিয়া রহিলেন। ইল্ললা বলিলেন, "আমাকে নাকি তোমার পছন্দ হয় না—আবার বিয়ে করবে নাকি?"

রঘু। ইল্ললা, ক্ষান্ত দেও; ও সব কথা আমার ভাল লাগে না।

ইল্ললা। আমার কথা ত তোমার কোন কালেই ভাল লাগে না। ধর্ম্ম কর্ম্ম ত ক'রে বেড়াও, এ দিকে ঠাকুরের কাছে আবার বিয়ের আব্দারটী করা হয়েছে; আমি লুকিয়ে সব শুনেছি।

রঘু। বেশ করেছ ; গুণ অনেক।

ইল্ল। তুমিই কেবল আমার সব কাজে দোষ দেখ ; নিজের গুণ কত ! মা বাপকে দিবারাত্র কাঁদাচ্ছেন।

রঘু। হা গৌরাঙ্গ ! কবে যে এ কয়েদখানা হ'তে মুক্ত হব !

ইল্ল। সে আর এ জীবনে নয়।

রঘু। নিশ্চয় একদিন হ'ব, তোমরা কেউ ধরে রাখতে পারবে না।

ইল্ল। ওরে বাপ্‌রে, মানুষ ত ওই ! আমি একাই যথেষ্ট, ঠাকুর আবার হাজার লোক পাহারা দিতে রেখেছেন। আমার পোড়া কপাল !

রঘু। দেখ ইল্ললা, যে দিন প্রভু আমায় ডাক্‌বেন, সে দিন তোমরা লক্ষ লোক নিয়ে আমায় ধরে রাখতে পারবে না।

ইল্ল। আচ্ছা তখন বুঝা যাবে তোমার ও তোমার প্রভুর গায়ে কত শক্তি।

রঘু। তুমি পাপিষ্ঠা, তোমার মুখদর্শন করলেও পাপ হয়।

ইল্ল। আমি না হয় পাপের বোঝা নিয়ে সরে পড়লুম—তুমি পুণ্যি কর। কি বলব তুমি স্বামী !

ইল্ললা সদর্পে প্রস্থান করিলেন। তখন রঘুনাথ করযোড়ে প্রভুর উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, "আর কত দিনে আমায় এ সংসারারণ্য হ'তে মুক্ত করবে প্রভু ? আর যে পারি না, অরণ্য-

বাসীরা আমায় ক্ষত বিক্ষত করে তুললে।” মনের ভিতর হইতে একজন উত্তর করিল, “অপেক্ষা কর, তোমার কর্ম্মক্ষয় এখনও হয় নি।”

রঘুনাথ। কর্ম্মক্ষয়! কিসে হবে?

মন। এইরূপ নির্য্যাতনে।

রঘু। কর্ম্মক্ষয় এ জন্মে হ’বে ত?

মন। নিশ্চয় হবে, প্রভু যখন বলেছেন।

রঘুনাথ তখন কিঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিলেন। সহসা জননীর কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে গেল; তিনি বলিতেছিলেন, “তুমি আমার স্বামী, তোমাকে আমি কি বুঝাব? তুমি যে বউমার কথা শুনে নেচে উঠেছ, এ ত ভাল কথা নয়। ছেলেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে কি ফল হবে?

“ইন্দ্র সম ঐশর্য্য স্ত্রী অপ্সরা সম;
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন।
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে।
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে;
চৈতন্য প্রভুর বাউল কে রাখিতে পারে?”

জননীর কথা শুনিয়া রঘুনাথের মন আনন্দে পুলকিত হইল।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যলীলা।

তিনি মুদ্রিত নয়নে প্রভুর চরণ ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু ধ্যানে মন বসিল না। মন ছুটিয়া ছুটিয়া চলিয়া যায়, আবার তাহাকে ধরিয়া আনেন ; মন আবার পালায়। এইরূপে যখন চঞ্চল মনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন, তখন রঘুনাথ আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "কোথায় যে শুনেছিলাম, পবনকে বরং বাঁধা যায়, তবু মনকে বাঁধা যায় না, সে কথা ঠিক। ধ্যানে আর কাজ নেই, সে সব আমার দ্বারা হবে না। আচ্ছা, আমি যে চোখ বন্ধ করে দেখ্‌ছিলাম, প্রভু কুলিয়া পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনের দিকে চলেছেন, সেটা কি? সেটা কি ধ্যান? কি জানি ; কিন্তু সে রকম ধ্যান করতে আমার বেশ লাগে। আচ্ছা, চোখ বন্ধ করে দেখি না কেন, প্রভু কোথায়? ঐত, ঐত প্রভু চলেছেন, সঙ্গে অগণ্য লোক ; সকলেই প্রেমে মত্ত হয়ে প্রভুর সঙ্গে চলেছেন ; আমিই কেবল সঙ্গে যেতে পেলাম না! সে সব কথা যাক্‌। এ কি হ'ল, প্রভুকে যে আর দেখ্‌তে পাচ্ছি না! ঐ যে ঐ—যে আমার প্রভু বসুন্ধরা আলো ক'রে অগণ্য ভক্তের আগে আগে চলেছেন। পথ বড় কঠিন, তাঁর চরণতলে বড়ই ব্যথা লাগছে ; আমার এ দৃশ্য সহ্য হয় না—আমি তাঁর জন্য মনে মনে পথ প্রস্তুত করি। আগে পথের উপর খুব পুরু ক'রে পদ্ম ফুল ছড়িয়ে দি, প্রভু তা'র উপর পা রেখে যাবেন—তা'হ'লে আর প্রভুর চরণ তলে ব্যথা লাগবে না। না, লাগবে ; তাঁর চরণ যে

ফুলের চেয়েও কোমল। তবে কি করব? আমার বুক পেতে দেব? এক পা আমার বুকে, আর এক পা আমার মাথার উপর রেখে যাবেন? না, তা'তে প্রভু আরাম পাবেন না; আমার দেহ বড় কঠিন। আচ্ছা, রাস্তার দু'ধার কি দিয়ে সাজাব? গাছ দিয়ে—কদম্ব আর তমাল গাছ দিয়ে; তমালের সঙ্গে জড়িয়ে দেব মালতী। গাছময় ফুল, আর পথময় গাছ। প্রভু যে আমার কদম্ব ও তমাল বড় ভালবাসেন। আর পথের পাশে দুই ধারে ছোট ছোট ফুলের গাছ থাক্‌বে, গাছের পাতায় পাতায় ফুল; প্রভু যেমন অগ্রসর হ'বেন, আর গাছ হেলে পড়ে প্রভুর চরণের উপর পড়বে; আহা, তাদেরও জন্ম সার্থক হবে! আচ্ছা, সে যেন হ'ল; কিন্তু তাঁর মুখচন্দ্র যে ভানুতাপে ক্লিষ্ট হবে, তা'র উপায় কি? তিনি ত ছত্র ধরতে দেবেন না; সন্ন্যাসীকে ছত্র ব্যবহার করতে নাই। হায় হায়, আমি যদি গাছ হতুম, বংশীবট হতুম, তা'হলে তাঁর শ্রী-অঙ্গ ঢেকে নিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে যেতুম। কিন্তু আমি কি পুণ্য করেছি যে, আমার দেহ প্রভুর কাজে লাগবে!"

"রঘুনাথ, গান শুন্‌বে এস—রাজ্যের গায়ক এনেছি।"

রঘুনাথের ধ্যান ভঙ্গ হইল—তিনি চমকিয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, পিতা দ্বারদেশে। ইচ্ছা নাও থাকিলে আদেশ পালন করিতে উঠিলেন।

—ঃ*ঃ—

তৃতীয় অধ্যায়

প্রভু রামকেলিতে

সত্যই প্রভু অগণ্য লোক সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনের পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। পথ গঙ্গার ধারে ধারে। পৌষ মাস, দারুণ শীত; কিন্তু কাহারও শীতানুভব নাই। কীর্ত্তন যে অঞ্চলে হয়, সে স্থলে শীত থাকিতে পারে না। কীর্ত্তন চলিলে, নৃত্যও তাহার অনুগামী হইবে। বিপুল আনন্দে মুহুর্মুহু হরি হরি ধ্বনিতে দিক্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া অসংখ্য ভক্ত প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন। যে গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতেছেন, সে গ্রামের লোক মহা উৎসাহে ভিক্ষা দিতেছেন। যে কাঙ্গাল, সে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষা দিতেছে, আর জীবন ধন্য করিতেছে। ভিক্ষা দিয়া হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া গ্রামবাসীরা প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। এইরূপে জনস্রোতঃ বিপুল আকার ধারণ করিয়া গৌড়ের দ্বারে গিয়া পঁহুছিল। প্রভু রামকেলিতে উপনীত হইয়া তমাল বৃক্ষতলে আসন করিলেন।*

লক্ষ লোকের কলরব সুলতানের কাণে প্রবিষ্ট হইল। সুলতান সভয়ে মন্ত্রী কেশব ছত্রিকে বলিলেন, "ব্যাপার কি, দেখে এস।"

---

* বর্ত্তমান মালদহ সহর হইতে রামকেলি চারিক্রোশ দূরে অবস্থিত।

কেশব। আমি দেখে এসেছি ; একজন হিন্দু ফকির, তাঁর হাজার হাজার ভক্ত নিয়ে বৃন্দাবনে চলেছেন।

সুল। সে কি ! ফকির তাদের খেতে দেয় কি ?

কেশব। ফকির নিজে ভিক্ষুক, তিনি অপরের আহার যোগাবেন কোথা হ'তে ?

কথাটা সুলতানের বিশ্বাস হইল না ; তিনি সহর কোতোয়ালকে ডাকিলেন, কোতোয়াল বলিলেন, এ হিন্দু ফকির সাধারণ মনুষ্য নহেন ; ইনি যখন গান করেন, তখন বৃক্ষ সকল মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করে। সুলতান আরও বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফকির দেখিতে কেমন ?"

কোতোয়াল তখন প্রভুর রূপ বর্ণনা করিলেন—

"জিনিঞা কনককান্তি প্রকাণ্ড শরীর
আজানুলম্বিত ভুজ নাভি সুগভীর।
সিংহগ্রীব, গজস্কন্ধ, কমল নয়ান
কোটি চন্দ্রো সে মুখের না করি সমান।

*　　*　　*

অরুণ কমল যেন চরণ যুগল
দশ নখ যেন দশ দর্পণ নির্ম্মল

*　　*　　*　　*

নবনীত হৈতেও কোমল সর্ব্ব অঙ্গ
তাহাতে অদ্ভুত শুন আছাড়ের রঙ্গ।
একদণ্ডে পড়েন আছাড় শত শত
পাষাণ ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গে নহে ক্ষত।

*　　*　　*　　*

না খায়, না লয় কারো, না করে সম্ভায,
সবে সিরবধি এক কীর্ত্তন-বিলাস॥ (*)

সুলতান চমৎকৃত হইলেন। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সাকর মল্লিককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অমরনাথ আসিলে সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ হিন্দু ফকিরটি কে?"

অমর। আমার বিশ্বাস, ইনি স্বয়ং ভগবান্।

সুল। (সহাস্যে) ভগবান্? আল্লা হিন্দুর বেশে আসবেন কেন?

অমর। আল্লার কাছে জাতি নাই, বেশভূষা নাই। তিনি কখন কোন্ বেশে আসেন, তা জগতে অল্প লোকেই জান্তে পারে।

সুল। শুন্‌ছি ফকিরের এক কপর্দ্দকেরও সংস্থান নেই, এত লোককে তিনি খাওয়ান কোথা হ'তে?

(*) শ্রীচৈতন্যভাগবত। (বৃন্দাবনদাসের)

অমরনাথ একটু হাসিলেন, কোনও উত্তর করিলেন না; জিহ্বাগ্রে উত্তর আসিয়াছিল—যে ভাণ্ডার হ'তে তিনি আপনাকে আমাকে খাওয়াচ্ছেন।

সুলতান। আমার এত ভৃত্য, এত সৈন্য আছে, কিন্তু ছয় মাস তাদের দরমা না দিলে, তা'রা আমার নক্‌রি ছেড়ে চলে যাবে, এমন কি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে আমাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে। কিন্তু এই ফকির, যা'র কাউকে এক কড়ি দেবার সামর্থ্য নেই, তার সঙ্গে কিনা লক্ষ লোক ঘরদ্বার ছেড়ে আজ্ঞাবহ হয়ে চলেছে! তাজ্জব!

অমর। কড়ির চেয়েও একটা বড় জিনিষ আছে জাঁহাপনা।

সুল। সেটা কি?

অমর। ভগবানের নাম।

সুল। আমরাও ত আল্লার নাম মসজিদে গিয়ে নিয়ে থাকি, আর দিয়েও থাকি। প্রজাদের ধর্ম্মের জন্যে মোল্লা রেখেছি, মসজিদ বানিয়েছি।

অমর। দুই-ই ধরে থাক্‌লে হবে না জাঁহাপনা! নয় আল্লা, নয় কড়ি।

সুল। তুমি কি তবে বল্‌তে চাও, আমরা যে খোদাকে এত ডাক্‌ছি সব বৃথা হচ্ছে?

অমর। বৃথা হচ্ছে না—তাঁর নাম কখন বৃথা হয় না; তাঁর

নাম নিলে একদিন তার ফল পাবেন। কিন্তু কড়ি ধরে থাকলে আল্লাকে পাওয়া যায় না। আমি এখন ভগবানকে ভুলে আপনার নকরি করছি, কিন্তু যে দিন তিনি মেহেরবাণী ক'রে আমাকে ডাকবেন, সে দিন আপনার নকরিতে ইস্তফা দিয়ে নেংটী পরে চলে যাব।

সুল। তুমি এই উজিরি পদ, এই ধন-দৌলত ছেড়ে কখন চলে যেতে পারবে ?

অমর। যদি পারি সুলতান, আমায় ছুটী দেবেন ?

সুল। তা' বলতে পারি না ; আমার মনে হয়, তোমায় ছাড়লে আমার রাজ্য চলবে না—তোমার বুদ্ধিকৌশলে আমার রাজ্যের এই শ্রীবৃদ্ধি।

অমর। আমি আর কি করেছি সুলতান, আমার মত আপনার শত শত গোলাম আছে।

সুল। তা' নেই সাকর। তুমি যদি ইসমাইল গাজির চক্রান্ত ধরে না দিতে, তা'হলে সে আজ আমায় মেরে সিংহাসনে বসত। সে যে রকম অসংখ্য বন্ধু ও সৈন্য নিয়ে প্রবল হ'য়েছিল, তা'র গায়ে হাত দিতেও আমার সাহস হ'ত না। তুমি অদ্ভুত কৌশলে মুহূর্ত্তে তা'কে ধ্বংস করলে।

অমর। সে যাই হো'ক জাঁহাপনা, আমার আবেদন রইল, ছুটী চাইলে ছুটী পাব।

সুলতান। তুমি যা চাইবে উজির সাহেব, তোমাকে তাই দেব, কিন্তু ছুটী দিতে পারব না।

উজীর সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তাঁহার অগ্র পশ্চাৎ সহস্র অশ্বারোহী শরীর-রক্ষীরূপে চলিল। তাঁহার অঙ্গে বহুমূল্য পরিচ্ছদ, কিন্তু তিনি অন্তরে দীন। দর্শকেরা ভাবিতেছিল, উজির সাহেব কত বড়! আর অমরনাথ ভাবিতেছিলেন, আমি কত ছোট—কত কাঙ্গাল!

উজির প্রস্থান করিলে সুলতান, কেশব খাঁকে বলিলেন, "আমি একবার এই হিন্দু ফকিরকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।

কেশবের ভয় হইল, পাছে সুলতান, প্রভুর কোনও অনিষ্ট করেন। কৌশল করিয়া বলিলেন, "আজ থাক্, কাল তাঁকে এক সময় নিয়ে আসব।"

সুলতান। বেশ, তাই হবে। আমার রাজ্যে তিনি অতিথি-রূপে এসেছেন; আমি তাঁকে বিরক্ত করব না, অপর কাউকে করতেও দেব না।

তথাপি সুলতানের হিন্দু কর্ম্মচারীরা নিরুদ্বেগ হইলেন না। প্রভুকে সত্বর রাজধানী ছাড়িয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিবেন, স্থির করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

রূপ সনাতন

গভীর রাত্রি। প্রভু ভাবে বিভোর। নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাজনেরা প্রভুকে বেষ্টন করিয়া তমালতলায় উপবিষ্ট। অসংখ্য ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে প্রায় ক্রোশব্যাপী স্থান যুড়িয়া হরিনাম করিতেছেন। দারুণ শীত। শীত নিবারণার্থে মধ্যে মধ্যে ধূনি জ্বলিতেছে। আবার স্থানে স্থানে কীর্ত্তন চলিতেছে, নৃত্যও হইতেছে। কয়েকটা খোল করতাল আসিয়া যুটিয়াছে। মুহুর্মুহু প্রবল হুঙ্কারও আকাশ ফাটাইয়া তুলিতেছে। বিধর্ম্মী রাজার দুয়ারে আসিয়া হরিধ্বনি করিতে কাহারও সঙ্কোচ বা ভয় নাই। তাঁহারা জানেন, তাঁহারা প্রভুর সেবক, সুতরাং অন্য কাহাকেও ভয় করিতে তাঁহারা জানেন না।

আহার্য্য প্রচুর আসিয়াছে। কে দিয়াছে, কোথা হইতে আসিয়াছে, সে সংবাদ কেহ রাখেন নাই। সুমিষ্ট কদলী ও বহুবিধ মিষ্টান্ন সহযোগে দধি ও ক্ষীরের সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহারা পরিতৃপ্ত। দাতা কে, সে সংবাদ রাখিবার প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা দেখেন নাই। তবে দাতার উদ্দেশে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার কৃষ্ণ প্রেম হউক।"

লক্ষ হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ বিফল হয় নাই—সেই আশীর্ব্বাদ হইতে সনাতনের জন্ম হইয়াছিল।

এ দিকে প্রভুপাদ নিত্যানন্দ ভাবিতেছেন, "প্রভু এখানে, এই মুসলমান-রাজধানীতে আসিয়া নিশি যাপন করিতে বাসনা করিলেন কেন? নিশ্চয় তাঁহার কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে; সমস্ত দিন গেল, রাত্রিও শেষ হ'তে যায়, প্রভু নিশ্চেষ্ট—অন্যত্র যাবার নামও নেই। ব্যাপার কি? দেখাচ্ছেন যেন কিছুই জানেন না—ভাবেতেই বিভোর, কিন্তু চতুর চূড়ামণি এ দিকে মতলব ঠিক করেছেন। কিছু রহস্য আছে—দেখা যাক্।"

সহসা নিত্যানন্দ দেখিলেন, অদূরে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি চোরের ন্যায় নীরবে ধীরে ধীরে তমাল-বৃক্ষের দিকে আসিতেছেন। ধুনির আলো তেমন উজ্জ্বল ছিল না; অস্পষ্টালোকে দেখিলেন, আগন্তুকদ্বয় নগ্নপদ, নগ্নঅঙ্গ—পরিধানে একখানি সামান্য বস্ত্র মাত্র; কিন্তু বক্ষে যজ্ঞোপবীত। নিত্যানন্দ উঠিলেন; অনুমান করিলেন, এই দুই ব্যক্তির জন্যই প্রভু এখানে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই বলিলেন, "প্রভু তোমাদের অপেক্ষা করছেন, এস।" দুই ভাই—অমর ও সন্তোষ—বিস্মিত হইয়া নিত্যানন্দের পানে চাহিলেন। নিত্যানন্দ একটু হাসিলেন। তখন দুই জনের মনে এক সময়ে এই সিদ্ধান্ত সমুদিত হইল যে, ইনিই প্রভুপাদ নিত্যানন্দ। তখন উভয়ে

তাঁহারা চরণে পড়িয়া যুক্তকরে বলিলেন, "আমাদের প্রতি কৃপা কর।"

নিত্যানন্দ সহাস্যে উত্তর করিলেন, "কৃপাময় তোমাদের প্রতি কৃপা করবেন বলেই নীলাচল হ'তে এতদূরে এসেছেন। আর তোমাদের ভয় কি ?"

দুই ভাই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। নিত্যানন্দ তখনও তাঁহাদের পরিচয় অবগত নহেন ; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, এই দুই ব্যক্তির জন্যই প্রভু এ দেশে আসিয়াছেন। প্রভুপাদ সহাস্য বদনে প্রভুর নিকট তাঁহাদের লইয়া চলিলেন। প্রভু বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত—প্রেম-বিহ্বল। নিত্যানন্দের চেষ্টায় প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ হইল। দুই ভাই তখন প্রভুর চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। যে চরণধূলির কামনায় লক্ষ লক্ষ ভক্ত ছুটাছুটি করিতেছেন, সেই দেব-দুর্লভ চরণধূলি তাঁহারা মাথায় ও জিহ্বায় দিলেন। হৃদয়ের বেগ কিঞ্চিৎ শমিত হইল—প্রাণের ভিতর যেখানটা হাহাকার উঠিতেছিল, সেখানটা শান্ত ও শীতল হইল। প্রভু কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদের পানে চাহিলেন ; বলিলেন, "উঠ, দৈন্য সম্বরণ কর। তোমরা আমাকে যে সকল পত্র লিখেছিলে, তা' আমি পেয়েছি—আমার একটা উত্তরও পেয়ে থাকবে।"

অমর যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু, আমার সে স্পর্দ্ধা ক্ষমা করিও। এবার তুমি জগতে আসিয়াছ শুধু ভালবাসিতে, প্রেম

বিলাইতে—দণ্ড দিতে নয়; সেই ভরসাতেই আমি তোমায় পত্র লিখিতে সাহস করিয়াছিলাম।”

প্রভু একটু হাসিলেন; আর প্রেমময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সনাতনকে বুঝাইলেন, তাঁহার কাছে যে অপরাধ তাহা তিনি গ্রহণকরেন না।

অমর। পাপীকে উদ্ধার করতে এবার এসেছ প্রভু; কিন্তু আমাদের মত পাপী আর কোথাও পাবে না।

প্রভু। কৃষ্ণনাম যা'র বদনে তা'র আবার পাপ কোথা? সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত কৃষ্ণনামে।

অমর। প্রভু, কৃষ্ণনাম বদনে নাই, হৃদয়ে নাই; সেথা আছে শুধু হাহাকার, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা। রক্ষা কর প্রভু, কাঙ্গালদের উদ্ধার কর।

প্রভু। যখন পাপ চিনেছ, নামের মহিমা বুঝেছ, তখনই ত তোমার উদ্ধারের উপায় কৃষ্ণ করেছেন।

অমর। প্রভু, আমরা ঘোর পাপী—এত বড় পাপী তোমার জগাই মাধাইও ছিল না। তাহারা মূর্খ নির্ব্বোধ—অজ্ঞানে পাপ করেছে; আর আমরা পাপ জেনে শুনে করেছি। তোমার কৃপা ভিন্ন এ জ্ঞানকৃত অপরাধ হ'তে উদ্ধার নেই।

প্রভু। কৃষ্ণের কৃপায় তোমরা অচিরাৎ মুক্তিলাভ করিবে।

অমর। প্রভুর বাক্য কখন নিষ্ফল হ'বার নয়; কিন্তু যে

জিহ্বা কখন মিথ্যা ভিন্ন সত্য বল্‌তে পারেনি. সে জিহ্বা কিরূপে কৃষ্ণনাম বলবে? যে হৃদয় পরের হিংসা ব্যতীত পরের উপকার চিন্তা কখন করেনি, সে হৃদয় কিরূপে কৃষ্ণধ্যানে তন্ময় হ'বে?

প্রভু। আজ তোমাদের পুনর্জ্জন্ম হ'ল; আমি তোমাদের নাম দিলাম—সনাতন ও রূপ; এই নামে তোমরা দুই ভাই অতঃপর পরিচিত হইবে। তোমরা কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র জপ কর, অচিরাৎ কৃষ্ণের কৃপায় মুক্তিলাভ করিবে।

উভয়ের দেহমধ্যে এক তাড়িত-প্রবাহ প্রবেশ করিল; সমস্ত শিরার মধ্য দিয়া সেই শক্তি সঞ্চালিত হইল এবং কাহাকে যেন ঠেলিয়া উঠাইয়া জাগাইল; সেই বেগভরে তাঁহাদের দেহ কাঁপিয়া উঠিল।

রূপ (সন্তোষ) এতক্ষণ নীরব ছিলেন; গলায় বস্ত্র দিয়া যুক্তকরে অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রভুর পানে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। এখন সহসা বলিয়া উঠিলেন, "একি! আমার প্রাণের ভিতর এমন হ'চ্ছে কেন? কোথা হ'তে যেন একটা অসীম শক্তি এসে আমায় কাঁপিয়ে তুলছে। যে জিহ্বা কখন কৃষ্ণনাম বলেনি, সে জিহ্বা কেন কৃষ্ণনাম নিয়ে ছুটে চলেছে? কে যেন আমার প্রাণের ভিতর একটা স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সব আলো ক'রে দেখা দিয়েছে। এ যে বাঁশী হাতে ক'রে চরণের উপর চরণ দিয়ে দাঁড়াল। এ কে? মরি মরি, কি সুন্দর! সমস্ত আকাশের নীলবর্ণ যেন গ'লে

এর অঙ্গে পড়েছে। নীলবর্ণ এত উজ্জ্বল? এ নীলের জ্যোতিতে যে সব ভরে গেল! এই নীল জ্যোতির মধ্যে আবার একি ফুটে উঠল? হাসি? হাসি কি এমন বিদ্যুৎভরা হয়? দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে এ হাসিতে সব ভরে গেল—আকাশ পৃথিবী, আমি আমার চতুর্দ্দিক্, সব হাসিময়। ও কি, আবার একটা কিসের তরঙ্গ এসে হাসির বিদ্যুৎকে সহসা নিবিয়ে দিলে। দৃষ্টি? আকর্ণ-বিস্তৃত নীল নয়নের দৃষ্টি। আহা, দৃষ্টিতে কত প্রেম, কত করুণা! এ'ত দৃষ্টি নয়, এ যে করুণার প্রবাহ—অমৃতধারায় জগৎ প্লাবিত ক'রে ছুটে চলেছে। স্রোত বয়ে যেও না—দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি এক বিন্দু তুলে নেব—আমায় এক বিন্দু দিয়ে যাও—ওগো দাঁড়াও—"

বলিতে বলিতে রূপ, প্রভুর চরণের উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাঁহার পদ্মহস্ত রূপের মাথায় দিলেন; রূপ, প্রভুর চরণধূলি লইয়া উঠিয়া বসিলেন। প্রভু কহিলেন, "রূপ, তোমায় কৃষ্ণ কৃপা করেছেন, অতি সত্বরই তুমি সকল বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করবে।"

সনাতন (অমর) এতক্ষণ অবিশ্রাম কাঁদিতেছিলেন। কেন কাঁদিতেছেন, তা' তিনি জানেন না, কিন্তু কান্নার বিরাম নাই—প্রবাহ গড়াইয়া মেদিনী সিক্ত করিল। প্রভু তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "তোমরা আমার অতি প্রিয়।"

সনাতন যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু, পাপীমাত্রেই তোমার প্রিয়, নইলে তুমি পতিতপাবন নাম নেবে কেন?"

প্রভু। সনাতন, তোমার দৈন্যপূর্ণ পত্র পেয়ে আর স্থির থাকতে পারলাম না—নীলাচল হ'তে ছুটে এসেছি।

সনা। তোমায় ডাকলে কি তুমি থাকতে পার প্রভু? আমি তোমায় এত দুঃখ দিয়ে অতদূর থেকে আনতাম না; কিন্তু আর আমাদের কে আছে নাথ? আর কা'কে ডাকব? তুমি যে আমাদের—আমাদের জন্যেই ধরায় এসেছ। আমি কৃষ্ণ জানি না, ভগবান্ জানি না—জানি শুধু তোমাকে—আমার প্রেমময় করুণাময় গৌরাঙ্গদেবকে। প্রভু, তোমার এ দাসকে চরণে স্থান দেও—আর আমার কেউ নেই।

প্রভু। সময়ে কৃষ্ণ কৃপা করবেন—নির্ভয় থাক। অন্তরেও একবার যে তাঁকে ডেকেছে, তা'র ত আর ডুববার ভয় নেই,—সেই নাম তাহাকে রক্ষা করবে, আর সে যদি কর্ম্মদোষে বিপথে যায়, কৃষ্ণ তাহাকে চুলে ধ'রে সৎপথে নিয়ে আসবেন।

রূপ ও সনাতন। প্রভু, এই কথা যেন স্মরণ থাকে।

প্রভু একটু হাসিলেন। অন্যান্য প্রসঙ্গের পর সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু কি এই লক্ষ লোক সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনে চলেছেন?"

প্রভু। তাই ত দেখছি, অনেক লোক সঙ্গ নিয়েছে।

সনা। জনতা ক্রমে বাড়তেই থাকবে।

প্রভু। সে কথা সত্য; আমি তবে নীলাচলে ফিরে যাই।

রূপ কহিলেন, "প্রভুর অনুমতি হয় ত আমিও সঙ্গে যাই।"

প্রভু। না রূপ, এখন নয়—সময়ে যেও।

রূপ। আবার কবে প্রভুর দর্শন পাব?

প্রভু। সত্বরই কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করবেন।

অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দুই ভাই প্রভুর নিকট হইতে বিদায় লইলেন। প্রভু তখন নিত্যানন্দকে বলিলেন, "এত লোক সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবন যাওয়া ঠিক নয়; সনাতনের মুখ হ'তে কৃষ্ণের আদেশ পেলাম। চল, আমরা নীলাচলে ফিরে যাই।"

নিত্যানন্দ একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা' জানি, তুমি এখান হ'তেই ফিরবে। বৃন্দাবন যাত্রাত ছল মাত্র।

পঞ্চম অধ্যায়

নিত্যনন্দের হরিনাম বিতরণ

প্রভু গৌড়নগর ত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে অগ্রদ্বীপ-অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নরোত্তম ঠাকুরের জন্মভূমি খেতরির কিছু দূরে পদ্মাপার হইয়া প্রভু সত্বর অগ্রদ্বীপে আসিলেন; এবং তথায় গোবিন্দকে কৃপা করিয়া শান্তিপুরে আসিলেন। জননীর পাদবন্দনা

করিয়া তথায় মাধবেন্দ্র-তিথি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। পরে দ্রুতপদে নীলাচল-অভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রভুপাদ নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইলেন না—বাঙ্গালায় রাখিয়া গেলেন, হরিনাম প্রচারের জন্য। প্রভুপাদ বর্ত্তমান কলিকাতার সন্নিটবর্ত্তী পাণিহাটী গ্রামে ভক্ত ও ধনী রাঘবের বাটীতে অবস্থান করিয়া হরিনামে দেশ মাতাইতে লাগিলেন।

সপ্তগ্রামে রঘুনাথ তাহা শুনিলেন। প্রভুপাদের চরণবন্দনা করিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইল। পিতার নিকট অনেক মিনতি করিয়া পাণিহাটীতে আসিতে রঘুনাথ অনুমতি পাইলেন। অবশ্য প্রহরী তাঁহার সঙ্গে চলিল। বিদায়কালে গোবর্দ্ধন বলিয়াছিলেন, "তুমি যাহা কর, যত ইচ্ছা ব্যয় কর, আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু কতকগুলো সন্ন্যাসীর পাল্লায় প'ড়ে সংসার ত্যাগ করো না।"

সুরম্য ও সুসজ্জিত তরণীতে উঠিয়া রঘুনাথ চলিয়াছেন। সঙ্গে কয়েকজন বয়স্য আছেন; ইহা পিতার দান। রঘুনাথের মন প্রফুল্ল রাখিবার জন্য সঙ্গীতামোদী সংসারমুখী কয়েকজন নবীন যুবককে গোবর্দ্ধন সঙ্গে দিয়াছেন। রঘুনাথ আপত্তি করেন নাই, কিন্তু তাহাদের সহিত এই সর্ত্ত করিয়াছিলেন যে, তাহারা ঈশ্বর-প্রসঙ্গ ছাড়া গ্রাম্য কথার আলোচনা করিতে পারিবে না।

তরণী যখন পাণিহাটী গ্রাম হইতে কিয়দ্দূরে, তখন আরোহীরা

দেখিলেন, এক বিপুল জনপ্রবাহ গঙ্গার তীর বহিয়া ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে চলিয়াছে। তরণী ক্রমে নিকটে আসিল; রঘুনাথ দেখিলেন, এক জন সন্ন্যাসী রূপে আলো করিয়া গঙ্গার ধারে ধারে পথ বহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। তিনি কি একটা গান করিতে করিতে যাইতেছিলেন। গান বুঝা গেল না, কিন্তু কণ্ঠ শুনা গেল। তরণীর উপর হইতে যুবকেরাও গান ধরিলেন।

তরণী ক্ষণকালমধ্যে ঘাটে লাগিল। রঘুনাথ সদলে ঘাটে নামিলেন ও সেই জনস্রোতে মিশিয়া গেলেন। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, নিত্যানন্দ-প্রভু সপার্ষদ গাইতে গাইতে চলিয়াছেন। তাঁহার চরণে নূপুর, নয়নে বারিধারা, বদনে হরিনাম। তিনি নাচিতেছিলেন, আর গাইতেছিলেন।

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম রে;
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদে সেই আমার প্রাণ রে।"

কেহ নাম লইতেছে, কেহ লইতেছে না। যে লইতেছে, সে নৃত্য ও সঙ্গীতে যোগ দিতেছে। যে পাষাণ, সে শুধু মজা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে। কেহ হাসিতেছে, কেহ বা বিদ্রূপ করিতেছে। এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিল, "নাম নিয়ে হবে কি?"

"গোলকে যাবে।"

"স্ত্রীপুত্র নিয়ে?"

"যে নাম নেবে সেই যাবে।"

"সেখানে কি সব খড়ের ঘর ?"

প্রভুপাদ উত্তর না করিয়া সকাতরে বলিলেন, "একবার গৌর বল।"

লোকটা উত্তর করিল, "তা' বই কি, আমি ওই নামটা ক'রে গোল্লায় যাই, আর এখানে আমার মেয়ে ছেলে না খেতে পেয়ে মরে যা'ক্। ও-সব হবে না ঠাকুর!"

প্রভুপাদ। তুমি ত কঠিন নও; একবার গৌর বল—সময়ে গৌর তোমায় উদ্ধার করবেন।

নাম গ্রহণে অনিচ্ছুক ব্যক্তি উত্তর করিল, "এমন সোণার সংসার, স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে আমি গোলোকে যেতে চাই না।"

প্রভুপাদ। একদিন ত ছাড়্‌তে হ'বে ভাই।

ব্যক্তি। মর্‌তে হ'বে বল্‌ছ? তা'র এখন ঢের দেরী; এ'র পরে দেখা যাবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া কহিল, "আচ্ছা ঠাকুর, তুমি গোলোক দেখেছ?"

প্রভুপাদ। গোলোক দেখিনি, গোলোকপতিকে দেখেছি। ভাই একবার গৌর বল।

২য় ব্যক্তি। গোলোকে যেতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নেই।

প্রভুপাদ। ভাই, গৌর ব'লে আমায় কিনে লও।

২য় ব্যক্তি। তুমি আমার কোন্ কাজে লাগবে যে, তোমায় আমি কিনে নেব? শুধু গৌর গৌর বলে জ্বালাবে বই ত নয়।

১ম ব্যক্তি। যাঃ, সেই নামটা ক'রে ফেল্‌লি?

২য় ব্যক্তি। বেশ করেছি, এক শ' বার করব; তোর কি? গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর। আমার কাছে নাম টাম যে কিছু চালাকি ক'রে যাবেন সে যো নেই। কিন্তু নামটা বেশ, আমার আরও বল্‌তে ইচ্ছা করছে। বলি না কেন,—গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর। বাঃ, কি মিষ্ট নাম!

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম রে।

অবশেষে তিনি গাইতে গাইতে নাচিতে নাচিতে প্রভুপাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তির অবস্থা দৃষ্টে অপর এক ব্যক্তি স্পর্দ্ধা সহকারে অগ্রসর হইয়া কহিল,"ঠাকুর, আমি তোমায় কিনে নিতে সম্মত আছি।"

"তবে হরি বল, কৃষ্ণ বল, গৌর বল।"

৩য় ব্যক্তি। হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

কই ঠাকুর, আমার ত কিছু হ'ল না? কিন্তু আরও নাম করতে মন হচ্ছে—করিই না—দুটা নাম মুখে করব, তা'তে আর ক্ষতি কি? কিন্তু শীঘ্রই আমায় বাড়ী ফিরতে হবে, ছোট মেয়েটা বাল্‌সেছে দেখে এইছি। নাম ক'টা করেনি!—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।

একি, নাম যে আমার রসনা ছাড়তে চাচ্ছে না। আগে মুখে নাম বলছিলাম, এখন যে বুকের ভিতর হ'তে নাম ঠেলে উঠ্‌ছে। এ আবার কি ফ্যাসাদ হ'ল! ছেলে মেয়ে ঘরদোর সবই যে ভুলে যাচ্ছি, শুধু সেই নামই মনে পড়ছে—কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ—ঠাকুর, তুমি আমার এ কি করলে? আহা, কি মধুর নাম! এ নাম কোথায় এতদিন লুকান ছিল!

নাম গাইতে গাইতে তিনিও নিত্যানন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অপর এক ব্যক্তিকে ধরিয়া প্রভুপাদ বলিলেন. "ভাই, একবার কৃষ্ণ বল।"

৪র্থ ব্যক্তি। আমি গোড়ায় সাফ্ ব'লে দিচ্ছি আমা হ'তে ও-সব পাগলামী হবে না—ধেড়ে মিন্সে সদর রাস্তার উপর দিয়ে ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেছেন—লজ্জাও করে না!

প্রভুপাদ। আমার কোলে ব'সে একবার হরি বল ভাই, একবার কৃষ্ণ বল।

৪র্থ ব্যক্তি। গোড়াতেই সাফ ব'লে দিইছি ত।

প্রভুপাদ। আমি তোমার দাসানুদাস—আমার প্রতি কৃপা ক'রে একবার কৃষ্ণ বল, একবার গৌর বল।

৪র্থ ব্যক্তি। ঠাকুর মহলের একটা নামও আমা হ'তে হ'বে

না। নাচ্‌ছ, কাঁদছ, ব্যস্—আবার আমায় নিয়ে পড়্‌লে কেন ?

প্রভুপাদ তখন ধূলার উপর তাহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন, "ওগো, একবার হরি বল, একবার কৃষ্ণ বল ; কৃষ্ণ ব'লে আমায় জন্মের মত কিনে লও।"

লোকটা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। একজন মহাশক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসী, তাহাকে হরিনাম বলাইবার জন্য তাহার পায়ের কাছে পড়িয়াছেন। এ দৃশ্য সে হিন্দু হ'য়ে সহ্য করিতে পারিল না ; বলিল, "ওঠ ঠাকুর, যা' বল্‌তে বল্‌বে তাই বল্‌ছি! তামাসা দেখ্‌তে এসে ভ্যালা আপদে পড়লুম! কি বল্‌তে হবে? কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম? আচ্ছা বলছি, উঠ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে,
রাম রাম রাম রাম রাম রাম রাম হে ॥

বাঃ বেশ নাম ত। আচ্ছা, নাম করতে করতে বুকের ভিতর কেঁপে উঠে কেন? কি যেন বন্ধ ছিল, খুলে গেল। চো'খে জল আসছে কেন? ছেলে মেয়েদের ডাকৃতে এমন হয় না ত। প্রাণভরে অবিরাম ডাকতে বাসনা হচ্ছে কেন?

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে,
রাম রাম রাম রাম রাম রাম রাম হে।

ওগো, আমায় রসনা করে দেও, আমি রসনা হ'য়ে মধুর কৃষ্ণনাম

অবিরাম করতে থাকি ; আমায় শ্রবণেন্দ্রিয় ক'রে দেও, আমি দিবারাতি ঐ নাম শুনতে থাকি ; আমায় চক্ষু ক'রে দেও, আমি দিবানিশি ঐ নাম আকাশপটে চিত্রিত দেখি—"

নিত্যানন্দ-প্রভু, তাহার কম্পিতদেহ বাহুমধ্যে ধারণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর সে নাম করিতে করিতে কাঁদিতে কাঁদিতে নির্লজ্জের ন্যায় নাচিতে নাচিতে চলিল।

এইরূপে নিত্যানন্দ দ্বারে দ্বারে নাম বিতরণ করিয়া বেড়াই-লেন। অপরাহ্ণে রাঘবের বাটীতে যখন ফিরিলেন, তখন রঘুনাথ তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। প্রভুপাদ পূর্ব্বে দুই তিনবার রঘুনাথকে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিচয়ও অবগত ছিলেন। এক্ষণে রঘুনাথকে পাইয়া সাদরে বক্ষে ধরিলেন ; এবং ভক্তদের নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন। রঘুনাথ, বৈষ্ণব মাত্রেরই পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

ক্ষণপরে রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাসকে দেখছি না ; কোথায় গেলে তাঁর দর্শন পাব ?"

প্রভুপাদ। তিনি নীলাচলে আছেন।

রঘুনাথ। শুনেছিলাম নীলাচলে যবনের প্রবেশাধিকার নাই!

প্রভুপাদ। প্রভুর ইচ্ছায় সবই হয়। হরিদাসের অন্তরের ইচ্ছা জেনে প্রভু তাঁহাকে নীলাচলে যেতে বলেছিলেন। তা' ছাড়া হরিদাস যবন নহেন—তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান, যবনের অন্নে

পালিত। যদি যবনও হ'তেন, তাহ'লেও তিনি অতি পবিত্র—তাঁর চরণরজে তীর্থ পবিত্র হয়।

রঘুনাথ অন্তরে হরিদাসকে ধ্যান করিয়া ভক্তি বিনম্র-চিত্তে প্রণাম করিলেন। অতঃপর প্রভুপাদ কহিলেন, "রঘুনাথ, আমরা ভিখারী সন্ন্যাসী, যে যা' দেয় তাই খাই; বহুকাল উদরপুর্ত্তি করিয়া আহার করিতে পাই নাই। তুমি ধনীর সন্তান—"

ব্যস্ত হইয়া রঘুনাথ বলিলেন, "সে সৌভাগ্য কি আমার ঘটিবে? প্রভুপাদের আদেশমত আমি সাধ্যানুযায়ী ব্যবস্থা করিতেছি।"

তখনই চারিদিকে লোক ছুটিল; দ্রুতগামী নৌকা লইয়া দুই জন ভৃত্য সপ্তগ্রামে গেল; নহল কলকাত্তা প্রভৃতি স্থানেও লোক প্রেরিত হইল। পরদিবস মধ্যাহ্ন অতীত হইবার পূর্ব্বেই বিশ হাজার লোকের আহার্য্য সংগৃহীত হইয়া রাঘবের গৃহ সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সংরক্ষিত হইল। দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, আম্র, কদলী, মিষ্টান্ন, চিপিটক প্রভৃতি আহার্য্য ভারে ভারে আসিয়া প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিল। গঙ্গাতীরে রাঘবের বাটী; প্রাচীন বট ও অশথবৃক্ষে প্রাঙ্গণ সকল সময়ে ছায়াশীতল। আষাঢ় মাস, নিদাঘের প্রকোপ মন্দীভুত। গঙ্গা-প্রবাহিত সমীরণে সকলেরই মন প্রফুল্ল। শত শত ভক্ত নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। সহস্র সহস্র অনাহূত ভক্তও প্রসাদগ্রহণমানসে আগমন করিয়াছেন। ভাগীরথী বাহিয়া যাঁহারা নৌকারোহণে যাইতেছিলেন, তাঁহারাও নৌকা

লাগাইয়া প্রসাদলোভে একখানা পাতা লইয়া বসিয়া পড়িলেন।

মধ্যস্থলে এক বিপুলকায় বটবৃক্ষতলে দুইখানি পাতা হইল। নিত্যানন্দ একখানি আসনে বসিয়া মুদ্রিত নয়নে ধ্যানস্থ হইলেন; সম্ভবত মহাপ্রভুকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গদেব তখন নীলাচলে, কিন্তু নিত্যানন্দ কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে আসিতে হইল; এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তির নয়নপথগামী হইয়া তাঁহাকে ভোজনে বসিতে হইল। তদ্দৃষ্টে ভক্তগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন এবং ভোজ্য উপেক্ষা করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্যের সঙ্গে গান আরম্ভ হইল—

ওগো এসেছে, এসেছে, আমার প্রাণনাথ এসেছে,
বহুদূর হ'তে আমারে দেখিতে ছুটে সে এসেছে।
আমায় ফেলে সে কি থাকৃতে পারে,
সে বই আমি যে আর জানি না রে,
সে বই আমার যে কেহ নাই রে,
তাই সে এসেছে, আমার রাজা, আমার বঁধু এসেছে,
আমারে দেখিতে আমায় দেখা দিতে ছুটে এসেছে।

ভোজ্য পড়িয়া রহিল; নৃত্য ও গীত চলিতে লাগিল। আহার্য্য চরণে দলিত হইয়া নষ্ট হইল। নিত্যানন্দ সকলকে শান্ত করিয়া আহারে বসাইলেন। আবার নূতন পাতা আসিল, আম দধি

ক্ষীর আবার আসিল। দধি ক্ষীরের আর প্রয়োজন ছিল না—চোখের জলেই চিপিটক ভিজিয়াছিল।

রঘুনাথ ভোজনে বসেন নাই, তিনি এক বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে গলদশ্রুলোচনে প্রভুকে দেখিতেছিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন, "আর কান্না কেন রঘুনাথ? প্রভু যখন তোমার ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তখন তোমার মনস্কামনা অচিরাৎ পূর্ণ হ'বে।"

রঘুনাথ আনন্দে বিহ্বল হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরীক্ষা

কার্ত্তিক মাস; শীত তখনও পড়ে নাই। একদা প্রভাতে রূপ ও সনাতন পদব্রজে গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন। তখনও সূর্য্যদেব আকাশে দেখা দেন নাই—তাঁহার রক্তবসনা গৃহদেবী সবে উঠিতেছেন। পৃথিবীর মানুষ তখনও জাগে নাই, দেবী দর্শনার্থে দুই চারি জন জাগিয়াছে মাত্র। পথে জনকোলাহল নাই—কিন্তু গাছের মাথায় পাখীর কোলাহল আরম্ভ হইয়াছে।

মন্ত্রিযুগলের সঙ্গে পাইক নাই, কেবল দুই জন ভৃত্য বস্ত্রাদি লইয়া পশ্চাতে দূরে দূরে আসিতেছিল। রূপ বলিতেছেন, "দাদা, এ রকম ক'রে ত আর দিন যায় না—আর যে পারি না।"

সনাতন। ধৈর্য্য ধর ভাই ; প্রভু যখন বলেছেন, আমরা সত্বর মুক্তি লাভ করব, তখন তুমি নিজের জন্য কেন আর চিন্তা কর ?

রূপ। চিন্তা যে অনেক দাদা ; জীবন যে অবিরাম বয়ে চলেছে—আমার শত অনুরোধেও অপেক্ষা করছে না। যে চিন্তা লয়ে প্রভাতে উঠি, সেই চিন্তা লয়ে দিবাসান্তে শয্যা গ্রহণ করি। হিসাব মিলায়ে দেখি, আয় কিছু নাই—ব্যয়ই বেশী।

সনা। যে আয় ক'রে নিয়েছ, তাহা ত আর ব্যয় হ'বার নয়। প্রভুর চরণধূলি যে মাথায় আছে ভাই।

রূপ। দাদা, আমি প্রভুকে ছেড়ে আর থাকতে পারছি না ; প্রতিমুহূর্ত্তে ইচ্ছা করছে নীলাচলে ছুটে যাই।

সনা। তাঁর আদেশ না পেলে যেতে পার না।

রূপ। তবে তুমি তাঁকে এখানে ডাক না কেন দাদা! তুমি ডাক্‌লে তিনি স্থির থাক্‌তে পারবেন না।

সনা। ভক্তে ডাকলেই তিনি অস্থির হন ; তাই ব'লে কি ভক্তের উচিত তাঁকে কষ্ট দেওয়া ? তাঁর যা' মন চায়, তিনি তাই করুন ; যদি আমাদের জীবন্ত দগ্ধ করতে ইচ্ছাময়ের বাসনা হয়, আমরা সানন্দে তাঁর আদেশ মাথা পেতে নেব।

রূপ। আচ্ছা দাদা, প্রভু আজও নীলাচল ত্যাগ ক'রে বৃন্দাবন গেলেন না কেন? গত বৎসর ত এই সময় নীলাচল হ'তে যাত্রা করেছিলেন।

সনা। আমার কি বিশ্বাস শুনবে রূপ? প্রভু নীলাচল ত্যাগ করেছেন।

রূপ। তিনি নীলাচল ত্যাগ করলে আমাদের চরেরা এসে সংবাদ দিত। চার জন লোক শ্রীক্ষেত্রে ব'সে রয়েছে, প্রভুর সংবাদ আনবার জন্যে; এক জনও অন্তত ছুটে এসে খবর দিত।

সনা। শীঘ্রই সে সংবাদ পাবে।

রূপ। তুমি কেমন করে জান্‌লে দাদা?

সনা। আমি ধ্যানে দেখেছি, প্রভু নিবিড় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছেন।

রূপ বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন, আমি কেন ধ্যানে প্রভুকে দেখিতে পাই না? উভয়ে তখন গঙ্গাতীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

সনাতন বলিলেন, "দেখ রূপ, প্রভুর চরণরজঃ আর এই গঙ্গাবারি যা'র মাথায়, তার আর কোন চিন্তা নেই।"

উভয়ে জলে নামিলেন এবং স্নানাদি সমাপনান্তে আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া গঙ্গার স্তব করিতে লাগিলেন—

শ্রীসনাতন গোস্বামী

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবন-তারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে॥" ইত্যাদি—

তীরে উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের প্রেরিত চরচতুষ্টয়ের মধ্যে একজন, ভৃত্যদ্বয়ের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ব্যস্ত হইয়া রূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি?"

"প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়াছেন।"

উভয়ের বদন উৎফুল্ল হইল। রূপ ব্যস্ততাসহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে? কোন্ পথে? সঙ্গে কে?"

চর উত্তর করিল, "বিজয়া দশমীর দিন শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল-পথে বৃন্দাবনের দিকে চলেছেন। সঙ্গে বলভদ্র বলে একটী ভক্ত ব্রাহ্মণ আছেন; কাউকে পূর্ব্বাহ্নে জানান নি, সঙ্গেও আর কাউকে নেন নি।"

রূপ তাহাকে পুরস্কারের আশা দিয়া বিদায় করিলেন; পরে উভয়ে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ভৃত্যদ্বয় স্নানার্থে পশ্চাতে রহিল।

রূপ বলিলেন, "দাদা, এই বার আমি চলিলাম।"

সনা। হৃদয়ে যদি পূর্ণ বৈরাগ্য জেগে থাকে, তবে আমি বাধা দেব না—স্বচ্ছন্দে যাও।

রূপ। তুমি যাবে না দাদা ?

সনা। সুলতানকে না ব'লে আমি যেতে পারব না। তিনি আমার উপর রাজ্যের সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন, তাঁকে সব বুঝিয়ে না দিয়ে আমি কোন মতেই যেতে পারব না।

রূপ। তুমি কি আশা কর, সুলতান তোমায় ছুটী দেবেন ?

সনা। সে আশা করি না, তবে ব'লে যাব—চোরের ন্যায় পালাব না।

রূপ। তবে আর তোমার যাওয়া ঘটবে না।

সনা। তুমি অগ্রসর হও, আমি পিছনে যাচ্ছি। প্রভু যখন আমাকে ডাকবেন, তখন আমায় কেহ বেঁধে রাখতে পারবে না।

রূপ। তবে আমি একা বৃন্দাবনে যাব ?

সনা। না, অনুপকে সঙ্গে লও। আর তোমার ও আমার অর্থাদি যা' কিছু আছে, সব সঙ্গে লও।

রূপ। সে কি ! অর্থ নিয়ে কি করব ? সন্ন্যাসী হ'তে যাচ্ছি, এখনও অর্থ ?

সনা। অর্থ নিয়ে তোমাকে বৃন্দাবনে যেতে বল্‌ছি না, দেশে যেতে বলছি। সেখানে অর্থ রেখে অনুপকে নিয়ে বৃন্দাবনে যেও।

রূপ। এত অর্থ নিয়ে কি হ'বে ?

সনা। অনেক কাজ হ'বে। তোমার ও আমার সন্তানাদি নাই। অনুপের পুত্র জীবই আমাদের একমাত্র বংশধর। তা'র

এত অর্থে প্রয়োজন নেই। তা'কে যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে আমাদের গৃহে বসাবে, আর বাকি অর্থ দেবকার্য্যে ব্যয় করবে; নিজের জন্যে এক কড়িও রেখো না। সত্বর কাজ শেষ ক'রে বৃন্দাবনে যাও; আমি এদিকে সুলতানকে বুঝিয়ে রাখ্‌ব, তুমি দেশে গিয়েছ, আবার ফিরবে।

রূপ। আমি দু'দিনের মধ্যেই—

সহসা পথপার্শ্বে কাতরকণ্ঠে কে ডাকিয়া উঠিল; "বাবা গো!"

উভয়ে চমকিয়া দাঁড়াইলেন। পুনরায় চীৎকার হইল, "বাবা গো, মেরে ফেল্লে গো!" উভয়ে শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। পথ-পার্শ্বে আম গাছের বাগিচা, সামান্য জঙ্গলে আবৃত। কিয়দ্দূর গিয়া উভয়ে দেখিলেন, এক শীর্ণ বৃদ্ধা অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় রোদন করিতেছে, বৃদ্ধা অতিকুৎসিতদর্শনা, অর্দ্ধনগ্না। যে বস্ত্রটুকু পরিধানে আছে, তাহা ছিন্ন মলিন, দুর্গন্ধবিশিষ্ট। সনাতন অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে মা?"

বৃদ্ধা। সাপে কেটেছে বাবা।

সনা। কই দেখি।

বৃদ্ধা। আমাকে ছুঁয়ো না বাবা।

সনা। কেন মা?

বৃদ্ধা। আমি ছোট জাত—মেথর।

সনা। তুমি যে আমার মা।

বৃদ্ধা। আমি অশুচী।

সনা। মা কি কখন অশুচী হয়?

বৃদ্ধা নীরবে সনাতনের দিকে চাহিয়া রহিল। সনাতন নিজের উত্তরীয় দ্বারা বৃদ্ধার অর্দ্ধনগ্ন দেহ আবৃত করিয়া ক্ষত পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, দষ্ট স্থান হইতে রক্ত ছুটিতেছে। তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া ক্ষতস্থানে মুখ দিতে উদ্যত হইলেন। রূপ তাঁহাকে সে সুযোগ না দিয়া তৎপরতার সহিত নিজে মুখ দিলেন এবং চুষিয়া রক্ত টানিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে তাঁহারা কি বুঝিয়া রক্ত মোক্ষণ হইতে বিরত হইলেন। সনাতন বলিলেন, "আর কোনও ভয় নাই মা, এখন আমাদের ঘরে চল—পরে সুস্থ হ'লে তোমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব।"

দুই ভাই বৃদ্ধাকে যত্নপূর্ব্বক বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। সনাতনের গৃহ নিকটে; তথায় বৃদ্ধাকে তাঁহারা আনিলেন এবং এক পালঙ্কের উপর বিস্তৃত শয্যায় তাহাকে শয়ন করাইলেন। চারিদিক্ হইতে দাসদাসী ছুটিয়া আসিল; রূপ তাহাদের ভিড় করিতে নিষেধ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। সনাতনের সে দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি একদৃষ্টে শয্যোপরি বিস্তৃত উত্তরীয় পানে চাহিয়া ছিলেন। অবশেষে কাঁদিয়া উঠিলেন। রূপ তাঁহার দাদার পানে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার দেহ কাঁপিতেছে, বক্ষ অশ্রুপ্লাবিত। ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছে দাদা?"

সনাতন অঙ্গুলী সঙ্কেতে শয্যা দেখাইয়া দিলেন। রূপ চকিতে উঠিয়া উত্তরীয় টানিলেন। দেখিলেন, বস্ত্র নিম্নে বৃদ্ধার দেহ নাই। রূপ নির্ব্বাক্!

সনাতন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যাপানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, কত দয়া তোমার। কত দয়া ক'রে আজ তোমার ভৃত্য দুটীকে স্মরণ করেছ! পরীক্ষা কত করবে কর; তোমার পরীক্ষায় তুমিই উত্তীর্ণ হয়েছ। আমি কে? তুমি পরীক্ষা, তুমি শক্তি। সনাতন তোমার। সনাতন যদি কখন বিপথগামী হয়, সে কলঙ্ক তোমার—সনাতনের নয়, দয়াময়!"

সপ্তম অধ্যায়

সনাতন বিদ্রোহী

মাসাবধি হইল রূপ গৌড় ত্যাগ করিয়া প্রেমভাগ-অভিমুখে গিয়াছেন। তাঁহার কোন সংবাদ নাই। সুলতান মহারুষ্ট; দবীর খাস নাই, টেঁকশালের অধ্যক্ষ বল্লভ নাই, আবার সাকর মল্লিক কার্য্যে অমনোযোগী। সুলতান কেশব খাঁকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দবীর খাসের কোন সংবাদ পেয়েছ?"

কেশব। পেয়েছি জনাব; তিনি দেশে আছেন।

সুলতান। মন্দ নয়; আর বল্লভ?

কেশব। তিনিও দবীর খানের সঙ্গে গেছেন।

সুলতান। বেশ! আর এ দিকে সাকর মল্লিক, দরবেশ হ'বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তিন ভাই বিগড়ালে আমার কাজ চলে কেমন ক'রে? সহজে আমি মল্লিককে ছাড়ছি না। আচ্ছা খাঁ সাহেব, বল্‌তে পার, কোন্ দুঃখে এই সব মানুষ দরবেশ হ'তে চায়? এই ধন-দৌলত, মান ইজ্জত, এ সব ছেড়ে পথে পথে আল্লা আল্লা ক'রে কি সুখ পায়? কেন, ঘরে বসে কি খোদাকে ডাকা যায় না? আমরা কি ডক্‌ছি না?"

কেশব। জাঁহাপনা, মানুষের মাথা না বিগ্‌ড়ালে দরবেশ হয় না।

সুলতান। আমারও তাই মনে হয়। তুমি একবার সাকর মল্লিককে ডেকে নিয়ে এসো; তা'কে একবার বুঝিয়ে দেখি। আর দবীর খাসকে ধ'রে আন্‌তে লোক পাঠাও।

কেশব খাঁ, সনাতনের অট্টালিকায় গিয়া দেখিলেন, তিনি ভাগবত-শ্রবণে তন্ময়। ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, শ্রীনাথ আচার্য্য (১)। শ্রোতাও অনেক; তন্মধ্যে উদ্ধারণ দত্ত (২) ও রামদাস

(১) কুলীনগ্রামের শিবানন্দ সেনের গুরু।

(২) সপ্তগ্রামে জন্ম; ধনী ও ভক্ত। শাঁখারির মিথ্যাপবাদ মোচনের জন্য সরস্বতী-নদীর গর্ভ হইতে ভগবতী শঙ্খপরিহিত দুইখানি হস্ত তুলিয়া উদ্ধারণকে দেখাইয়াছিলেন।

বিশ্বাসও (৩) ছিলেন। পঠিত হইতেছিল, দশম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়। অঘাসুর, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে পদ্মযোনি ব্রহ্মার মনে কেমন একটা সংশয় জন্মিল; ভাবিলেন, এই অদ্ভুতকর্ম্মা বালকটি কে? ইনি কি সত্যই ভগবান্? আচ্ছা, পরীক্ষা করা যাক্। ব্রহ্মার মোহ তখনও বর্ত্তমান, তাই তিনি ত্রিভুবন-নাথকে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। বৎস ও বৎসপালদিগকে হরণ পূর্ব্বক মায়ায় অভিভূত করিয়া ব্রহ্মা এক পর্ব্বতগুহামধ্যে তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, বৎস প্রভৃতিকে দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইলেন; ক্ষণমধ্যে অন্তর্যামী ভগবান্ জানিতে পারিলেন, এ চৌর্য্যকার্য্য ব্রহ্মার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। তখন বিশ্ব-আত্মা শ্রীকৃষ্ণ মায়াদ্বারা একদল নূতন গোপাল ও বৎস সৃষ্টি পূর্ব্বক তাহাদের লইয়া গৃহে ফিরিলেন। গোপালদিগের জননীরাও বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহাদের প্রকৃত সন্তানের পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ-মায়া-সৃষ্ট সন্তান তাঁহাদের অঙ্কে বসিয়াছে। এইরূপে মায়া-রচিত বৎস ও গোপালদিগকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ এক বৎসর লীলা করিলেন। বৎসরান্তে ব্রহ্মা আসিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ অনুচরবর্গ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে পদ্মযোনি ভাবিলেন,—গোকুলে যত বালক ও গোবৎস ছিল, সকলই আমার মায়া শয্যায় শায়িত রহিয়াছে—এখনও উত্থান করে নাই; তবে

(৩) হোসেন সার কর্ম্মচারী; পরম পণ্ডিত, কিন্তু গর্ব্বিত।

এখানে এই সকল গোপাল ও গোবৎস কোথা হইতে আসিল?

পাঠক এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় কেশব ছত্রি তথায় উপস্থিত হইলেন। কেশব কহিলেন, "উজির সাহেব, সুলতান আপনাকে সেলাম দিয়াছেন।"

সনাতন। তাঁহাকে বলিবেন, এক্ষণে আমার অবসর নাই।

কেশব। এই কথাই কি তাঁহাকে বলিব?

সনাতন। আপনার যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন।

কেশব। আমি বলিব, আপনি অসুস্থ, তাই আসিতে পারিলেন না।

সনাতন আর তাঁহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, "আচার্য্য মহাশয়, পাঠ বন্ধ করিবেন না।"

শ্রীনাথ আচার্য্য পরিত্যক্ত সূত্র গ্রহণান্তর বলিতে লাগিলেন,—ব্রহ্মা মনে মনে নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক করিয়া কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না, কোন্ গুলি প্রকৃত আর কোন্ গুলি মিথ্যা। আজ এইরূপে মোহশূন্য বিশ্বমোহনকে মোহিত করিতে গিয়া নিজেই মোহিত হইলেন। মোহগ্রস্ত ব্রহ্মা তখন দর্শন করিতে-ছিলেন, বৎস ও বৎসপাল সকলেই মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সকলেরই পরিধানে পীত পট্টবস্ত্র, সকলেই চতুর্ভুজ, সকলেরই হস্তে শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম। সেই সব মূর্ত্তির তেজে ব্রহ্মার একাদশ ইন্দ্রিয়নিস্তব্ধ হইল।

এবার রাজবৈদ্য মুকুন্দ দাস আসিয়া বাধা দিলেন। তিনি ভক্ত ও পদকর্ত্তা নরহরি ঠাকুরের জ্যেষ্ঠাগ্রজ ভ্রাতা। শুধু তাই নয়, তিনি প্রভুর মহাভক্ত রঘুনন্দনের পিতা এবং সুলতানের প্রিয় চিকিৎসক। তিনি এক্ষণে সুলতান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া উজির সাহেবের কল্পিত রোগের চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ব্যাধি কি সনাতন ঠাকুর?"

সনাতন। তুমি বৈদ্য, রোগ-নির্ণয় তুমিই করিবে।

বৈদ্য। মানসিক ব্যাধি আমরা নির্ণয় করিতে পারি না।

সনা। আমার কোন্ জাতীয় ব্যাধি?

বৈদ্য। মানসিক।

সনা। তা'র প্রতিকার করতে পার কি?

বৈদ্য। না—আমি পারি না।

সনা। উত্তম; তবে এসেছ কেন?

বৈদ্য। সুলতান পাঠিয়েছেন, তাই এসেছি।

সনা। আচ্ছা, এখন তবে যাও।

মুকুন্দের ইচ্ছা হইল, সনাতনকে একটু পরীক্ষা করেন। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া বলিলেন, "তবে আমি সুলতানকে বলিগে যে, আপনি রোগশূন্য, কিন্তু রোগের ভাণ করে গৃহে বসে রয়েছেন।"

সনাতন গর্জ্জিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "ভাণ! ভাণ দেখ্ছ মুকুন্দদাস? প্রহরি! না, তুমি যাও মুকুন্দ; আমার সাম্‌নে আর

এসো না। (স্বগত) আজও প্রবৃত্তির এত তেজ! এ আত্মাভিমান না গেলে ত প্রভুর কৃপালাভ হবে না। আমিই তাই পড়ে রইলাম, রূপ ও অনুপ চ'লে গেল।”

মুকুন্দদাস হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, “আপনি এখনও ব্যাধিমুক্ত হ'তে পারেন নি, উজির সাহেব!” গুপ্ত ক্ষতে যেন কে আঘাত করিল। সনাতন আচার্য্যকে কহিলেন, “আজ পাঠে বড় ব্যাঘাত ঘটিতেছে—পাঠ বন্ধ করিলে ভাল হয়।”

“ব্রহ্মার মোহনাশটা সংক্ষেপে সারিয়া লই” বলিয়া আচার্য্য আরম্ভ করিলেন,—সেই তেজের সম্মুখে ব্রহ্মার একাদশ ইন্দ্রিয় যখন স্তব্ধ হইল, তখন সেই বাণীর অধীশ্বর, স্বপ্রকাশ জন্মরহিত পদ্মযোনি “এ কি!” বলিয়া স্তম্ভিত হইলেন। জ্ঞানময় ব্রহ্মা জ্ঞানরহিত হইলেন—দর্শন করিবার শক্তিও তাঁহার বিলুপ্ত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া মায়া যবনিকা উঠাইয়া লইলেন। ব্রহ্মা বাহ্যদৃষ্টি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। মৃত ব্যক্তি সহসা জীবন লাভ করিয়া যেমন ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিতে থাকে, তিনিও সেই রূপ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অতিকষ্টে চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলন পূর্ব্বক আপনার ও জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিলেন; তখন বৃন্দাবন, পরে কৃষ্ণ তাঁহার নয়নপথে পতিত হইলেন। মায়ামুক্ত ব্রহ্মা তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া মস্তক চতুষ্টয় শ্রীকৃষ্ণের চরণেলুণ্ঠিত করিলেন।

আচার্য্য নীরব হইলে উদ্ধারণ ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "ব্রহ্মাই যখন মায়ায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারেন নাই, তখন দুর্ব্বল মায়ান্ধ জীব কিরূপে তাঁহাকে চিনিবে? তিনি আমাদের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইলেও তাঁহাকে আমরা চিনিতে পারি না—বিশ্বাস করিতে পারি না যে, তিনি আমাদেরই মত হাত পা লইয়া আমাদের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন।"

এমন সময় একজন বলিয়া উঠিলেন, "অনেকগুলি ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনা যাচ্ছে।"

সনাতন। এবার সুলতান স্বয়ং আসছেন।

আচার্য্য। তবে আমরা বিদায় হই।

সনাতন। আসুন তবে; এ জীবনে আমাদের বোধহয় এই শেষ সাক্ষাৎ।

আচার্য্য। জীবন আর কতটুকু!

সকলে প্রস্থান করিলেন। স্বল্পকাল পরে সুলতান আসিয়া দর্শন দিলেন। সনাতন অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। সুলতান একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন "ব্যাপার কি মল্লিক? তুমি আর দরবারে যাও না, ডেকে পাঠালেও এসো না, তুমি কি পীড়িত?"

সনা। না সুলতান, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

সুল। তবে কাজকর্ম্ম দেখ না কেন?

সপ্তম অধ্যায়--সনাতন বিদ্রোহী

"তোমাকে ফিরে পাবার কি কোন উপায় নেই সাকর মল্লিক ?"

সনা। পৃথিবীর রাজ্যও যে আমার কাছে এক্ষণে তুচ্ছ স্থলতান !

স্থল। আমি তোমার জন্যে কি না করেছি উজির সাহেব ! আমার সজাতিদের ঠেলে তোমায় শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছি; আমি বেগমের কথা শুনিনি, কিন্তু তোমার কথা শুনেছি। তুমি যাকে যে পদ দিয়েছ, সে সেই পদ পেয়েছে; যা'কে রেখেছ, সেই থেকেছে; যা'কে মেরেছ, সেই মরেছে। আমি তোমার জন্যে কি না করেছি উজির সাহেব !

সনা। আমিও তোমার জন্যে কি না করেছি স্থলতান ! আমি হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর মন্দির ভেঙ্গেছি, দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করেছি, গো-হত্যা ব্রহ্মহত্যা করেছি, ব্রাহ্মণের ইজ্জত মেরেছি, হিন্দুকে জোর ক'রে মুসলমান করেছি; আমার ইহকাল পরকাল সব তোমার জন্যে নষ্ট করেছি।

বলিতে বলিতে সনাতনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। স্থলতান বলিলেন, "তুমি আমার জন্যে কর নি—"

সনাতন বাধা দিয়া একটু তেজের সহিত বলিলেন, "তোমার জন্যে করিনি অকৃতজ্ঞ স্থলতান ? আমি যা' করেছি, তা' তোমার কোন্ হিন্দু নফর করেছে ? বাঙ্গালায় এমন একটা হিন্দু পাবে

না, যে আমার ন্যায় আত্মবিক্রয় ক'রে তোমার সেবা করে। শুধু বাঙ্গালায় কেন, সমস্ত ভারতে এমন একটা নির্ব্বোধ পাবে না, যে সব ঘুচিয়ে, সব দিয়ে মনিবের সেবা করে। বল্‌তে বাধ্‌ল না সুলতান, আমি তোমার জন্যে মহাপাপ করিনি? নিজের ঘরে নিজে আগুন জ্বালাইনি?

সুল। দেখছি তুমি বড় বাড়িয়ে তুলেছ; আমি তোমায় শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, তুমি আমার সঙ্গে উড়িষ্যায় যেতে সম্মত আছ কি না।

সনা। কিছুতেই না।

সুল। তোমার এ অবাধ্যতার দণ্ড কি জান?

সনা। মৃত্যু? দণ্ড দাও সুলতান—এ স্বদেশদ্রোহী, এ ধর্ম্মদ্রোহীকে মৃত্যু দাও সুলতান! আর পারি না—অনুতাপের ভারে জীবন অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে—আমায় শাস্তি দাও, মৃত্যু দাও, কিন্তু—

সুল। কিন্তু কি?

সনা। কিন্তু মৃত্যু দেবার তোমার শক্তি নেই, অধিকার নেই; তোমার হাজার হাজার জল্লাদ, এমন কি যমরাজ স্বয়ং এসেও আমায় এখন মারতে পারবেন না।

সুল। দেখাব শক্তি আছে কি না, আগে উড়িষ্যা হ'তে ফিরি। আপাততঃ তুমি বন্দী হ'লে।

কারাধ্যক্ষ হবু সেখ আহূত হইয়া আজ্ঞাপেক্ষায় দাঁড়াইল। সুলতান বলিলেন, "এই নিমখ্‌হারামকে কড়া পাহারায় রেখো।"

রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়

রূপ প্রেমভাগে

এদিকে রূপ ও অনুপ প্রেমভাগে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের জমিদারীতে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। মাতা-পিতা পূর্ব্বেই দেহ রাখিয়াছিলেন; আত্মীয় স্বজনও তথায় কেহ নাই। তাঁহাদের খুল্লপিতামহদ্বয় নারায়ণ ও মুরারির বংশধরেরা কাটোয়ার নিকট নৈহাটী গ্রামে বাস করিতেছিলেন। মুরারির কয়েকটী পৌত্র ছিলেন; তন্মধ্যে বিষ্ণু সাতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। পিতার মৃত্যুর পর রূপ, বিষ্ণুকে নৈহাটী হইতে আনাইয়া বিস্তৃত জমিদারী পরিদর্শনার্থে প্রেমভাগে বসাইয়াছিলেন। এক্ষণে মানস করিলেন, বিষ্ণুকে জীবের অভিভাবক করিবেন।

কিন্তু বিষ্ণু বড় অত্যাচারী ও চরিত্রহীন। তাঁহার অত্যাচারে সমুদয় চাক্‌লা কম্পিত। কাহারও কিছু বলিবার যো নাই। সুলতানের দরবারে কেহ কোন অভিযোগ আনয়ন করিলে তিনিই সুলতান-কর্ত্তৃক অপদস্থ হইতেন। উজির সাহেবের

আশ্রিত ভ্রাতা বিষ্ণুকে কেহ দমন করিতে পারে নাই। অপ্রতি-হততেজে অত্যাচার চলিতে লাগিল। যেখানে অত্যাচার, সেখানে বিশৃঙ্খলা। লুণ্ঠিত বা হৃতসর্ব্বস্ব প্রজারা খাজনা দিতে অসমর্থ; যাহারা সমর্থ, তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক খাজানা দেয় নাই। প্রজারা একপ্রাণ হইয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক দিয়া দাঁড়াইল। অত্যাচার-নিক্ষিপ্ত ক্ষীণ শর পাষাণ ভেদ করিতে অসমর্থ হইল। যে ফল রাজদরবারে নালিস করিয়া প্রজারা পায় নাই, সে ফল সহজলব্ধ হইল।

এমন সময় রূপ আসিয়া পঁহুছিলেন। যে পাষাণ, অস্ত্রে ভাঙ্গে নাই, সে পাষাণ রূপের সহানুভূতিতে গলিয়া গেল। অশ্রুতে অশ্রু মিশিল। বিষ্ণু তিরস্কৃত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কান্না দেখিয়া রূপ ভুলিলেন; তাঁহাকে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

রূপকে বৃন্দাবনে বিদায় দিয়া বিষ্ণু আবার পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, বিষ্ণু এক ব্রাহ্মণের জমীজমা প্রভৃতি আত্মসাৎ করেন; সেই ব্রাহ্মণ পদব্রজে বৃন্দাবনে রূপের নিকট গিয়া নালিস করেন। রূপ একটী শ্লোক রচনা করিয়া প্রস্তরের উপর অঙ্কিত করেন এবং সেই প্রস্তরফলক উক্ত ব্রাহ্মণের দ্বারায় বিষ্ণুর নিকট প্রেরণ করেন।

শ্লোকটী এই :—

অধর। কতক সৈন্য আগে গেছে, কতক প্রস্তুত হচ্ছে; বোধ হয় অল্পদিনের মধ্যেই যাবেন।

রূপ। বেশ; আমি তোমাকে অর্থ ও পত্র দিই গে চল, রজনী প্রভাতে আমরা বৃন্দাবন যাত্রা করব।

অধর। যাত্রাটা আজ হ'লেই ভাল হ'ত।

রূপ। কেন?

অধর। আপনাকে ধ'রে নিয়ে যেতে সুলতান হুকুম করেছেন; এতদিনে হয় ত লোক ছুটেছে, কবে এসে পড়ে তা'র ঠিকানা নেই।

বিষ্ণু এতক্ষণ নীরব ছিলেন; এক্ষণে সৈন্যাদির আগমন সংবাদ শ্রবণে তাঁহার বাক্‌শক্তি প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "ওরে বাপ রে! আমাদের রাজ্যে এসে আমাদের রাজাকে ধরে নিয়ে যাবেন। বিষ্ণু শর্ম্মা থাকৃতে সে কাজ হচ্ছে না। আমরাও একদিন কর্ণাটে রাজত্ব করেছিলাম। আসুক দেখি, কে আসবে?"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে দূরে অশ্বপদ শব্দ শ্রুত হইল। বিষ্ণু তখন রূপ ও অনুপকে টেনে নিয়ে গিয়ে অন্দর-মহলের একটা ঘরে বন্ধ করলেন। অন্দরমহলের দ্বারে পাহারা বসিল। বিষ্ণু তখন বাহিরে আসিয়া রাজসৈন্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহারা সত্বর আসিয়া পড়িল; অল্পলোকই

আসিয়াছিল, সুলতানের আদেশই যথেষ্ট। বিষ্ণু মনে মনে বলিলেন, "আরে ছ্যা, মোটে এগার জন! এদের সঙ্গে আর লড়াই করব কি, গলা টিপে ধরলেই হ'ল। না, একটা মজা করা যাক্—বিনা রক্তপাতেই কার্য্যোদ্ধার। কিন্তু রক্ত না দেখলে বিষ্ণু শর্ম্মার প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না; আমি বৈষ্ণব, থুড়ি, শাক্ত কি না। যাই হো'ক—(প্রকাশ্যে)—আসুন আসুন, খাঁ সাহেব, আমাদের বহু সৌভাগ্য যে, আপনার পায়ের ধূলা এই গরীবখানায় পড়েছে।"

দলপতি খাঁ সাহেব অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অতি গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইটে কি মন্ত্রী দবীর খাসের বাড়ী?"

বিষ্ণু। এই বাড়ী তাঁর ছিল বটে, এখন আমার। তিনি বাড়ীঘর সব আমায় বিক্রি ক'রে, নদীর ও-পারে ঐ যে খোড়োঘর দেখ্‌ছেন, ঐখানে চলে গেছেন; আর হরদম্ নেমাজ পড়ছেন। অনুপও সঙ্গে গেছে। আচ্ছা খাঁ সাহেব, মানুষের মাথা খারাপ না হ'লে এমন কাজ করে?

দলপতি। তোবা তোবা! এত্‌না বড়া আমির থা, আভি বাউরা বন্ গিয়া।

বিষ্ণু। আপনি সমঝদার আছেন; আপনি একটা আমির টামির হবেন—আসুন, গরীবখানায় বসুন।

দলপতি। আপনার কথা শুনে আমি বড় খুসী হ'লুম।

আমার বাপ আমির ছিলেন, আমিও আমির জলদি বন্ যাব। আপনি লোক চিনেন দেখছি—বাঃ বাঃ!

বিষ্ণু। বসুন বসুন, গরীবখানায় বসুন।

দলপতি। আগে ও-পার হ'তে ঘুরে এলে ভাল হ'ত না?

বিষ্ণু। ও-পারে বস্‌বেন কোথায়? আর খানা-দানা পাকাবে কে? এ দিকে সন্ধ্যা হ'য়ে এল। একটু বিশ্রাম করুন, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

খাঁ সাহেব বসিলেন। ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া আরাম করিয়া বসিলেন। বিষ্ণু পেয় ও ভোজ্য সরবরাহ করিতে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—এ-দিক ও-দিক অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। খাঁ সাহেব বড়ই অপ্যায়িত হইয়া পড়িলেন। যখন সকলে একটু সুস্থ হইয়াছেন, আর সন্ধ্যা, নদীবক্ষে ছায়াপাত করিয়াছে, তখন বিষ্ণু, খাঁ সাহেবকে বাহিরে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "ঐ যে দুটো লোক ও-পারে সেই খড়ের ঘরের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওই—ওই হচ্ছে আপনাদের খাস আর ঘাস—ওর নাম কি, দবীর খাস আর টেঁকশালের ঘাস। দু'টো লোকই বদ্‌মায়েস, এখান হ'তে গেলে বাঁচি।"

খাঁ সাহেব একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ও-পার হ'তে আমি একটু ঘুরে আসি; কি জানি যদি রাতারাতি সরে পড়ে। আপনি একখানা নৌকা দিতে পারেন?"

বিষ্ণু। নৌকা? আমার বাড়ী ঘর সব আপনার, নৌকা ত কোন্ ছার। আমাকে আপনার তাঁবেদার বলে জানবেন।

তখন বিষ্ণুর আদেশে একখানি ভাল নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। খাঁ সাহেব সদলে নৌকায় উঠিলেন; অশ্বগুলি অবশ্য পড়িয়া রহিল। নৌকা যখন মধ্যপথে, তখন সহসা নৌকাখানি ডুবিয়া গেল। জল ঝড় নাই, নৌকা একটু কাৎ হ'ল না, একেবারে নোঙ্গরের মত সোজা নাবিয়া পড়িল। খাঁ সাহেব ও তাঁহার অনুচরেরা জুতাপট্টি, পোযাক পাগড়ী নিয়ে বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ একটু আধটু সাঁতার জানিতেন; যাঁহারা জানিতেন না, তাঁহারা নৌকার সঙ্গে একেবারে নোঙ্গর। তদ্দৃষ্টে বিষ্ণুর বড়ই আনন্দ; তিনি তীরে দাঁড়াইয়া উচ্চহাস্য করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে লম্ফদান করিতেছেন। তিন ব্যক্তি প্রাণপণ শক্তিতে তীরে আসিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; দুই জন অসমর্থ হইলেন—তীরের নিকটেই ডুবিয়া গেলেন। তৃতীয় ব্যক্তি —দলপতি খাঁ সাহেব—কোমর জলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিষ্ণু তখন অতি মোলায়েম কণ্ঠে বলিলেন, "আসুন খাঁ সাহেব, আপনার অভ্যর্থনার্থে আমি বাঁশী হাতে দাঁড়িয়ে আছি।" বাঁশী হ'ল মাছ মারবার সড়কী। বিষ্ণু অব্যর্থ সন্ধানে খাঁ সাহেবের বিশাল বক্ষ সড়্কি দ্বারা ভেদ করিলেন। দেহ ভাসিয়া চলিল; কিন্তু

সনা। কাজে আর মন নাই।

সুল। কেন ?

সনা। এতদিন আপনার কাজ করেছি, আর কোন দিকে চাইনি ; এখন আমার নিজের কাজ করব, আর কোনদিকে চাইব না।

সুল। তোমার নিজের কাজ, সে কি রকম ?

সনা। পরকালের কাজ।

সুল। তোমার এক ভাই দস্যুর ন্যায় ব্যবহার ক'রে আমার চাক্‌লা ছারখার দিলে, এক ভাই আমার নক্‌রি ছেড়ে দরবেশ হ'ল, আর তুমিও আমার কাজ-কর্ম্ম দেখ না ; রাজ্য চল্‌বে কেমন ক'রে ?

সনা। আমাদের ন্যায় কত প্রজা আপনার সেবা করতে লালায়িত। এক কুক্কুর যাবে, অন্য কুক্কুর আসবে—সুলতানের পদলেহন করতে কুক্কুরের অভাব হবে না।

সুল। ছি মল্লিক, ও-কথা বলো না। তোমার সঙ্গে এতকাল আমি বন্ধুর ন্যায়ই ব্যবহার ক'রে এসেছি ; রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান, অতুল পদ-গৌরব, বিপুল ভূ-সম্পত্তি সকলই তোমায় দিয়েছি। আর কি চাই সাকর মল্লিক ? বল কি চাই ? তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

সনা। এ অধমের প্রতি সুলতানের যদি এতই কৃপা হ'য়ে

থাকে, তবে আমাকে মুক্তি দিন—এ সম্মান, এ পদ-গৌরব হ'তে আমাকে অব্যাহতি দিন্। সম্মান, গৌরব, অর্থ, এ সব আমি কিছুই চাই না,—আমি ফকির হ'তে চাই; দয়া করে আমার সব কেড়ে নিয়ে আমায় কাঙ্গাল করুন বঙ্গেশ্বর!

সুল। তুমি দরবেশ হ'তে চাও?

সনা। আমি কাঙ্গাল হ'তে চাই; যে সব হ'তে গর্ব্ব অভিমান আসে, সে সব হ'তে আমি মুক্ত হ'তে চাই।

সুল। তোমায় আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারি না। আমি উড়িষ্যা-অভিযানে চলেছি, তুমি আমার সঙ্গে চল।

সনা। আমাকে ক্ষমা করুন সুলতান।

সুল। কি, যাবে না? আমার আদেশ পালন করবে না? তুমি মৃত্যুর ভয় কর না?

সনাতন একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমায় মারিবার কাহারও শক্তি নেই সুলতান! প্রভু বলেছেন, তাঁর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হবে; সেই সাক্ষাতের পূর্ব্বে তোমার সাধ্য নেই সুলতান, তুমি আমাকে সংহার কর।"

সুল। তোমার প্রভু বুঝি সেই ফকির?

সনা। আমার প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব।

সুলতান অধোবদনে ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন; পরে একবার শেষ চেষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,

বিষ্ণু কাহাকেও ভাসিতে দিলেন না। দেহগুলি জল হইতে তুলিয়া আগুন ধরাইয়া দিলেন।

আগুন দেখিয়া রূপ বাহিরে আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি করছ বিষ্ণু-দা?"

বিষ্ণু। ভাই, ধুনো দিচ্ছি।

রূপ। এতগুলা লোক মার্‌তে তোমার প্রাণে একটু ব্যথা লাগ্‌ল না? ছি!

বিষ্ণু। আমি কি মেরেছি? খোদা মেরেছে, দেখলে না, নৌকার তলা হঠাৎ ফুটো হ'য়ে গেল, আর একেবারেই নোঙ্গর—

রূপ। তুমিই ফুটো ক'রে রেখেছিলে।

বিষ্ণু। ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। আমি কে ভাই? মালিক তিনি, আমি তাঁর হুকুমে চলি। একটু আধটু গীতা পড়ো, তবে ত ধর্ম্ম হবে; কৌপীন আঁটলেই ধর্ম্ম হয় না।

রূপ। তোমার এই কাজের পরিণাম কি হবে জান?

বিষ্ণু। বেশ জানি; এই সব দাড়ি বাবাজিরা জাহান্নমে যাবেন, আর আমি বেহেস্ত পাব।

রূপ। পরিহাস রাখ।

বিষ্ণু। রাখলুম তোমার উড়িষ্যার সমুদ্রে, যেখানে তোমার সুলতান ডুবতে যাচ্ছেন। সেখানে প্রতাপরুদ্রের হাত থেকে

যদি প্রাণে প্রাণে ফিরে আসেন, তা'হ'লেও এমন পিটুনি খেয়ে আসবেন যে, প্রেমভাগের নাম আর তাঁর স্মরণে আসবে না। তুমি ত এখন সরে পড় বৃন্দাবনে। সুলতান আসে, আমি বুঝে নেব। তুমি এখন নিশ্চিন্ত মনে নেংটি পর গে।

অষ্টম অধ্যায়—রূপ প্রেমভাগে

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং
নসদিদং জগদিত্যবধারয় ॥

বিষ্ণু শ্লোক পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণকে তাঁহার জমিজমা ছাড়িয়া দেন এবং প্রেমভাগ ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তঃপাতী চন্দ্রদ্বীপে গমন করেন।

কিন্তু সে সব পরের কথা। রূপ গৃহে আসিয়া লুণ্ঠিত প্রজাদের প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন; কয়েকটী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিলেন; পুষ্করিণী খননের জন্য গ্রামে গ্রামে প্রজাদের হস্তে অর্থ প্রদান করিলেন; দুঃস্থ ব্রাহ্মণদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় করিয়া দিলেন; নবদ্বীপ ব্রাহ্মণসমাজের হিতার্থে বহু স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন। এইরূপে সঞ্চিত অর্থের ভূরিভাগ ব্যয় করিয়া রূপ ও অনুপ বৃন্দাবন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বিষ্ণু একদা অপরাহ্ণে নির্জ্জনে রূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা সন্তোষ—"

রূপ। আমার নাম রূপ।

বিষ্ণু। ভাল তাই হ'ল; আচ্ছা রূপ, বলতে পার সহসা তোমার এ বৈরাগ্য হ'ল কেন?

রূপ। বৈরাগ্য সহসা হয়নি, তবে দাসত্বে ধিক্কারটা সহসা জন্মেছিল বটে।

বিষ্ণু। সে কি রকম?

রূপ। একদিন রাত্রিতে খুব জলঝড়; সুলতান এমন সময় আমাকে ডেকে পাঠালেন, কি করি ঘোড়ায় উঠ্‌লুম; ঘোড়া সেই দুর্য্যোগে যেতে চায় না, মেরে ধরে নিয়ে চললুম। ঝড়ের বেগে সহসা এক গাছ ভেঙ্গে পড়্‌ল। ঘোড়া চম্‌কে উঠে আমাকে ফেলে দিয়ে পালাল; আমি হেঁটে চললুম্‌। পথে জল দাঁড়িয়েছিল, জল ভেঙ্গে যাওয়ায় ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ হচ্ছিল। এক দরিদ্রের কুটীরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় সেই গৃহের লক্ষ্মী তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ দুর্য্যোগে অন্ধকারে কে বার হয়েছে? চোর টোর নয় ত?' স্বামী উত্তর করলেন, 'চোর দুর্য্যোগে বেরুবে না, তবে কুকুর হ'তে পারে।' লক্ষ্মী তদুত্তরে বললেন, 'কুকুরও এমন সময় বেরুবে না; আমার মনে হয় কোন বড় লোকের চাকর হবে।' এই বাক্যালাপ শুন্‌বার পর হ'তেই দাসত্বে আমার ধিক্কার জন্মাল।

বিষ্ণু। ধিক্কার জন্মাবারই কথা; ওই দুঃখেই ত আমি গোলামী করতে যাই নি; নইলে আমিও তোমাদের মত একটা কিছু হ'তে পারতুম।

এমন সময় অনুপ আসিয়া দাদার সম্মুখে দাঁড়াইলেন; তাঁহার

চক্ষু অশ্রুময়। রূপ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছে ভাই ?"

অনুপ। দাদা, আমি পারলুম না।

রূপ। কি পারলে না ভাই ?

অনু। রঘুনাথকে ছাড়িয়া কৃষ্ণের উপাসনা করিতে ; আমি যতই কৃষ্ণকে ডাকিতে যাই, ততই রঘুনাথ আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরেন। আমি মুখে কৃষ্ণকে ডাকি, কিন্তু হৃদয় জুড়িয়া দাঁড়ান রঘুনাথ। দাদা, আমি কিছুতেই রঘুনাথকে ছাড়িতে পারিলাম না—তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমি তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিলে, তিনি আমাকে ছাড়েন না। *

রূপ। যিনি রঘুনাথ, তিনিই কৃষ্ণ ; রঘুনাথেরই উপাসনা কর ভাই, কোনও দুঃখ নেই।

অনুপ তখন চক্ষু মুছিয়া সুস্থ হইলেন। বিষ্ণু বলিলেন, "দূরে একটা লোক দেখ্‌ছি, আমাদের লক্ষ্য ক'রে ছুটে আসছে।"

রূপ। এ ব্যক্তিকে আমি চিনি ব'লে মনে হ'চ্ছে। এবার চিনেছি, এ আমার দাদার প্রিয় ভৃত্য অধর।

ক্ষণমধ্যে অধর আসিয়া চরণ বন্দনা করিল ; রূপ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ অধর !"

---

* রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়,
ছাড়িবার মন হইলে প্রাণ ফাটি যায়।

অধর। বড় রাজা কয়েদখানায় আবদ্ধ।

রূপ। সে কি! কোন্ অপরাধে?

অধর। সুলতান উড়িষ্যায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, প্রভু সম্মত হ'ন নি; আরও কত কি।

রূপ। এতটা হ'বে তা' ভাবিনি; ভেবেছিলাম, তাঁরই প্রাসাদে হয় ত নজরবন্দী থাক্‌বেন। যাই হো'ক, এখন তাঁকে মুক্ত কর্‌তে হবে। সে ভার তোমারই উপর দিচ্ছি অধর।

অধর। আজ্ঞা করুন।

রূপ। গৌড়ের বাজারে তুমি এক মুদিখানা দোকান খোল গে—আমি রূপেয়া * দিচ্ছি। দশ হাজার মুদ্রা গচ্ছিত রাখ; এই অর্থ কারাধ্যক্ষ হবু সেখকে দিয়ে দাদাকে মুক্ত করবে। আর আমি একখানা চিঠি লিখে দেব, সেটা দাদাকে গোপনে দিও; পারবে ত?

অধর। এ ত অতি সামান্য ভার দিলেন; কয়েদখানা ভেঙ্গে বড় রাজাকে আন্‌তে বললে তা'ও পারতুম।

রূপ। আমি জানি তুমি চতুর ও প্রভুভক্ত—তোমা হ'তে কার্য্যোদ্ধার হবে; কিন্তু সুলতান উড়িষ্যায় চলে না গেলে কারাগারের নিকটেও যেওনা। তিনি কবে যাবেন বুঝলে?

---

* হিন্দু আমলে ছিল, রূপক; মুসলমান আমলে হ'ল রূপেয়া। আর তঙ্কা হ'ল টাকা।
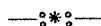
শ্রীসনাতন গোস্বামী

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

সনাতন কারাগারে

গৌড়-রাজ্যের ভূষণ কারাগারে। শ্রেষ্ঠ স্থান স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া সনাতন নিকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। গৌড় স্তব্ধ, জগৎ স্তম্ভিত। এ ত্যাগ, এ বৈরাগ্য সংসার পূর্ব্বে আর দেখে নাই। দেখিয়াছিল একবার বহুপূর্ব্বে—যখন নবীন রাজপুত্র, রাজ্য স্ত্রী পুত্র পিতা সব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু সে অনেকদিনের কথা—ইতিহাস তখন প্রস্তরফলকে সবে জন্ম লইতেছে। এখন দেখিয়া বুঝিল, সে রাজপুত্রের উপাখ্যান সত্য।

নির্জ্জন কারাগারে সনাতন বেশ আছেন। কোন চিন্তা নাই হৃদয়ের মধ্যে—শুধু এক স্বর্ণোজ্জ্বল তেজোময় মূর্ত্তি সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া অবস্থান করিতেছেন। সনাতন সেই মূর্ত্তি বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তন্ময়; কখন পূজা করিতেছেন, কখন বা তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। উদ্বেগ নাই, চিন্তা নাই—শুধু আনন্দ। সনাতনের পূর্ণ বিশ্বাস, প্রভুর ইচ্ছায় আজ তিনি কারাগারে, আবার প্রভুর ইচ্ছা হইলে তিনি মুক্ত হইবেন।

সনাতন একদা নিশীথে আপনমনে প্রশ্ন করিতেছিলেন, "প্রভু

এখন কোথায়? বৃন্দাবনে? না, বৃন্দাবন হ'তে আবার নীলচলে ফিরেছেন? আমি কতদিন এখানে এসেছি?" পার্শ্বে, কিছু দূরে ভৃত্য ঈশান শয়ান ছিল; সে উত্তর করিল, "আজ তিন মাস হ'বে।"

"কে, ঈশান?"

"আজ্ঞে, আপনার দাস।"

সনাতন কি ভাবিলেন; পরে বলিলেন, "ঈশান, তুমি এখানে কেন? তুমিও কি বন্দী?"

ঈশান। প্রভুর সেবা করতে এখানে রয়েছি।

সনা। আমার সেবা? আমি যে এখন ভিখারীরও অধম ঈশান!

ঈশা। প্রভু চিরদিনই প্রভু।

সনা। তুমি আমায় শিক্ষা দিলে। মঙ্গলময় সকল অবস্থাতেই মঙ্গলময়।

ঈশা। আপনাকে শিক্ষা দেব? সে সব কথা যাক্; আমরা আজ তিন মাস এখানে বসে আছি, প্রভু হয়ত এতদিনে আবার নীলাচলে ফিরে গেলেন; তাঁকে কি আপনার দেখতে ইচ্ছা হয় না?

সনা। আমার প্রভুকে? আমার হৃদয়ের রাজাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় কি না, তাই জিজ্ঞেসা করছ? কি করে তোমায় বোঝাব ঈশান, আমার হৃদয় কত ব্যাকুল হয়েছে! আমার প্রত্যেক রক্তবিন্দু যে তাঁকে দেখবার জন্যে ছুটাছুটী করছে!

ঈশা। তবে আগে এই কারাগার হ'তে মুক্ত হ'বার উপায় করুন।

সনা। আমি কি উপায় করব? আমার শক্তি কতটুকু? প্রভু যথাসময়ে বুদ্ধি ও শক্তি দেবেন।

ঈশা। মেজরাজা বৃন্দাবনে প্রভুর কাছে চলে গেছেন; আর আপনার জন্যে দশ হাজার মুদ্রা অধরের কাছে রেখে গেছেন, তা'ও আপনি জানেন।

সনা। জানি—কিন্তু—প্রভু, সময় হয়েছে কি? যদি সময় হ'য়ে থাকে, তবে বুদ্ধি দেও, শক্তি দেও।

এমন সময় কারাধ্যক্ষ হবু সেখ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জনাবের কোন হুকুম আছে কি?"

সনা। কি আর তোমায় হুকুম করব হবু? আমিই এখন তোমার হুকুমের দাস।

হবু। ও-কথা বলবেন না হুজুর, আমি আপনার খেয়ে মানুষ। আপনি দু'বার আমার জান বাঁচিয়েছেন, আমাকে এই নকরি দিয়েছেন; আমি নিমখহারাম নই জনাব! আমি জানি আপনি যদি কাল সুলতানকে দু'টা মিঠা কথা বলেন, তা'হলে তিনি মহাখুসী হ'য়ে আপনাকে আবার গদিতে বসান; আপনি ত ইচ্ছা করে এখানে পড়ে আছেন।

সনা। সুলতান এখন কোথায়?

হবু। উড়িষ্যায় আজও লড়াই করছেন। আমাদের ফৌজ খুব হারছে, তবু সুলতান ছাড়ছেন না।

সনা। তিনি যখন এখানে নেই, তখন কা'কে আমি দু'টা মিষ্টি কথা বল্‌ব ?

হবু। সে বাৎ ঠিক বলেছেন।

সনা। আচ্ছা হবু, তুমি কয়েদখানা হ'তে লুকিয়ে কাউকে কখন ছেড়ে দিয়েছ কি ?

হবু। ঝুটা বল্‌ব না—দিয়েছি।

সনা। আমাকে ছেড়ে দিতে পার কি ?

হবু। হুজুর হুকুম করলে পারি, হুজুরের দেওয়া নকৃরি হুজুরের জন্যে না হয় ছেড়ে দেব।

সনা। ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাবে ?

হবু। দেশে। এখানে থাক্‌লে জান্ যাবে।

সনা। সেখানে খাবে কি ? তোমার ছোট ছোট ছেলেদের খাওয়াবে কি ?

হবু। খোদা খাওয়াবেন।

সনা। খোদার উপর তোমার এতটা বিশ্বাস ?

হবু। তাঁর দয়ার উপর আমার বিশ্বাস আছে। তাঁর রাজ্যে তাঁর উপর নির্ভর করলে কেউ উপবাসে মরে না।

সনা। যার এত বড় বিশ্বাস, তা'কে খোদা কখন কষ্ট দেবেন

না। আমি তোমাকে দশ হাজার রূপেয়া দিচ্ছি, নিয়ে তুমি দেশে চলে যাও।

হবু। হুজুর, এত রূপেয়া আমি বরাবর নকৃরি করলেও রোজগার করতে পারতুম না। হুজুরের নিকট হ'তে আমি অর্থ নেব না।

সনা। খোদা তোমায়, তোমার ছেলেদের জন্যে এই অর্থ আমার হাত দিয়ে দিচ্ছেন। খোদার দান ফিরিও না।

হবু আর উত্তর করিল না। ঈশান তৎপর হইয়া দশ হাজার মুদ্রা আনিয়া দিল। হবু লইল বটে, কিন্তু বড় অনিচ্ছাসত্ত্বে। যুক্তকরে কহিল, "জনাব আমার বাপ্ মা, চিরদিন খাওয়াচ্ছেন, ভবিষ্যতে খাওয়াবার ব্যবস্থা করলেন। আমি আমার বাপের কাছ হ'তে অর্থ নিলাম—খোদা আমায় মাফ্ করো। এখন জনাবের হুকুম কি ?"

সনাতন কহিলেন, "আমাকে গঙ্গাপারে রেখে এসো।"

হবু তৎক্ষণাৎ সনাতনকে সঙ্গে লইয়া কারাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সঙ্গে ঈশানও চলিল। *

---

* যে কারাগৃহে সনাতন আবদ্ধ ছিলেন, সেই গৃহের ধ্বংসাবশেষ ফতেপুরে (গৌড়ের পল্লী বিশেষ) আজও দৃষ্ট হয়। ধ্বংস-স্তূপের উপর এক অতি প্রাচীন বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকিয়া জগৎকে বলিতেছে, আমি সেই মহান্ বৈরাগ্য দেখিয়াছি।

প্রভু ঠিক সেই সময়ে, সেই গভীর নিশিতে প্রয়াগ তীর্থে রূপকে বলিতেছিলেন, "সনাতন এক্ষণে কারামুক্ত।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

সনাতন ও দস্যু

সনাতন গঙ্গার ধার দিয়া চলিতে লাগিলেন; তখনও রজনী প্রভাত হয় নাই। ঈশান পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল; সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কোথায় যাবেন?"

সনা। কোথায় আবার! যাবার কি দু'টা জায়গা আছে ঈশান?

ঈশান। প্রভু কি এই দিকে আছেন?

সনা। আমার মন ও চরণ যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই জান্‌ব প্রভু আছেন।

ঈশা। আর যদি বিভিন্ন দিকে নিয়ে যায়?

সনা। তা' হ'তে পারে না, ঈশান।

উভয়ে অন্ধকারে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। সনাতনের অঙ্গে একখানি শীতবস্ত্র ছিল; পথের মাঝে একটী শীর্ণকায় বৃদ্ধ মুসলমান অর্দ্ধ নগ্নাবস্থায় শীতে কাঁপিতেছিল।

সনাতন নিজের গাত্র-বস্ত্রখানি অঙ্গ হইতে খুলিয়া বৃদ্ধের অঙ্গে জড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "আপনি দয়া করে গ্রহণ করুন।" বৃদ্ধ স্তব্ধ হইয়া সনাতনের পানে চাহিয়া রহিল; সনাতন আর তাহার দিকে না ফিরিয়া পথ অতিক্রম করিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন হইল; গ্রাম প্রান্তে বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থে উভয়ে উপবেশন করিলেন—ঈশান ভিক্ষা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ আনিলেন—উভয়ের সেবা হইল। আবার পথ চলিতে লাগিলেন। পথ পার্ব্বত্য, কখন উঠিতে হইতেছে, কখন বা নামিতে হইতেছে। দিল্লী বা পাটনা হইতে বাঙ্গালা প্রবেশের তিনটা পথ ছিল। পথের পাশে দুরতিক্রম্য পর্ব্বত। সনাতন পাতড় পর্ব্বতের পথ ধরিলেন। ঈশান আপত্তি তুলিয়া বলিলেন, "এ পথে দস্যু ভয়, অন্যপথে চলুন।"

সনাতন। আমাদের কি আছে ঈশান যে, আমরা দস্যুভয় করিব?

ঈশান। প্রাণটা ত আছে।

এখন ঈশান পনরখানি স্বর্ণ মুদ্রা গোপনে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ভয়, পাছে চোরে তাহা কাড়িয়া লয়। সনাতন একটু সন্দেহ করিলেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, "প্রাণ কেহ লইতে পারে না ঈশান; কর্ত্তা একজন, তিনিই কেবল লইতে পারেন।"

ঈশান কোনও উত্তর না করিয়া সনাতনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ

চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিতে লাগিল। যখন দিবাবসান হইয়া আসিল, তখন উভয়ে আশ্রয় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এক ব্যক্তি সহসা পর্ব্বতান্তরাল হইতে বাহির হইয়া তাহার পার্ব্বত্য কুটীরে আশ্রয় গ্রহণার্থে তাঁহাদের আহ্বান করিল। লোকটা বীভৎস বা কুৎসিৎদর্শন নয়; তথাপি তাহাকে দেখিলে মনে হয়, এ ব্যক্তি দস্যু।

যথার্থই তাহার উপজীবিকা দস্যুতা। পুরুষানুক্রমে এই পর্ব্বতে সে দস্যুতা করিয়া আসিতেছে। তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে ঈশান একটু ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু সনাতন ভয়শূন্যচিত্তে তাহার কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন; ঈশানের মন বড়ই উৎকণ্ঠিত রহিল। তিনি গোপনে সনাতনকে বলিলেন, "এই লোকটাকে দস্যু বলে আমার মনে হয়।"

সনা। তা' হ'তে পারে; কিন্তু এ ভয়, এ উৎকণ্ঠা নিয়ে কেন চলেছ ঈশান? সঙ্গে যা' আছে, তা' এই লোকটাকে দিয়ে দাও।

ঈশান। কিছু আছে বটে, কিন্তু সম্বলহীন হ'য়ে পথ চলা কি ভাল?

সনা। অর্থ সম্বল নয়, অর্থ বিপদ্। আর যদি প্রকৃত সম্বল চাও, তবে তাঁর উপর নির্ভর কর।

ঈশা। আমি চুপ্ করে এক জায়গায় ব'সে থাক্‌লে কি আমার আহার জুটবে?

সনা। জুট্‌বে; তাঁর উপর ঠিক নির্ভর করে থাক্‌তে পার যদি, তিনি তোমার আহার নিজে ব'য়ে এনে দেবেন।

ঈশা। তবেকি পুরুষকার ব'লে কোন জিনিষ নেই?

সনা। আছে; তোমার এই যে নির্ভরতা সেটা যে একটা মস্ত পুরুষকার, ঈশান!

ঈশান আর কিছু না বলিয়া দস্যুকে ডাকিলেন এবং তাহার হস্তে মোহর কয়খান গণিয়া দিলেন। দস্যু অতি গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "দিলে ভালই কর্‌লে, নইলে এর জন্যে তোমাদের খুন করতে হ'ত। যাই হো'ক যখন স্বেচ্ছায় দিয়েছ, তখন আমি সব নেব না, তুমি একটা লও।"

ঈশা। না, আমি নেব না; আজ আমি আমার প্রভুর কাছে শিক্ষা পেয়েছি, অর্থই সর্ব্বনাশের মূল। আর আমি জীবনে অর্থ স্পর্শ করব না।

দস্যু। অর্থ সর্ব্বনাশের মূল এ কথা বলে কে?

ঈশা। এই আমার প্রভু, আমার গুরুদেব। এঁর কিছু ধন সম্পত্তি ছিল, সব বিলিয়ে দিয়ে এখন দরবেশ হ'য়েছেন।

দস্যু। এত বড় নূতন কথা! অর্থ সর্ব্বনাশের মূল! বাঃ বাঃ আরে বাবা, অর্থ নইলে যে একদিনও চলে না।

সনাতন মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন। তাঁহার নয়নে করুণা ও প্রেম। দস্যুর দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সনাতন,

প্রভুকে স্মরণ করিয়া মনে মনে কহিলেন, "প্রভু এ ব্যক্তি আমারই ন্যায় মহাপাপী ; আমাকে বিষয়-কূপ হ'তে উদ্ধার করেছ, একে ও উদ্ধার কর দয়াময় !" তা'রপর প্রকাশ্যে দস্যুকে কহিলেন, "অর্থ নইলে কেন দিন চল্‌বে না ভাই ? আমার ত কিছু নেই, তবু ত দিন চলছে। আর এখন যে ভাবে সুখে চল্‌ছে আগে ত সে ভাবে চলে নি।"

দস্যু। ক্ষিদে পেলে কর কি ?

সনা। তাঁকে ডাকি ; যিনি তোমাকে আমাকে, রাজাকে পাৎসাকে খাওয়াচ্ছেন, তাঁকে ডাকি ; তিনি আহার যোগান।

দস্যু। কা'কে ডাক ? সে কে ?

সনা। যিনি তোমাকে আমাকে, আকাশ পৃথিবী, চন্দ্রসূর্য্য সৃষ্টি করেছেন ; তাঁর নাম ভগবান্।

দস্যু। ভগবান্ ? এ নাগ ত কখন শুনিনি। তিনি দেখতে কেমন ? থাকেন কোথায় ?

সনা। তিনি বড় সুন্দর, এত সুন্দর জগতে আর কিছু নেই। তিনি থাকেন সকল স্থানে।

দস্যু। আমার আশে পাশে আছেন ?

সনা। নিশ্চয় আছেন ; ডাকলেই তিনি দেখা দেন।

দস্যু। আমি তাঁকে ডাকব ? কি বলে ডাক্‌তে হয় ?

সনা। ডাক, ডাক, তাঁকে কৃষ্ণ বলে ডাক। ঐ নীল মেঘের

মত তাঁর গায়ের রং, ঐ নীল আকাশের মত তাঁর চোখের বর্ণ। মাথায় চূড়া, পায়ে নূপুর, হাতে বাঁশী, পায়ের উপর পা দিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পরিধানে পীতবস্ত্র, গলায় মালতীর মালা, অধরে মধুর হাসি, নয়নে করুণা। ডাক, ডাক, ভাই, এই রূপ হৃদয়ে ধ'রে তাঁকে কৃষ্ণ বলে ডাক—তিনি আসবেন; তোমার বুকের ভিতর আসবেন, তোমার চো'খের উপর আসবেন, তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াবেন।

দস্যু। না, আমি ডাকব না।

সনা। কেন ডাকবে না ভাই?

দস্যু। আমি এত দিন তাঁকে ডাকিনি, আজ হঠাৎ ডাকলে তিনি যদি এসে আমায় বকেন, শাস্তি দেন।

সনা। তিনিত কোন অপরাধই গ্রহণ করেন না; তিনি শাস্তি দিতে জানেন না, শুধু ভাল বাসিতেই জানেন; তিনি আদর করেন, কান্না দেখলে চোখের জল মুছিয়ে দেন। তিনি যে দুনিয়াময় এই কাজই করে বেড়াচ্ছেন।

দস্যু। ঠাকুর, তুমি থামো, আমার কিছু ভাল লাগছে না, বুকের ভিতর কেমন করছে। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি কি বল্লে তাঁর নাম?

সনা। কৃষ্ণ।

দস্যু। তুমি একবার ডাক দেখি আমি শুনি।

সনা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।

দস্যু। আচ্ছা, আমি একবার ডেকে দেখ্‌ব? ভয় নেই ত?

সনা। সে নামে ভয়? ওরে সে নামে যে ভয় যায়।

দস্যু। না, ডাক্‌ব না, আমার বাপ্‌ পিতাম' 'যা' কখন করে নি, তা' কেন তোমার কথায় করতে যাব?

সনাতন আর কিছু না বলিয়া কৃষ্ণ নাম করিতে লাগিলেন; ক্ষণকাল পরে ঈশান শুনিল, দস্যুও সনাতনের সঙ্গে নাম করিতেছে; প্রথমে ধীরে, মৃদুস্বরে; ক্রমে সুর চড়িতে লাগিল, অবশেষে সনাতনের কণ্ঠ ছাপাইয়া তাহার কণ্ঠ উঠিল। রাত্রি প্রহরের পর প্রহর বাহিত হইয়া চলিল। তিনটী হৃদয়যন্ত্র এক সুরে বাজিয়া চলিল। ব্যোম সুরময়, হৃদয় কৃষ্ণময়। সনাতন নামের সঙ্গে কি শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু কৃষ্ণ নাম দস্যুর জিহ্বা সহসা ত্যাগ করিতে পারিল না। নাম প্রভাবে তাহার দেহ কাঁপিতে লাগিল, চক্ষু অশ্রুময় হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। যখন সে আর সামলাইতে পারিল না, তখন সনাতনের চরণের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ঠাকুর আমায় দয়া কর।"

সনাতন। কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করেছেন; এখন আমি যাই, রাত্রি প্রভাত হ'য়ে এসেছে।

দস্যু। আমাকে দয়া করে তোমার সঙ্গে লও প্রভু!

সনা। তোমার কাজ এইখানে, আমার সঙ্গে নয়।

দস্যু। আমার কি কাজ প্রভু?

সনা। যাদের নিয়েছ, এখন তা'দের দাও। পথিক পেলে, সাদরে নিয়ে এসে সেবা কর; আর দিবারাত্র কৃষ্ণ নাম কর।

সনাতন পথ ধরিলেন; দস্যু বিবশচিত্তে পড়িয়া রহিল।

তৃতীয় অধ্যায়

—ঃ*ঃ—

সনাতন পথে

"কিন্তু ঈশান, তোমার আর আমার সঙ্গে যাওয়া হ'তে পারে না—তুমি এই খান হ'তে ফের।"

"কেন প্রভু, দাসের অপরাধ?"

"তুমি এখনও বিষয় বাসনা ছাড়্‌তে পার নি।"

"প্রভু আমায় ক্ষমা করুন।"

"দুঃখিত হইও না ঈশান, আজও তোমার বিষয়-বুদ্ধি যায় নাই। এক দিন যাবে, তখন শত শত শিষ্য তোমার পিছনে ফিরিবে। এখন যাও।"

সনাতন একাকী চলিতে লাগিলেন; রোরুদ্যমান্ ঈশান পড়িয়া রহিলেন। শীত দারুণ, দেহ অর্দ্ধ নগ্ন, পথও অজ্ঞাত। সনাতন নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে পথ চলিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন সমাগত হইলে গ্রামপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, আহার্য্য অযাচিত ও অপরিয্যাপ্ত পরিমাণে আসিয়া উপস্থিত হইত; পশু পক্ষী যাহারা নিকটে থাকিত, তাহাদের খাওয়াইয়া নিজে যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিতেন। এইরূপে দুই তিন দিন অতিবাহিত হইল।

একদা নিশা সমাগমে গ্রামপ্রান্তে এক তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গ্রামের নাম হাজিপুর, পার্শ্বে সোণপুর। ভারত বিশ্রুত হরিহরছত্রের মেলা এই খানে প্রতি বৎসর শীতের সময় বসিয়া থাকে। হীরা মুক্তা সোণা, হাতী ঘোড়া উঠ, গরু মহিষ বাঘ, লোহা পিতল কাঁসা, যা' কিছু মানুষের প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন তা' এই খানে বেচাকেনা হয়। চোর ডাকাত, বেশ্যা নর্ত্তকী, সকলেই এখানে রোজগারের আশায় পদার্পণ করে। রাজা-রাজড়াদেরও কিছু কিনিবার প্রয়োজন হইলে এখানে আসিতে হয়। গৌড়ের সুলতান এই মেলা হইতেই প্রতিবৎসরে ঘোড়া কিনিয়া থাকেন; তিনি অবশ্য নিজে আসেন না, তাঁহার অশ্বশালার অধ্যক্ষ শ্রীকান্ত প্রতিবৎসর আসেন। এবারও আসিয়াছিলেন; আসিয়া গ্রামপ্রান্তে বাসা লইয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়—সনাতন পথে

সহসা তিনি শুনিলেন, কে গাইতেছে ঃ—

আমি তোমারি পথ ধরে চলেছি তোমায় খুঁজিতে,
তোমার জগত্তারণ চরণ দু'খানি পূজিতে।
(ওগো দয়াল আমার, কৃষ্ণ আমার, গৌর আমার)
আমার দেহ মন প্রাণ তোমারি চরণে সঁপিতে,
ওগো যা কিছু আমার আছে তোমারি চরণে অর্পিতে।
(ওগো প্রভু আমার, পিতা আমার, সম্বল আমার)

কণ্ঠ পরিচিত বলিয়া শ্রীকান্তের মনে হইল ; কিন্তু কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। তারপর যখন শুনিলেন গায়ক স্তব পাঠ করিতেছেন ;—

"হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং বিততিম পরাং যাদবপতে।
অহো ! দীননাথং, নিহিতমচলং, নিশ্চিতপদং,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

তখন আর তাঁহার সংশয় রহিল না। তিনি একটা আলো লইয়া কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে চলিলেন। দেখিলেন, এক বট-বৃক্ষমূলে গৌড়ের উজির ধূলিশয্যায় অৰ্দ্ধনগ্নাবস্থায় শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার নয়নে অবিশ্রান্ত জলধারা প্রবাহিত হইতেছিল, তৃষ্ণার্ত্ত বসুন্ধরা ভক্তের অশ্রুধারায় তৃপ্ত ও সিক্ত হইতেছিলেন। সনাতন মুদ্রিত নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিলেন,

"প্রভু, তুমি আমার জগন্নাথ, আমার কৃষ্ণ, আমার স্বামী ; দেখা দেও, দয়াসিন্ধো !"

শ্রীকান্ত ডাকিলেন, "উজির সাহেব !"

সনাতনের যোগভঙ্গ হইল, তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন। শ্রীকান্তকে চিনিলেন। ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন ; বলিলেন, "আমি আর উজির নই, আমি সনাতন।"

শ্রীকান্ত। আচ্ছা সনাতন, তোমার এ বুদ্ধি হ'ল কেন ?

সনা। এতদিন হয়নি কেন, তাই বলছ ? কি করব ভাই, তিনি যখন যেমন বুদ্ধি দেন, তখন তেমনি করি।

শ্রী। গৌড়ের উজির আজ ধূলিশয্যায় ! উঠ, উঠ ভাই, চল আমার ঘরে চল।

স। তাঁর হুকুম না পেলে ত আমি যেতে পারি না।

শ্রী। তাঁর এখন দেখা পাবে কোথা ?

স। দেখা পেতে হবে না, তিনি সকল সময় আমার বুকের ভিতর থেকে আমায় আদেশ করছেন।

শ্রী। প্রভু দয়াল হয়ে এমন আদেশ করতে পারেন না যে, তুমি গাছের তলায় মাটীতে পড়ে থেকে শীতে কষ্ট পাও।

স। তিনিও যে এমনি করে, এর চেয়েও বেশী কষ্ট পেয়েছেন, শ্রীকান্ত দাদা !

শ্রী। তাঁর আবার কষ্ট কি ? তিনি হ'লেন ঠাকুর দেবতা।

স। ভগবানকে পেতে হ'লে কি রকম দুঃখ কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তা' তিনি নিজে আচরণ ক'রে জগতকে দেখিয়েছেন।

শ্রী। তোমার সঙ্গে কথায় কোন কালে পারি নি, এখনও পারব না। ভাল, তোমার জন্যে না হয় এই খানেই শয্যা আনিয়ে দি?

স। ছি, শয্যাতেই যদি শোব, তবে এখানে কেন?

শ্রী। গায়ের একটা কাপড় এনে দি?

স। ক্ষমা কর।

শ্রী। আমার গায়ের শালখানা লও।

স। ছি ছি!

শ্রী। একটা কম্বল এনে দি?

সনাতন আপত্তি করিলেন না।

শ্রী। কিছু খাবার?

স। একখানা রুটী।

শ্রীকান্ত মনে মনে ভারি চটিয়াছেন; ভাবিতেছিলেন তোমাকে এইখান হ'তে ফেরাব, তবে আমার নাম শ্রীকান্ত। গাছতলায় পড়ে না থাকলে সাধু হওয়া যায় না! এ আবার কি ঢং? তোমার ওষুধ দিচ্ছি।

শ্রীকান্ত বকিতে বকিতে প্রস্থান করিলেন; এবং মনে মনে এক পরামর্শ আঁটিয়া ব্যাঘ্র-বিক্রেতা প্রভৃতি কয়েকজনকে

ডাকিয়া পাঠাইলেন। আহার্য্য ও কম্বল পাঠাইয়া দিয়া অনুচর-বর্গকে যথাযথ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

এদিকে সনাতন একখানি ভোটকম্বল পাইয়া তাহা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন; পরে অঙ্গে দিলেন। রুটী খানি প্রভুকে নিবেদন করিয়া দিয়া পরে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তার পর নিশ্চিন্তমনে কৃষ্ণ নাম করিতে লাগিলেন—

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাং।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাং॥

সহসা সন্নিকটে অন্ধকারে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শ্রুত হইল; সনাতন প্রথমটা একটু চমকিয়া উঠিলেন, তার পর পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন। গর্জ্জনের উপর গর্জ্জন; সনাতন নির্ব্বিকার। গ্রামের ভিতর হইতে একটা গোল উঠিল, "ওরে বাঘ এসেছে—পালা পালা।"

সনাতন উঠিলেন না, নাম গানও বন্ধ করিলেন না। বাঘ তখন দূরে সরিয়া গেল, ক্রমে তাহার গর্জ্জন আর শুনা গেল না। ক্ষণ পরে একটু দূরে বামাকণ্ঠে চীৎকার উঠিল, "ওগো আমায় রক্ষা কর, আমায় খেয়ে ফেল্লে।"

সনাতন তখন কম্বল ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং চকিতে এক বৃক্ষ শাখা ভাঙ্গিয়া লইয়া শব্দানুসরণ করিয়া ছুটিলেন। একটু গিয়া দেখিলেন, মাঠের উপর ধুলায় পড়িয়া একটী স্ত্রীলোক

ছটফট করিতেছে। সনাতন দেখিলেন, একটা কি যেন তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া গেল; ভাবিলেন হয়ত বা বাঘ। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছে ?"

স্ত্রীলোকটী কাতরকণ্ঠে উত্তর করিল, "আমায় বাঘে ধরেছিল, অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে।"

সনাতন হাটু গাড়িয়া তাহার পাশে বসিলেন; দেখিলেন স্ত্রী লোকটী স্বন্দরী ও যুবতী। তদ্দর্শনে তিনি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "আমি গাঁ হতে লোক ডেকে আনি।"

রমণী। আমায় বাঘের মুখে ফেলে পালিও না।

সনা। তা'ইত! তা' হ'লে উপায় কি ?

রম। তুমি আমায় নিয়ে চল।

সনা। হাঁটতে পারবে ?

রম। না; তুমি আমায় কোন রকমে নিয়ে চল।

সনা। ক্ষমা কর মা, আমি সন্ন্যাসী; স্ত্রীলোক স্পর্শ আমায় করতে নেই।

এমন সময় একজন চীৎকার করিয়া বলিল, "কোন্ বদমায়েস স্ত্রীলোকের ইজ্জত নষ্ট করছে ?"

বলিতে বলিতে তিনটী লোক স্থূল যষ্টি হস্তে দ্রুত বেগে অগ্রসর হইয়া সনাতনের সমীপবর্ত্তী হইল। সনাতন ধীর ভাবে বলিলেন, "কেউ কা'রও ইজ্জত নষ্ট করে নি। স্ত্রীলোকটীকে বাঘে ধরে

ছিল, চীৎকার শুনে সাহায্যে এসেছি ; এখন তোমরা একে ঘরে নিয়ে যাও—আমি চল্লুম।”

১ম আগন্তুক। যাবে কোথা দাঁড়াও। (রমণীর প্রতি) তোমার ইজ্জত নষ্ট করতে চেষ্টা করেছিল ?

রমণী। (মৃদুকণ্ঠে) হাঁ।

সনা। সত্য কথা কি বলছ মা ?

রমণী নিরুত্তর। দ্বিতীয় আগন্তুক যষ্টি আস্ফালন পূর্ব্বক কহিল, এই আওরৎ হামার বহিন—তুমি তাকে একা পেয়ে বেইজ্জত করেছ, হামি তোমাকে মারবে।”

সনাতন। (সহাস্যে) মারো।

স্ত্রীলোকটী উঠিয়া বসিল ; এবং বিস্রস্ত বসন সংযত করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকটীকে যে বাঘে ধরিয়াছিল, লক্ষণাদিতে এরূপ প্রকাশ পাইল না। ব্যাপারটা বুঝিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সনাতনের বাকি রহিল না। তিনি ধীরপদে তাঁহার আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন ; প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তের জন্যে সনাতনের ইচ্ছা হইল, বৃক্ষশাখা উঠাইয়া লইয়া তিন জনকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা প্রদান করেন ; দেহেও অসাধারণ শক্তি, তাহা শ্রীকান্ত প্রভৃতি অনেকেই অবগত ছিলেন। ইচ্ছাটা মনে উঠিবামাত্র তিনি তাহা দমন করিয়া স্বগত কহিলেন, “ছি ছি ! এখনও ক্রোধ ! আমাকে

যে তৃণের চেয়েও হীন হ'তে হবে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমার কাছে তোমরা কি চাও? মার্‌তে চাও? মার। যা'তে তোমরা সুখ পাও, তাই কর।"

তখন তৃতীয় আগন্তুক অগ্রসর হইল; সে এতক্ষণ পশ্চাতে নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। এক্ষণে সহসা অগ্রসর হইয়া সনাতনের চরণ সমীপে পড়িল; বলিল, "ভাই সনাতন, আমায় ক্ষমা কর, আমি মহাপাপী। তোমায় পরীক্ষা করবার জন্যে আমি এই চক্রান্ত করেছিলাম। দেখলাম, তুমি ভয়শূন্য, চিত্তজয়ী, ক্রোধহীন। রিপু যা'র বশীভূত সেই দেবতা; অন্য দেবতা আমি মানি না। সনাতন, ভাই, দেবতা, আমায় ক্ষমা কর।"

সনাতন। ভগবান্ তোমায় ক্ষমা করুন, শ্রীকান্ত।

শ্রীকান্ত। আমি অন্ধ, মূর্খ, তাই তোমায় পরীক্ষা করতে গিছলাম। আমি ভুলে গিছ্‌লাম, তুমি চিরদিনই সকল বিষয়ে সকলের চেয়ে বড়। রাজকার্য্যে, বৈরাগ্যে, সন্ন্যাসে সকল বিষয়ে তুমি অদ্বিতীয়। তোমার জয় হউক—তোমার নাম জগতে চিরস্মরণীয় হউক।

চতুর্থ অধ্যায়

সনাতন—প্রভুর চরণে

প্রভু কয়েকদিবস মাত্র বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ব্বে যেমন চন্দ্রশেখরের আলয়ে বাস করিতেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা করিতেন, প্রভু দ্বিতীয়বার বারাণসীতে আসিয়া সেইরূপই করিতে লাগিলেন।

বারাণসীতে ফিরিয়া আসিবার দুই দিন পরে একদা প্রভু, চন্দ্রশেখরকে কহিলেন, "চন্দ্রশেখর, বাহিরে একজন বৈষ্ণব বসিয়া রহিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া এস।" প্রভু ভিতর প্রকোষ্ঠে নির্জ্জনে উপবিষ্ট; সদর দ্বারে সনাতন বসিয়া প্রভুর চরণধ্যান করিতেছেন। চন্দ্রশেখর আসিয়া দেখিলেন, বৈষ্ণব কেহ নাই, তবে একব্যক্তি একখানা কম্বল গায় দিয়া একপার্শ্বে নীরবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ফিরিয়া গিয়া প্রভুকে কহিলেন, "দ্বারে ত কোন বৈষ্ণব নাই!"

প্রভু। তুমি কি দ্বারে কাহাকেও দেখিলে না?

চন্দ্র। একজন দরবেশকে দেখিলাম

প্রভু। তাঁহাকেই লইয়া এস

চন্দ্রশেখর পুনরায় বাহিরে আসিলেন; এবং সনাতনকে বলিলেন, "প্রভু আপনাকে ডাকিতেছেন।"

চতুর্থ অধ্যায়—সনাতন প্রভুর চরণে

সনাতন ভাবিলেন, চন্দ্রশেখর বুঝি আর কাহাকে সম্ভাষণ করিতেছেন; তাঁহাকে যে প্রভু ডাকিবেন ইহা তিনি প্রত্যয় করিতে পারিলেন না। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই; বলিলেন, "প্রভু কা'কে ডাকছেন?"

"আপনাকে।"

"আপনি ভুল শুনেন নি?"

"না, আপনি চলুন।"

তথাপি সনাতনের বিশ্বাস হইল না। বলিলেন, "আপনি দয়া করে পুনরায় জিজ্ঞাসা করে আসুন। আপনার শুন্‌তে ভুল হ'য়ে থাক্‌বে। আমার ন্যায় অস্পৃশ্য পামরকে প্রভু কেন ডাকবেন?"

"যে জগতের নিকট হেয় ঘৃণ্য, তাকেই ত প্রভু বুকে ধরেন।"

সনাতন তখন কাঁপিতে লাগিলেন; তাঁহার চক্ষু বহিয়া বারিধারা ছুটিল; দ্বার-পথ সিক্ত হইল। সনাতন কম্পিত দেহে যুক্তকরে চন্দ্রশেখরের অনুসরণ করিলেন; এবং ভিতর প্রকোষ্ঠে আসিয়া দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করিবামাত্র ভূম্যবলুণ্ঠিত হইলেন। প্রভু মৃদু হাস্য সহকারে সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে উঠিলেন। সনাতন ত্রস্তদৃষ্টে ঝটিতি উঠিয়া পশ্চাৎ হটিতে লাগিলেন; সকাতরে যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন, "আমাকে স্পর্শ করিবেন না, প্রভু—"

তোমাস্পর্শ যোগ্য প্রভু, মুঞি ছার নহি কভু,
ঘৃণাস্পদময় এই দেহ
পাপময় সুকদর্য্য, সাধুর সভায় বর্জ্জ,
মোরে স্পর্শ প্রভু না করহ।" *

প্রভু তখন উত্তর করিলেন--
"কৃষ্ণ কৃপা তোমা পরি, যতেক কহিতে নারি,
উদ্ধারিলা বিষয়-কূপ হ'তে।
নিষ্পাপ তোমার দেহ কৃষ্ণভক্তিমতি অহ
তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।" *

প্রভু দ্রুতপদে গিয়া সনাতনকে বক্ষমধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। সনাতন কাঁপিয়া উঠিলেন, তা'র পরই অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। প্রভু এই সুযোগে তাঁহার দেহে শক্তি সঞ্চার করিলেন। ক্ষণপরে সনাতন চৈতন্যলাভ করিয়া কম্বলখানি টানিয়া গায়ে দিলেন। তাঁহার অঙ্গের কম্বল প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; প্রভু হয়ত ভাবিলেন, সনাতনের বিষয় বাসনা আজও সম্পূর্ণ যায় নাই। সনাতন সব ত্যাগ করিয়াছেন—স্ত্রী, গৃহ, রাজতুল্য সম্মান, অতুল সম্পদ, সব ত্যাগ করিয়া একখানি ভোট কম্বল শীত নিবারণার্থে গায় দিয়াছেন, তাহাও প্রভুর সহ্য হইল না; তিনি ঘন ঘন কম্বল-খানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সনাতন সে দৃষ্টির অর্থ

* ভক্তমাল॥

বুঝিলেন। বুঝিয়া তিনি উঠিলেন; এবং বাহিরে গিয়া এক বৈষ্ণবকে কম্বলখানি দিয়া তাহার কন্থাখানি মাগিয়া লইলেন। এইবার প্রভু সদয় হইলেন। রাজাকে রাজবেশ ছাড়াইয়া, ছিন্ন কন্থা, ছিন্ন বসন পরাইয়া, পথের ভিখারীর অধম করিয়া প্রভু প্রসন্ন হইলেন। তখন পুনরায় সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "সনাতন তোমার দৈন্য দেখে বুক ফেটে যায়।"

এমন সময় যমুনাতীর্থ নামক এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তিনি দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পরে যুক্তকরে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রভুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমরা বিগ্রহাদি যেভাবে দর্শন করি, তিনিও সেইভাবে প্রভুকে দেখিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন, কিন্তু তিনি আসন না লইয়া তপন ও চন্দ্রশেখরের নিকট গিয়া ভূম্যাসনে বসিলেন। প্রভু তখন সনাতনকে চারি যুগের ধর্ম্মকথা শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, ধনী, সরল ও ভক্ত। আজীবন তিনি সাধু খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন; যাঁহাকে যখন বড় মনে করেন, তাঁহাকে তখন সিদ্ধি, গাঁজা প্রভৃতি উপহার দিয়া তাঁহার অনুগ্রহ লাভাশায় ঘুরিয়া বেড়ান। এতদিন তিনি সন্ন্যাসী শিরোমণি প্রকাশানন্দকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে ভক্তি পূজা করিতেন;

কিন্তু যেদিন তিনি প্রভুকে দেখিলেন, সেদিন তিনি মনঃপ্রাণ প্রভুর চরণে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার দাসানুদাস হইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার বড় দুঃখ যে, মহাজ্ঞানী ও গর্ব্বী প্রকাশানন্দ সরস্বতী, প্রভুকে চিনিলেন না। প্রকাশানন্দের দশ সহস্র সন্ন্যাসী শিষ্য; তিনি বেদে অদ্বিতীয়, যশে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, সম্মান অক্ষুন্ন, প্রতিপত্তি ভারতব্যাপ্ত। বিদ্যা ও জ্ঞানের নিকেতন বারাণসি ধামের কেহ যদি একছত্রি সম্রাট থাকে, তবে তিনি প্রকাশানন্দ সরস্বতী। ইনি প্রভুর প্রবল শত্রু; কাহাকেও প্রভুর নিকট আসিতে দেন না; প্রভুর অপযশ গাইয়া তিনি সকলকে নিরস্ত করেন। যমুনাতীর্থের বিশ্বাস, যদি সরস্বতী কখন প্রভুকে দর্শন করেন, তা'হলে প্রভুর প্রতি আর তাঁহার বিরাগ থাকে না—থাকিতে পারে না। এমন দয়াল ঠাকুরকে দেখিলে পাষাণও যে গলিয়া যায়। তাই তিনি তপন মিশ্রকে বলিতেছিলেন, "প্রভুর নিন্দা আর সহ্য হয় না।"

তপন। সহ্য না করে উপায় কি?

যমুনা। একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

তপন। আচ্ছা, তারা কি বলে?

যমুনা। 'কৃষ্ণচৈতন্য একটা মূর্খ সন্ন্যাসী, বেদপাঠ ছেড়ে নৃত্য গীত করে। তা'র একটা মানুষ-ভুলান শক্তি আছে—অত বড় পণ্ডিত সার্ব্বভৌমিকে ভুলিয়েছে—যে তা'র কাছে যায়, তাকে

ভুলোয়—সাবধান, কেউ তার কাছে যেও না।' এই রকম কত কথা বলে।

চন্দ্রশেখর। প্রভু এ সব নিন্দা শুনে কেবল হাসেন, কিন্তু আমাদের প্রাণে যে বড় লাগে।

তপন। আমাদের প্রাণে লাগলে প্রভুরও প্রাণে লাগে, তিনি কি ভক্তের ব্যাথা দেখে স্থির থাকতে পারেন?

চন্দ্র। তাই বলে আমরা আর স্থির থাকতে পারি না, এর একটা ব্যবস্থা করা উচিত।

তপন। ব্যবস্থা যদি চাও, তবে এই গৌড়ের মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর, কূট মন্ত্রণা অমন আর কেউ দিতে পারবে না।

সনাতন তখন প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন,—

"শুক্ল, রক্ত তথা পীত ইত্যাদিক করি
যুগে যুগে অবতার করেন যে শ্রীহরি।
তিন যুগে যে যে অবতার তা কহিলে,
পীতবর্ণ কলিতে কে তাহা না বলিলে।" *

প্রভু কহিলেন, "সনাতন চাতুরালী ছাড়।" বলিয়া তিনি মৃদুহাস্যসহকারে ভিতর প্রকোষ্ঠে উঠিয়া গেলেন। তখন ভক্তদের মধ্যে একটা পরামর্শ চুপি চুপি চলিতে লাগিল। চুপি চুপি কেননা, পাছে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান শুনিতে পান। গোপীদেরও

---

* ভক্তমাল

ভ্রম হইয়াছিল, তাই তাঁহারা সর্ব্বব্যাপী ভগবানের নয়ন হইতে তাঁহাদের নগ্ন দেহ লুকাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

চন্দ্রশেখর সমস্ত অবস্থা সনাতনের নিকট বিবৃত করিয়া কহিলেন, "দেখ, এই যে মহাগর্ব্বী প্রকাশানন্দ, এর দর্প চূর্ণ না হ'লে আমরা আর শান্তি পাচ্ছি না। যথা তথা প্রভুর নিন্দা করে বেড়ায়, সে সব কথা শেলের ন্যায় আমাদের বুকে বাজে। স্বীকার করি, প্রকাশানন্দ মস্ত পণ্ডিত, তা'র দশ হাজার শিষ্য সেবক আছে, তাই বলে প্রভুর নিন্দা করবার তা'র কি অধিকার? আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।

সনাতন। প্রভুকে আপনারা কিছু বলেছেন?

চন্দ্র। বলেছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি।

সনা। প্রভু কি বলেছেন?

চন্দ্র। কিছু বলেন নি, শুধু একটু হেসেছেন।

সনা। তা'হলে ত প্রকাশানন্দের মুক্তি বেশী দূর নয়।

চন্দ্র। আপনি কি তাই মনে করেন?

সনা। আমি মনে করি, সেই অজ্ঞান জ্ঞানগর্ব্বী সত্বরই প্রভুর কৃপালাভ করবেন।

যমুনা। (ব্যাকুলভাবে) কি করা যায় তা'র একটা উপদেশ দিন; আমরা আর ধৈর্য্য ধারণ করতে পারছি না।

সনা। প্রভু কি প্রকাশানন্দকে কখন দেখেছেন?

যমুনা। পরস্পর কেহ কাহাকে দেখেন নি।

সনা। আমার মনে হয় উভয়ের মধ্যে একবার সাক্ষাৎ ঘটলেই প্রকাশানন্দ মুক্ত।

যমুনা। সেটা বুঝি! কিন্তু সাক্ষাৎ কিরূপে ঘটবে? প্রকাশানন্দ প্রভুর নিকট আসবেন না, প্রভুকেও বলা যায় না আপনি প্রকাশানন্দের আশ্রমে চলুন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হ'বার সম্ভাবনা নেই।

সনা। আপনি কিছু অর্থ ব্যয় ও পুণ্য সঞ্চয় করতে প্রস্তুত আছেন কি?

যমুনা। আমার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করতে প্রস্তুত আছি।

সনা। আপনি কাশীর সমুদয় সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা গ্রহণার্থে নিমন্ত্রণ করুন; আর প্রভুরও চরণে ধরিয়া তাঁহাকে আহ্বান করুন।

যমুনা। প্রভু যাবেন কি?

সনা। যাবেন—নিশ্চয় যাবেন—প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করতে যাবেন। প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করতেই প্রভু কাশীতে এসেছেন।

যমুনা। তা' আপনি কি করে বুঝলেন?

সনা। আমার দৃষ্টান্ত দেখে; আমাকে কৃপা করতে প্রভু নীলাচল হ'তে এসেছিলেন।

বলিতে বলিতে সনাতনের নয়ন অশ্রুময় হইল। চন্দ্রশেখর

বলিলেন, "পরামর্শ অতি উত্তম, আমার বেশ মনে ধরেছে। তবে এখন সহসা কিছু করা হ'বে না। আমার মনে হয় প্রভু এখন কিছুকাল বারাণসীতে অবস্থান করবেন; তাড়াতাড়ি করলে সব পণ্ড হ'তে পারে।"

তপন। প্রভুর অনুমতি নেবে কে?

চন্দ্র। সে ভার বিচক্ষণ সনাতনের উপর রইল।

সনা। আমার বল বুদ্ধি বিচক্ষণতা সবই প্রভু। আমি অতি ক্ষুদ্র, কীটানুকীট—

এমন সময় ঘরের ভিতর একটী অপরিচিত ব্যক্তি প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিলেই মনে হয়, এ ব্যক্তি উন্মাদ। শ্মশ্রু, গুম্ফ ও মস্তকের কেশভারে তাহার বদনমণ্ডলের ভূরিভাগ আবৃত। পরিধানে অতি ছিন্ন মলিন বস্ত্র; দেহ নগ্ন, কর্দ্দম-লিপ্ত; কেশ রুক্ষ; কিন্তু চক্ষু জ্যোতির্ম্ময়। ঘরের ভিতর আসিয়াই ডাকিল, "কই, আমার শ্যাম কই?"

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

উন্মাদ উত্তর করিল, "আমার শ্যামকে চাই, এনে দেওনা গা।"

চন্দ্র। ভিক্ষা চাও? অপেক্ষা কর, সময়ে পাবে। এখানে গোল করো না—প্রভু বিরক্ত হ'বেন।

উন্মাদ। কে তোদের প্রভু? তোরা নকৃরি করিস নাকি? আরে ছ্যা!

চন্দ্র। দেখছি লোকটা উন্মাদ।

সনা। ঠিক উন্মাদ নয়—দিব্যোন্মাদ।

উন্মাদ তখন নাচিতে নাচিতে গান ধরিল—

(ও সে) বাহু পশারিয়া হৃদে যব্ ধরবে
ছাড় ছাড় বলি হাম দূরে চলি যাওবে।
চরণ ধরিতে (যব্) ছুটি ছুটি আওবে,
কি কর কি কর বলি (হাম) হাসি চলি যাওবে॥

উন্মাদ ভাবে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে আর গাইতেছে। কেশাবৃত মুখ আনন্দে উজ্জ্বল—ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ জ্যোতির্ম্ময়। চন্দ্রশেখর প্রভৃতি সকলে নির্ব্বাক। সহসা উন্মাদের ভাবান্তর হইল; নাচ গান বন্ধ করিয়া বলিল, "কই এখন ত এল না? আমি কার উপর তবে অভিমান করব? কই আমার শ্যাম—ওগো আমার শ্যাম কই গো?—বলিয়া আবার গান ধরিল—

সখি আমার প্রাণনাথ কই এল,
মোহন মূরতি ল'য়ে বারেক দেখা দিয়ে
ওগো সে আমার কোথা চলি গেল।
আমি বাসক সাজায়ে আছি গো বসিয়া,
আমার মদনমোহন আসিবে বলিয়া।
(কত আবেগ ভরে গো)
(কত ব্যাকুল হয়ে গো)

লয়ে মালতীমালা, চন্দন বরণডালা,
সাজাব আমার শ্যামে হৃদি মাঝে বসাইয়া।
(মোরা দুয়ে এক হয়ে যাব,
আমি শ্যামে শ্যাম হয়ে মিশে যাব)।
(হায়) রজনী প্রভাত হ'ল, শ্যাম নাহি আয়ল,
জীবন জনম আমার সকলি বিফল হ'ল।
(ওগো শ্যাম বিহনে আমার সকলি বিফল হল ॥)

এবার উন্মাদ কাঁদিয়া আকুল ; তাহার নয়ন কাঁদিতেছে, বদনমণ্ডল কাঁদিতেছে, সমস্ত দেহ কাঁদিতেছে—পদনখর হইতে মাথার কেশ পর্য্যন্ত কাঁদিতেছে। তেমন কান্না যমুনাতীর্থ প্রভৃতি কেহ কখন দেখেন নাই। তাঁহারাও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতেছেন ; কেন কাঁদিতেছেন, তা' জানেন না, শুধু প্রবাহে প্রবাহ মিশাইয়া যাইতেছেন। ঘর দ্বার কাঁদিতেছে, নিম্নে ভাগীরথী কাঁদিতেছে —চারিদিকে একটা কান্নার রোল। উন্মাদ ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে গাইতেছে—ওগো শ্যাম বিহনে আমার সকলি বিফল হল।

এই কান্নার রোলের মধ্যে আচম্বিতে প্রভু আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন—আহূত হইয়া উপাস্যকে আসিতে হইল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র উন্মাদ হুঙ্কারপূর্ব্বক লাফাইয়া উঠিল। তাহার কান্না মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল—মেঘ সরিয়া রবির উদয় হইল—উন্মাদের

চতুর্থ অধ্যায়—সনাতন প্রভুর চরণে

প্রত্যেক লোমকূপ আনন্দে হাসিয়া উঠিল। সে প্রভুকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বরণ করিল ও সঙ্গে সঙ্গে গাইল—

এই এসেছে মোর রসিয়া, আমায় কত ভাল বাসিয়া,
হৃদি আলোকরা ধন কোথা ছিল লুকাইয়া।
কত দেশ চ'ড়নু, কত জনা পুছনু,
কত যুগ ধরে আছি গো বসিয়া॥

প্রভুর চিবুক ধরিয়া—

যদি এসেছ, যদি এসেছ, ও আমার প্রাণ বঁধূয়া,
দাঁড়াও দেখি তেমনি করে চরণে চরণ দিয়া।
পীত ছেড়ে কৃষ্ণ হয়ে ও আমার মোহনিয়া,
দণ্ড ছেড়ে মোহন বাঁশী করেতে লইয়া।
(ও সেই ভুবন ভুলান বাঁশী করেতে ধরিয়া)॥

প্রভুর চরণ ধরিয়া—

ফিরে চল গো কুঞ্জে আমার ও প্রাণ বঁধুয়া,
তুমি আসিবে বলে রেখেছি কত কুসুম তুলিয়া।
শেজ বিছায়ে রেখেছি নাথ কুসুমে গাঁথিয়া,
মোর হৃদয়-নিকুঞ্জে ওগো তুমি আসিবে বলিয়া॥

প্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া—

তুমি আছ বসে আমার হৃদয় জুড়িয়া,
আমি আছি প্রাণধন তোমাতে মিশিয়া।
আমি জনম জনম আসি তোমারি হইয়া,
তুমি যুগ যুগ এস আমারি লাগিয়া॥

প্রভু তখন কম্পিত কলেবর, গলদশ্রুলোচন। উন্মাদ, প্রভুকে ছাড়িয়া দুই পা পিছাইয়া গেল এবং সমস্ত প্রাণ দিয়া প্রভুকে দেখিতে লাগিল; সে দেখার আর শেষ নাই, প্রতি লোমকূপ চক্ষু হইয়া যেন প্রভুকে দেখিতে লাগিল। যখন প্রাণ ভরিয়া উঠিল, তখন ধীরে ধীরে মৃদু ও মধুর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তুমিত শ্যাম আমার শ্যামই আছ; লোকে বলে তুমি নাকি মথুরায় এসে গোরা হয়েছ, বাঁশী ছেড়ে নাকি দণ্ড ধরেছ, পীতধড়া ছেড়ে নাকি রক্তবসন পরেছ। কই, তুমিত কিছুই ছাড় নি, তুমিত গোরা হও নি; তুমি যে আমার সেই শ্যামই আছ। এস প্রাণনাথ—

বলিতে বলিতে উন্মাদ মুর্চ্ছিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কোন সন্তর্পণের প্রয়োজন হইল না, প্রভু কাহাকেও সে দেহ স্পর্শ করিতে দিলেননা। উন্মাদ চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলেন, তিনি প্রভুর ক্রোড়ে শয়ান রহিয়াছেন। তখন তিনি একটু হাসিয়া সলজ্জে উঠিয়া বসিলেন এবং সহসা দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহাকে অনুসরণ করিতে প্রভু কাহাকেও দিলেন না।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রভু ও প্রকাশানন্দ

যমুনাতীর্থের বাসনা পূর্ণ হইল,—প্রভু তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছেন; প্রকাশানন্দও সশিষ্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রভুর ভক্তেরা আনন্দে কোলাহল করিয়া বেড়াইতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের মনের কোণে একটু উৎকণ্ঠা জাগিয়া রহিয়াছে। সনাতনের কোনও চিন্তা বা উদ্বেগ নাই; তিনি স্থির জানেন, আজ প্রকাশানন্দের মুক্তি।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তখনকার দিনে পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী সমাজের একছত্রি সম্রাট প্রকাশানন্দ সরস্বতী। তিনি অদ্বৈত-বাদী, নিজেকেই ভগবান বলিয়া জানেন; সুতরাং ভক্তি-তত্ত্ব তাঁহার নিকট অপরিচিত।

"যতেক দণ্ডীর গুরু কাশীতে প্রামাণ্য।
আপনারে মানে ইষ্টব্রহ্মেতে অভিন্ন॥
ভক্তি যে পদার্থ তা'র মর্ম্ম নাহি জানে।
প্রেমভাব দেখি কহে কান্দে কি কারণে॥"

এ দিকে প্রভু ভক্তির উৎস। প্রকাশানন্দ পাণ্ডিত্যাভিমানী,

প্রভু তৃণাদপি সুনীচ; প্রকাশানন্দ দাম্ভিক, প্রভু বিনয়ী। একজন নিজেকে ভগবান মনে করেন, অপর ব্যক্তি নিজেকে দাস মনে করেন। পরস্পর বিরোধী ভাব লইয়া আজ দুই মহাপুরুষ একই সভায় সমুপস্থিত। একজন দ্বেষ ও হিংসা লইয়া প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করিতে সমুৎসুক, অপর ব্যক্তি ক্ষমা ও করুণা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে উদ্ধার করিতে প্রয়াসী।

যমুনাতীর্থের গৃহ-প্রাঙ্গণে বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপতলে প্রকাশানন্দ সহস্রাধিক শিষ্য সহ উপবিষ্ট। সকলেই শুনিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই বৃহৎ সভাতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেছেন। সকলেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রভুর প্রতীক্ষা করিতেছেন। সহসা দূরে দৃষ্টি হইল, এক জ্যোতির্ম্ময় দীর্ঘাকার মহাপুরুষ স্বর্ণসমোজ্জ্বল তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। কেহ কেহ ভাবিলেন, এত জ্যোতিঃ কেন? ইনি কি আমাদেরই মত মানুষ? মানুষে কি এত জ্যোতিঃ সম্ভব? প্রভু গজেন্দ্রগমনে অবনতবদনে মৃদুকণ্ঠে কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, পশ্চাতে সনাতন প্রভৃতি চারিজন ভক্ত। প্রভুর হাস্যময় বদন, কমল নয়ন, সলজ্জ মধুময় ভাব, সার্দ্ধ চতুর্হস্ত পরিমাণ সুদীর্ঘ দেহ সকলকে বিমোহিত করিল। প্রভু অগ্রসর হইয়া চন্দ্রাতপতলে দাঁড়াইলেন এবং সমবেত সন্ন্যাসিগণকে যুক্তকরে নমস্কার করিলেন; পরে চন্দ্রাতপের বাহিরে যেখানে

পদপ্রক্ষালনের স্থান ছিল, সেই খানে চরণ প্রক্ষালন করণান্তর উপবেশন করিলেন।

প্রকাশানন্দ বিচলিত হইলেন ; প্রভু অপবিত্র স্থানে উপবিষ্ট থাকিবেন, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না ; তিনি সশিষ্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রভুর সন্নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, সভার মধ্যে আগমন করুন ; এ অপবিত্র স্থানে কেন ?"

প্রভু। আমি আপনাদের মধ্যে বসিবার উপযুক্ত নই—আমার সম্প্রদায় হীন।

প্রকা। আমি জানি আপনি কেশব ভারতীর শিষ্য ; সম্প্রদায় হীন হইলেও আপনি হীন নহেন—সভার মধ্যে উঠিয়া আসুন।

বলিয়া প্রকাশানন্দ, প্রভুর হস্তধারণপূর্ব্বক স্নেহ ও আদরের সহিত তাঁহাকে সভার মধ্যস্থলে আনিয়া বসাইলেন। নক্ষত্র নিচয়ের মধ্যে প্রভু চন্দ্রের ন্যায় বসিলেন। তাঁহার অঙ্গের পদ্মগন্ধ চতুর্দ্দিক গন্ধময় করিল।

প্রকাশানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদ, আপনি সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী, তবে আমাদের সহিত মেলামেশা করেন না কেন ?"

প্রভু অতি ক্লিষ্ট বদনে একবার প্রকাশানন্দের প্রতি চাহিলেন, তা'র পর মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিলেন। মুখের ভাবে যেন জানাইলেন, আমি অতি হীন, তাই আপনাদের সহিত মিশিতে

সাহস করি না। সন্ন্যাসিগণ মুগ্ধ হইলেন। সরস্বতীর আর সে বৈরিভাব নাই, সে স্থান এক্ষণে বাৎসল্য স্নেহ দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। প্রকাশানন্দ বলিলেন, "যদি অনুমতি হয় ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

প্রভু করযোড়ে উত্তর করিলেন, "স্বচ্ছন্দে করুন। আপনি আমার গুরুস্থানীয়, আমি আপনার সন্তানতুল্য।"

এবার সরস্বতী বিগলিত হইলেন। একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সন্ন্যাসী হইয়া বেদপাঠ করেন না কেন? আর— আর শুনিতে পাই সন্ন্যাসীর পক্ষে যা' অত্যন্ত নিন্দনীয়, আপনি সেই নৃত্যগীত প্রভৃতি ভাবকালিতে নিমগ্ন থাকেন। আপনি জগতবরেণ্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ভুক্ত, আপনার নিন্দা শুনিলে মনে বড় ব্যথা পাই; তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি এ সমস্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত কেন?"

প্রভুর উত্তর শুনিবার জন্য সভাস্থ সকলে উদ্‌গ্রীব। সভাতল স্তব্ধ, ব্যগ্র। প্রভু করুণকণ্ঠে অবনত বদনে উত্তর করিলেন, "শ্রীপাদ, আমি যখন গুরুর আশ্রয় লইলাম, তখন তিনি দেখিলেন যে, আমি মূর্খ। আমার দ্বারা বেদ, নিরুক্ত প্রভৃতি অধীত হওয়া সম্ভাবনা নাই দেখিয়া কহিলেন, 'বাপু, তুমি মূর্খ, তুমি বেদ পড়িতে পারিবে না; তজ্জন্য দুঃখিত হইও না, তদ্‌পরিবর্ত্তে আমি তোমাকে বেদের সার একটী শ্লোক দিতেছি; তুমি ইহা

কণ্ঠস্থ করিলে পূর্ণাভিলাষ হইবে।' বলিয়া তিনি একটী শ্লোক দিলেন ; যথা—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

বলিয়া প্রভু শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন, "এই কলিকালে হরিনাম ব্যতীত অন্য গতি নাই। হরিনাম ব্যতীত জীবের গতি আর নাই, আর নাই, আর নাই। অর্থাৎ যোগ, যাগ, তপস্যা, পূজা, অর্চ্চনা এ সবে কিছুই হবে না, কেবলমাত্র হরিনামে সিদ্ধকাম হবে। অন্য কোন সাধন, দেবদেবী পূজা, ধ্যানধারণা কিছুতেই জীবের উদ্ধার সম্ভবপর নয়—এক হরিনামই মহামন্ত্র, হরিনামই জীবের একমাত্র সহায় ও সম্বল।"

করুণস্বরে অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রভু যখন শ্লোক পাঠ করিলেন ও তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন শ্রোতা-মাত্রেরই মন দ্রব হইল। প্রভু বলিতে লাগিলেন, "গুরুদেব হরিনাম দিয়া আমাকে কহিলেন, 'দেখ বাপু, কলিকালে আয়ু কম, হরিনাম ব্যতীত স্বল্পায়ুর দিনে জীবের আর গতি নাই ; অতএব তুমি কৃষ্ণনাম জপ কর, তোমায় আর কিছু করিতে হইবে না।' আমি গুরুদেবের আজ্ঞামত তদবধি কৃষ্ণনাম জপিতে লাগিলাম। দয়াময় কৃষ্ণ আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন ; আমি চারিদিক্ কৃষ্ণময় দেখিলাম ; আমার কর্ণে কৃষ্ণনাম, আমার

নয়নে কৃষ্ণ,—আমার ভিতরে বাহিরে কৃষ্ণ, আমার চারিদিকে কৃষ্ণ—”

বলিতে বলিতে প্রভুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সভাস্থ সন্ন্যাসিগণের হৃদয়মধ্যে একটা ক্রন্দনের সুর বাজিয়া উঠিল। প্রভু বলিতে লাগিলেন, “আমি অবশেষে কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন নৃত্য, কখন গান করিতে লাগিলাম; আমার তনু মন এলাইয়া গেল; ক্রমে পাগল হইলাম। তখন আমি ভীত হইয়া পুনরায় গুরুর শরণাপন্ন হইলাম। তাঁহার চরণে নিবেদন করিলাম, প্রভু আমাকে এই কৃষ্ণনাম হ’তে পরিত্রাণ কর; দিবারাত্রি আমার কাণে কৃষ্ণনাম ঝঙ্কৃত হচ্ছে, আমি আর কিছু শুন্‌তে পাই না; কণ্ঠ আমার অবিরাম কৃষ্ণনাম বলছে, আমি তা’কে রোধ করে রাখ্‌তে পারি না। কৃষ্ণনাম শুন্‌লে চরণ আমার নেচে উঠে, বন্যার জল আমার নয়ন হ’তে উথ্‌লে পড়ে, মন পাগল হয়, দেহ এলিয়ে পড়ে। গুরুদেব, আমায় রক্ষা কর, এ কৃষ্ণনাম হ’তে পরিত্রাণ কর। গুরুদেব আমার সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, ‘তোমার এ বিপদ্‌ নয়, সম্পদ্‌; তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মার দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম তুমি লাভ করিয়াছ; সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া যে পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ করা সম্ভব হয় না, তাহা তুমি কৃষ্ণনাম জপ করিয়া পাইয়াছ।’ গুরুর আজ্ঞা পাইয়া কৃষ্ণনামকে আমি আরও দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া

ধরিলাম। তদবধি আমি যে হাসি গাই, নাচি কাঁদি, এ শ্রী কৃষ্ণনামের শক্তিতে পরিচালিত হইয়া করি; তাহাতে আমার হাত নাই—আমি ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না।"

সভাতল স্তব্ধ; প্রভুর করুণ কণ্ঠোচ্চারিত মধুর কৃষ্ণনাম শুনিয়া সকলেরই হৃদয় কেমন এক অভিনব ভাবে আবিষ্ট হইল। প্রকাশানন্দ মুগ্ধ, বিগলিতচিত্ত। কোমল ঝঙ্কারের কোমলতর প্রতিধ্বনি সভাস্থ সকলের হৃদয়মধ্যে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল—একটা সুর, একটা উচ্ছ্বাস সভাময় যেন ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে সুর, সে উচ্ছ্বাস ভঙ্গ করিতে সহসা কাহারও সাহস হইল না। ক্ষণপরে প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকাশানন্দ কহিলেন, "শ্রীপাদ, আপনি কৃষ্ণনাম করেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই; কৃষ্ণপ্রেম অতি দুর্লভ বস্তু স্বীকার করিলাম। কিন্তু আপনি বেদান্ত পড়েন না কেন?"

প্রভু। শ্রীপাদ আমাকে যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তর না দিলে আমার অপরাধ হইবে। আবার যথাযথ উত্তর দিলে আপনাদের বিরক্তি জন্মিতে পারে। যদি আমার অপরাধ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে বলিতে পারি, কেন আমি বেদান্ত পাঠ করি না।

প্রকাশা। আপনার আবার অপরাধ! আপনার কথা শুনিতে বিরক্তি! এমন আদেশ করিবেন না শ্রীপাদ! আপনার বক্তব্য স্বচ্ছন্দে বলুন।

প্রভু। বেদান্ত ঈশ্বরের বাক্য; কিন্তু শঙ্কর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা শঙ্করেরই রচিত। সূত্র মাথা পাতিয়া লইব, কিন্তু ভাষ্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই।

প্রকা। কেন?

প্রভু। বেদান্তের সূত্র সরল ও অর্থময়, কিন্তু ভাষ্য কূট ও কদর্থপূর্ণ।

প্রকা। আপনি বিস্মৃত হইতেছেন শ্রীপাদ, শঙ্কর জগদ্‌গুরু ও সন্ন্যাসী মাত্রেরই নমস্য।

প্রভু। আমি কিছুই বিস্মৃত হই নাই; যখন বিচার করিব, তখন তাঁহার কার্য্যের বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিতে হইবে, তাঁহার পরিচয় লইয়া বিচার করিব না। আরও এক কথা, আমার বিশ্বাস, শঙ্কর ইচ্ছাপূর্ব্বকই সূত্রের বিকৃত অর্থ করিয়াছেন।

প্রকা। তাঁহার উদ্দেশ্য?

প্রভু। শঙ্কর মায়াবাদী; তিনি সোঽহংতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার অভিলাষে বেদান্তের প্রত্যেক সূত্রের একটা মনঃকল্পিত অর্থ করিয়াছেন। বেদান্তকে আনিয়া তাঁহার মতের পোষকতা করাইতে না পারিলে হিন্দু তাহা গ্রাহ্য করিবে না, তাই বিকৃত অর্থ তিনি একটা উদ্দেশ্য লইয়া করিয়াছেন।

সন্ন্যাসীরা একটু বিরক্ত ও চকিত হইলেন। শঙ্করের ভাষ্যে

যে বিপরীত অর্থ থাকিতে পারে, তাহা তাঁহারা কখন শুনেন নাই, বা নিজেরাও ভাবেন নাই। প্রকাশানন্দ কহিলেন, "শ্রীপাদ, আপনার এত বড় কথা বলিবার কি হেতু আছে? তাঁহার ভাষ্যে যে আপনি দোষারোপ করিতেছেন ইহা বড়ই সাহসের কথা।"

প্রভু। আপনার যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমি দেখাইব, সূত্রের অর্থ কত সরল ও সহজবোধ্য, আর ভাষ্য কত দুর্ব্বোধ্য ও কদর্থপূর্ণ।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভাষ্যের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক একটী সূত্রের অর্থ শঙ্কর যেরূপ করিয়াছেন, তাহা বলিতে লাগিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার অর্থ খণ্ডন করিয়া যাইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিগণ স্তব্ধ হইয়া প্রভুর বাক্য শুনিতে লাগিলেন, তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্য দৃষ্টে চমৎকৃত হইলেন। প্রকাশানন্দের গর্ব্ব ছিল, পাণ্ডিত্যে তিনি অদ্বিতীয়; প্রভু আজ তাঁহার সে গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দেখাইলেন, তিনি কোন্ ছার, শঙ্করাচার্য্যও ভ্রান্ত ও বিপথগামী। সন্ন্যাসীদের চক্ষু ফুটিল; তাঁহারাও এক্ষণে ভাষ্যের দোষ ও কদর্থ দেখিতে পাইলেন। প্রকাশানন্দ—সদাশয় ও মহা-পণ্ডিত—প্রভুর ব্যাখ্যার কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া অবনত মস্তকে সমস্ত স্বীকার করিয়া লইলেন। বলিলেন, "শ্রীপাদ, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, আমাদের প্রতিবাদ করি-বার কিছু নাই। আপনি পরম পণ্ডিত তাহাও জানিলাম; গুরু

শঙ্করের মত খণ্ডন করিয়া আপনি অসীম শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এক্ষণে কৃপা করিয়া আরও কিছু শক্তির পরিচয় দিন্। সূত্রের মুখ্য অর্থ করুন ; দেখি আপনি কিরূপ বুঝিয়াছেন।”

তখন গৌরাঙ্গদেব সূত্রের মুখ্যার্থ করিতে লাগিলেন। একটী একটী সূত্র বলিতে লাগিলেন আর তাহার অর্থ করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপ অর্থ করিয়া দেখাইলেন যে, ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ; ভক্তি ও প্রেম দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। ভগবৎপ্রেম জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ।

অগ্রে প্রভু, শঙ্করের ভাষ্য দূষিয়াছিলেন, এক্ষণে সূত্রের সরল ব্যাখ্যা করিলেন। সকলের মনে এই ব্যাখ্যা সত্য ও প্রকৃত বলিয়া প্রতীতি জন্মিল। তা’ ছাড়া ভক্তির একটা আকর্ষণী শক্তি আছে ; মানুষ স্বভাবতঃই ভালবাসিতে চায় ও ভালবাসার পত্রে খুঁজিয়া বেড়ায়। সন্ন্যাসীদের জীবন মরুভূমি তুল্য শুষ্ক হইলেও ভিতরে কোমল স্নেহধারা আছে। সেই উৎসের অস্তীত্বও তাঁহারা হয়ত অবগত ছিলেন না—এতদিন অভিমান, গর্ব্ব, ভ্রান্ত-বিশ্বাস প্রভৃতি আবর্জ্জনা দ্বারা আবদ্ধ ছিল ; আজ সহসা সেই উৎসের মুখ হইতে আবর্জ্জনা সরিয়া গেল—স্নেহধারায় তাঁহাদের হৃদয় প্লাবিত হইল। তাঁহারা সহসা দেখিলেন, তাঁহাদের ভাল বাসিবার পাত্র আছে, আর সেই পাত্র স্বয়ং প্রেমময় ভগবান্—যাঁহার তত্ত্ব লইবার জন্য এই শুষ্ক কঠোর জীবন বহন করিয়া

বেড়াইতেছেন। তখন তাঁহারা আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সেই সহস্র কণ্ঠোত্থিত ধ্বনি, শঙ্খনিনাদরূপে ভক্তি-দেবীকে বরণ করিয়া আনিল। অভিমান, নাস্তিকতা তথায় আর তিষ্ঠিতে পারিল না—শিহরিয়া পলাইল।

তখন প্রকাশানন্দ অতি কাতরে করযোড়ে সেই সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে প্রভুকে বলিতেছেন, "শ্রীপাদ, এতদিন আমি আপনাকে নিন্দা দ্বেষ ও ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, আমি এতকাল দম্ভে ও অভিমানে পূর্ণ ছিলাম ; আপনাকে চিনিতাম না, আপনার মহিমা বুঝিতাম না। আজ আপনার কৃপায় আপনাকে জানিলাম ; বুঝিলাম, আপনি স্বয়ং বেদ ও নারায়ণ। ভক্তি যে কি পদার্থ, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতাম না, পরন্তু ঘৃণা করিতাম। আজ আপনি অশেষ কৃপা করিয়া তাহা বুঝাইলেন। আপনি আমার প্রকৃত গুরু। আজ বুঝিলাম, শ্রীকৃষ্ণ সত্য, তাঁহার সেবা ও ভজনাই জীবের পরম ধর্ম্ম। আপনার সহিত শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।"

সন্ন্যাসিগণ ভক্তিগদগদচিত্তে পুনরায় হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অতঃপর সকলে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। *

---

* পরমভক্ত শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট এই অধ্যায়ের জন্য ঋণী। তাঁহার প্রবোধানন্দের জীবনচরিত হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাশীধাম—চঞ্চল

তার দুই তিন দিন পরে একদা প্রভাতে কাশীর কোনও পথে এক সন্ন্যাসী দ্রুতপদে চলিয়াছেন ; অপর এক সন্ন্যাসী অন্যপথ দিয়া আসিয়া প্রথম সন্ন্যাসীর সহিত সম্মিলিত হইলেন। পরস্পর পরস্পরকে নমস্কারাদি করিলেন। দ্বিতীয় সন্ন্যাসী, প্রথমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দ্রুত কোথায় চলেছ ?"

প্রথম। গৌরাঙ্গ প্রভুকে দেখতে। আর তুমি ?

দ্বিতীয়। আমিও তাই ; সকলেই তাই।

প্র। আবার তর্ক করতে নাকি ?

দ্বি। তর্ক! নারায়ণের সঙ্গে তর্ক! হায় হায়, এতদিন কায়া ফেলে ছায়া নিয়ে ছিলাম। জীবনের এতটা দিন বৃথায় গিয়েছে।

প্র। ঠিক বলেছ, এতটা শ্রম সাধনা সব বৃথা হ'ল!

দ্বি। এখন কি করতে চাও ?

প্র। তাঁর চরণে শরণ লব, তা'র পর তিনি যা' হয় করবেন।

দ্বি। গুরুদেবের সংবাদ কি ?

প্র। তাঁর নয়নে এখন অশ্রুধারা।

দ্বি। আমি দেখলাম, তিনি পুঁথি বাঁধছেন ; বোধ হয় গঙ্গার জলে ফেলে দেবেন।

প্র। আমারও তাই সঙ্কল্প ; তা'র পর কাশী ছেড়ে নীলাচলে যাব।

দ্বি। দেখছ কি জনস্রোতটাই প্রভুর বাসার দিকে চলেছে।

প্র। আর সকলের মুখেই কৃষ্ণনাম ; সত্যযুগের এই কাশীধামে এতদিন হর হর বম্ বম্ ধ্বনি উঠত, আর আজ হরিধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত। এমনটা আর কখন শুনি নি।

দ্বি। অবতারও বোধ হয় আর কখন দেখনি। যাক,—আরে, এ ভিড়ের ভিতর দিয়ে আর ত অগ্রসর হওয়া যায় না।

প্র। একি ! প্রভুর বাসা হ'তে লোক সব ফিরছে কেন ?

দ্বি। তাইত, একজনকে জিজ্ঞাসা করা যাক না। (জনৈক পথিকের প্রতি)—তোমরা ফিরছ কেন ?

পথিক। প্রভু এখানে নেই, বিন্দুমাধবের মন্দিরে গেছেন।

সন্ন্যাসীদ্বয়। চল, আমরাও সেখানে যাই।

প্রভু প্রত্যহ প্রভাতে সনাতন প্রভৃতি ভক্তদের লইয়া পঞ্চনদে স্নান করিতে আসেন ; এবং ঐ পথে বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। বিগ্রহ দর্শনকালে প্রভুর ভাবোদয় হইত, কিন্তু তিনি এতদিন সে ভাব সম্বরণ করিয়া লইতেন ; আজ আর তা' পারিলেন না। বিন্দুমাধবকে আজ দর্শন করিবামাত্র তাঁহার প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল,—তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ভক্তবৃন্দ হাতে তালি দিয়া গাইতে লাগিলেন—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥

সহস্র সহস্র লোক জমিয়া গেল ; জনস্রোত চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর অদ্ভুত নৃত্য দেখিতে লাগিল। যাহারা পিছনে পড়িল, তাহারা নৃত্য দেখিতে পাইল না ; দেখিল শুধু প্রভুর প্রেমবিহ্বল বদন কমল, আর তাঁহার নয়ন উৎসের জলধারা। যাহারা প্রভুর নিকটে, তাহারা নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ ; যাহারা দূরে, তাহারা নানারূপ সমালোচনায় প্রবৃত্ত। একজন বলিল, "ইনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ; আহা, আমি একবার ভাল করে দেখ্‌তে পেলুম না।"

দ্বিতীয়। তুই কেমন করে জানলি ইনি ছিরিকেষ্ট ?

প্র সন্ন্যাসীরা বলছেন।

দ্বি। তুই বড় বোকা, তাই ও-কথা বিশ্বেস করিস।

প্র। আমি যেন ভগবানে বিশ্বাস করে চিরদিন বোকাই থাকি।

দ্বি। আচ্ছা বল্ দেখি কেষ্টর গায়ের রং কি রকম ছেল?

প্র। কালো।

দ্বি। আর সামনের এই মনিষ্যিকে কি রকম দেখ্‌ছ?

প্র। সোণার বরণ।

দ্বি। তবেই ত হ'ল ইনি কেষ্ট ন'ন।

প্র। ভগবান্ কি কাউকে লেখা পড়া করে দিয়েছেন যে, তিনি এক রকম রং নিয়ে চিরদিন পৃথিবীতে আসবেন?

যাঁহারা নিকটে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিতেছিলেন, "প্রভুর এই আঁখিনিঃসৃত বারিধারায় যদি একবার স্নান করতে পেতাম, তা'হলে আমার মানব জন্ম সফল হ'ত।" একজন বলিলেন, "আমি যদি ঐ কমল নয়নের এক ফোঁটা জল পেতাম, তা'হলে জন্মজন্মান্তরের পাপ ধুয়ে নিতে পারতাম।"

দ্বিতীয়। আরে, এক ফোঁটার দরকার নেই, এক বিন্দু পেলেই সমস্ত তীর্থের জল পাওয়া হল।

তৃতীয়। আমি যদি এক বার প্রভুর চরণস্পর্শ করতে পাই, তা'হ'লে দুনিয়ায় আর কিছু চাই না।

চতুর্থ। আরে বাবা, তোর স্পর্দ্ধা ত কম নয়! স্পর্শ!

কত পুণ্যি করেছিলি তাই দর্শন পেয়েছিস ; আবার বলে কিনা স্পর্শ ! আমরাই বড় সাহস করছি না।

তৃতীয়। কেন, তুমি কি বড় পুণ্যিবান্ না কি ?

চতুর্থ। নয় ত কি ? আমি ঠাকুর দেবতা দেখতে পেলেই প্রণাম করি, সকাল বেলা দুর্গা নাম করে বিছানা ছাড়ি, পালপার্ব্বণে গঙ্গাস্নান করি, কাণা-খোঁড়া দেখ্‌লে দানও করি ; পুণ্যিবান নয় ত কি ?

তৃতীয়। আর সুযোগ পেলে মানুষ ঠেঙ্গাও ও ঠকাও।

চতুর্থ ব্যক্তি তাঁহার পুণ্যের দপ্তর লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আরে ছ্যা, এ সব যায়গায় ভদ্রলোক থাকে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "আমি একটা মতলব ঠিক করেছি।"

প্রথম। কি, কি ভাই ?

দ্বি। প্রভু যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, ঐখানকার মাটী খানিকটা আমি তুলে এনে রাখ্‌ব ; ছুঁচের আগায় করে রোজ একটু একটু করে সপরিবারে খাব ; আর বাকিটা ছেলেপিলে-দের জন্যে রেখে যাব। তারা এখন হাজার বছর ধরে পুরুষানু-ক্রমে খেতে থাকুক।

প্র। তা'তে কি হবে ?

দ্বি। কি হ'বে! কি না হবে তাই বল; প্রভুর চরণ রজঃ আমার ঘরে আছে জান্‌লে পরে কত লোক এসে আমার দ্বারে মাথা কুটবে।

তৃতীয়। চুপ্ কর, প্রকাশানন্দ এসেছেন।

প্রকাশানন্দ সত্যই আসিয়াছেন; জনতা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি প্রভুর অদূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার আর সে বেশ ভূষা নাই, দণ্ড কমণ্ডলু নাই, জটার বন্ধন নাই, অঙ্গে ভস্ম নাই। হৃত সন্তানের প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া জননী যেমন আলুথালু বেশে তাহাকে দেখিতে ছুটিয়া আসেন, সরস্বতী, প্রভুর নৃত্য-গীতের সংবাদ পাইয়া, সেই ভাবে ছুটিয়া আসিয়াছেন। অদূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রভুর অদ্ভুত নৃত্য নিস্পন্দ নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, হেমদণ্ডতুল্য দুইটী হস্ত ঊর্দ্ধে সঞ্চালিত করিয়া এক সুবর্ণোজ্জ্বল দীর্ঘাকার জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে-ছেন। মুখে কৃষ্ণনাম, নয়নে বারিধারা, অঙ্গে পদ্মগন্ধ। তাঁহার প্রেমার্দ্র বদনচন্দ্র দেখিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর বিমোহিত হইলেন। হৃদয়াভ্যন্তরে যাঁহার মুখশশী এ কয়দিন নিরন্তর ধ্যান করিতে ছিলেন, আজ সেই মনচোরকে সর্ব্ব মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত দেখিয়া তাঁহার অন্তর গৌরাঙ্গময় হইয়া উঠিল; তিনি ভিতরে ও বাহিরে গৌরাঙ্গ দেখিলেন। তাঁহার যে নয়ন পূর্ব্বে অশ্রুসিক্ত

হয় নাই, আজ সে নয়ন অশ্রুর বেগ ধরিয়া রাখিতে পারিল না ; যে চরণ কখন পরের কথায় উঠে নাই, আজ সেই চরণ প্রভুর নৃত্য দেখিয়া নাচিয়া উঠিল ; যে হৃদয় কঠোর ও শুষ্ক ছিল, সে হৃদয় আজ কোমল ও স্নেহপ্লুত। তাঁহার প্রাণের ভিতর এক নূতন ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, তিনি জগৎ আনন্দময় দেখিতেছেন।

বহু লোকের কলরবে অবশেষে প্রভুর সমাধি ভঙ্গ হইল ; তিনি নৃত্য সম্বরণ করিলেন ; দেখিলেন, প্রকাশানন্দ তাঁহার সম্মুখে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দণ্ডায়মান। প্রকাশানন্দ ছুটিয়া গিয়া প্রভুর চরণের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। প্রভু তাঁহাকে সাদরে ধরিয়া উঠাইলেন।

সরস্বতী কাতরে করযোড়ে বলিলেন, “প্রভু আমায় কৃপা কর —আমি তোমার নিকট অপরাধী।”

প্রভু। আমার নিকট কোনও অপরাধ কর নাই সরস্বতী।

সর। যদি আমার অপরাধ গ্রহণ না করে থাক প্রভু, তবে আমায় সেবক করে তোমার সঙ্গে লও।

প্রভু। তোমার স্থান বৃন্দাবনে, আমার সঙ্গে নয়।

সর। জীবের পদে পদে বিপদ্ ; এ সময় তুমি আমায় চরণে স্থান না দিলে আমি আবার ডুবে মরব।

প্রভু। তোমার আর বিপদ নাই, কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করেছেন।

সর। প্রভু, তোমার বিরহ যে আমি সহ্য করতে পারব না।

প্রভু। বৃন্দাবনে তুমি আমার দর্শন পাবে।

সর। তুমি ত আমায় বৃথা প্রবোধ দিচ্ছ না?

প্রভু। না; যখনই তুমি আমাকে স্মরণ করবে, তখনই আমার দর্শন পা'বে—তুমি নিশ্চিন্তমনে বৃন্দাবনে যাও।

সর। আপনার প্রবোধে আমি বড় আনন্দ পেলাম।

প্রভু। তোমার এই আনন্দ দিন দিন বর্দ্ধিত হোক, আর আজ হ'তে তোমার নাম হ'ল, প্রবোধানন্দ।

প্রবোধানন্দ প্রভুর চরণধূলি লইয়া বিদায় হইলেন। পর দিবস প্রভুও নীলাচলের পথ ধরিলেন। সনাতন সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, প্রভু নিষেধ করিলেন; বলিলেন, "তুমি এখন বৃন্দাবনে যাও; সময়ে নীলাচলে আসিও। রূপ ও অনুপ বৃন্দাবনে গিয়াছে—লোকনাথ, ভূগর্ভ তথায় আছেন—তুমিও যাও।"

সনাতন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। প্রভু যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়া নীলাচলে চলিলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী

পঞ্চম খণ্ড

—ঃ*ঃ—

প্রথম অধ্যায়

সনাতন—নীলাচলের পথে

সনাতন বৃন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন, রূপ বা অনুপ কেহ তথায় নাই। তিনি দেখিলেন বৃন্দাবনে তীর্থ নাই, মন্দির নাই, বিগ্রহ নাই; সমাজ নাই, দুই চারিজন ছাড়া বড় একটা ভক্ত বা সাধক নাই; আছে শুধু জঙ্গল।

বৃন্দাবনে তাঁহার মন বসিল না, প্রভুর দিকে মন ছুটিল। কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়া সনাতন নীলাচলে প্রভুর নিকট ছুটিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে পথে আসিয়াছিলেন, সনাতন সেই পথ ধরিয়া নীলাচলে চলিলেন। বারাণসী ত্যাগ করিয়া ঝাড়-খণ্ডের জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। স্থানে স্থানে জঙ্গল অতি নিবিড়, স্থানে স্থানে বসতি। দৃশ্য অতি সুন্দর; বৃক্ষ, বৃক্ষের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়াছে, লতা, বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। গাছে ফল, লতায় ফুল। বৃক্ষ দেহে অসংখ্য পক্ষী, লতার অঙ্গে অগণিত ভ্রমর ও প্রজাপতি। পাখী ডাকিতেছে, ভ্রমর গুণগুণ করিতেছে; আবার বন্য জন্তুরাও চীৎকার করিতেছে। সংসারে মানুষও তাই করিতেছে। জঙ্গলে পাহাড় নাই, কিন্তু টিলা আছে; নদী নাই,

কিন্তু ঝরণা আছে; পথ নাই, কিন্তু চলিবার বাধাও নাই; মানুষ নাই, কিন্তু হিংস্র জন্তু আছে। সনাতন সেই নিবিড় জঙ্গলের ভিতর দিয়া নির্ভয়ে চলিয়াছেন। মুখে হরিনাম, হস্তে দণ্ড। সনাতন গাইতেছেন—

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাং
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাং।

প্রভু যে গান গাইতে গাইতে পথ চলিতেন, সনাতনও সেই গান ধরিয়াছেন। নাম গানের এমনই মোহিনী শক্তি যে, ভয় ও চিন্তা কিছুই থাকে না। সনাতন নির্ভয়ে চলিয়াছেন। সহসা নিবিড়তর জঙ্গলে তাঁহার পথ রুদ্ধ হইল। সনাতন দাঁড়াইলেন; ভাবিলেন, এ পথেত প্রভু আসেন নাই, এখানে গাছে ফল নাই, লতায় ফুল নাই, পাখীর গান নাই—এ পথে ত প্রভু আসেন নাই। চরণ, কেন তুমি আমাকে এ পথে আনিলে? চল, ফিরে চল। সনাতন ফিরিলেন। বৃক্ষচূড় পানে চাহিয়া পথ নির্ণয় করিয়া লইলেন। এই যে, এই পথে প্রভু গিয়াছেন, দুই ধারে তৃণ সকল মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার অঙ্গের পদ্ম-গন্ধ পাইয়া আজও ভ্রমরকুল আকুল হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে; এপথে গাছে গাছে ফল, লতায় লতায় ফুল। একটী সুন্দর গন্ধময় ফুল দেখিয়া সনাতন তাহার অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এ রূপ, এ গন্ধ কোথায় পেলে ফুল? তুমি যাঁর ইচ্ছায়

আমারই মত ধরাধামে এসেছ, তুমি কি তাঁকে দেখেছ? সেই পরম সুন্দরকে দেখে কি তোমার জন্ম সার্থক করেছ? তুমিত নিজের জন্যে আস নি, তাঁরই জন্যে, তাঁরই কাজে এসেছ। তুমি কেন সেই চরণে ঢলে পড়ে জন্ম সার্থক করলে না ফুল?

সনাতন চলিতে লাগিলেন। অদূরে হস্তিযূথ দৃষ্ট হইল। সনাতন নির্ভয়ে তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, কাহাকে তোমরা বনময় খুঁজে বেড়াচ্ছ? সেই বনবিহারীকে? যিনি বনের রাজা, তোমাদের রাজা, আমার রাজা, পৃথিবীর রাজা, সেই রাজার রাজাকে বুঝি খুঁজে বেড়াচ্ছ? তাঁকে একবার দেখে আমারই মত বুঝি উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে বিশ্বময় ছুটে বেড়াচ্ছ। আহা তিনি বড় দয়াল, তাঁকে যে খোঁজে, সেই তাঁর দর্শন পায়। খোঁজ, খোঁজ, বনময় পাতি পাতি করে খোঁজ; খুঁজলেই তাঁর দর্শন পাবে—এই বনের ভিতরই তিনি তোমাদের দর্শন দিতে আসবেন।

হস্তি-যূথ অদৃশ্য হইল। সনাতন চলিতে লাগিলেন। যখন ক্ষুধা অনুভব করিলেন, তখন গাছের ফল পাড়িয়া ঝরণার ধারে বসিলেন। ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করিয়া সনাতন আবার পথ চলিতে লাগিলেন। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই বনের ভিতর অন্ধকার। সনাতন এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইল; এত গাঢ়, এত নিবিড় যে, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও সনাতন আর দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু তিনি নির্ভয়। হৃদয়মধ্যে

প্রভু আলো করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। আলো যাহা দেখায়, তাহা অস্থায়ী, মিথ্যা ; অন্ধকার যাহা দেখায় তাহা স্থায়ী, সত্য। সনাতন বাহিরের অনিত্য ছাড়িয়া ভিতরের নিত্যকে দেখিতে লাগিলেন। যখন আনন্দ উথলিয়া উঠিল, তখন গদগদচিত্তে গান ধরিলেন,—

একটিও আশা হৃদয়ে নাই যাহাতে তুমি জড়িত নও,
একটিও ক্ষোভ অন্তরে নাই যাহাতে তুমি লুকায়ে নও।
একটিও ছবি মানসে নাই যাহাতে তুমি অঙ্কিত নও,
একটিও সাধ প্রাণেতে নাই যাহাতে তুমি মিশায়ে নও।
বিন্দু রক্তও দেহেতে নাই যাহাতে তুমি বিম্বিত নও,
ক্ষুদ্র চিন্তাও আমাতে নাই যাহাতে তুমি সম্বিত নও॥

প্রভাতে উঠিয়া সনাতন আবার পথ চলিতে লাগিলেন। অচিরে ধূম দেখিতে পাইলেন ; বুঝিলেন নিকটে গ্রাম। সহসা পথপার্শ্ব হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, তক্রপান করবে ?"

সনাতন দেখিলেন, এক ব্যক্তি কলসপূর্ণ তক্র লইয়া পথপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছে। সনাতন বুঝিলেন, সে গোপ—দধি দুগ্ধ বিক্রয় তাহার ব্যবসা। কহিলেন, "আমি ভিখারী সন্ন্যাসী, তক্রের মূল্য কোথায় পাইব ?"

গোপ। আমি মূল্য চাই না, তুমি ঘোলটুকু পান করে আমাকে কৃতার্থ কর।

প্রথম অধ্যায়—সনাতন নীলাচলের পথে

সনা। তুমি কি প্রত্যহ ঘোল নিয়ে এস ?

গোপ। প্রত্যহ আসি ; যেদিন পথিক পাই, সে দিন পথিককে দি ; যে দিন না পাই, সে দিন ঐখানে ঢেলে দি।

সনা। তুমি মূল্য লও না কেন গোপ ?

গোপ। মূল্য একজন আমায় দিয়ে গেছেন—অনেক দিয়ে গেছেন—যুগ যুগ ধরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে তক্র পান করালেও তাঁর ঋণ শোধ হবে না।

সনা। তিনি কে, গোপ ?

গোপ। কে, তা' জানিনা। জানি শুধু তিনি আমার পিতা, আমার প্রভু, আমার বুক আলোকরা ধন।

সনা। কোথায় তাঁকে দেখলে ?

গোপ। ঐখানে, যেখানে আমি ঘোল ঢালি ঐখানে। সরে দাঁড়াও ঠাকুর, ওখানে পা দিও না ; ঐখানে দাঁড়ায়ে আমার প্রভু একদিন মধ্যাহ্নে আমার নিকট তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে তক্র চাইলেন। আমি তাঁহাকে কলস ধরিয়া দিলাম ; তিনি দুই হাতে কলস ধরিয়া তক্র-টুকু পান করিলেন। আমি মূর্খ, পাষণ্ড, তাঁর নিকট মূল্য চাহিলাম। তিনি কহিলেন, তুমিমূল্য লইয়া কি করিবে ? আমি কহিলাম, আমার মা ও স্ত্রী আছে, তাহাদের পালন করিতে হইবে। তাহা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন, তাঁহার পিছনে যে দুই ব্যক্তি আসি-তেছেন, তাঁহারা মূল্য দিবেন। বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

বলিতে বলিতে গোপের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সনাতন বুঝিলেন এ বুক আলোকরা ধন কে। গোপনন্দন বলিতে লাগিলেন, "দেখিলাম পশ্চাতে দুই ব্যক্তি আসিতেছেন। তাঁহারা নিকটে আসিলে আমি মূল্য চাহিলাম। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "যিনি তোমার ঘোল পান করেছেন গোপ, তিনি ভিখারী সন্ন্যাসী; আর আমরা সেই ভিখারীর দাসানুদাস; আমরা অর্থ কোথা পাব ভাই? প্রভু যখন তোমার ঘোল পান করেছেন, তখন তুমি ধন্য, তোমার বংশ ধন্য।' আমি তাঁহার কথা শুনিয়া গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইলাম; কলস উঠাতে গিয়া দেখি, কলস ভারি; ভিতরে চাহিয়া দেখি, কলস স্বর্ণে পূর্ণ।"

যুবক নীরব হইল। উভয়ে ধ্যানে দেখিতেছিলেন, প্রভু যেন তাঁহাদেরই সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাদের কথা শুনিতেছেন। সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন "তা'র পর?"

গোপনন্দন কহিল, "তার পর আমি প্রভুর পশ্চাৎ ছুটিলাম; আমাকে দেখিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিলাম, আমাকে অর্থ দিয়া ভুলাইলে হইবে না; আমি তোমার চরণে আশ্রয় চাই। প্রভু বলিলেন, 'আমার বরে তুমি জ্ঞান ও ভক্তিলাভ করিবে—সময়ে ডাকিয়া লইব – এখন সংসার করগে'।"

গোপনন্দনের নয়ন হইতে অশ্রু গড়াইতে লাগিল। সনাতন

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি তা'র পর হতেই প্রত্যহ এখানে ঘোল নিয়ে এস ?"

মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক গোপ সম্মতি জানাইল।

সনা। আমি তোমার সেই প্রভুর দাসানুদাস, আমি তাঁরই চরণ দর্শনে চলেছি।

গোপ। তিনি কোথায় থাকেন ?

সনা। নীলাচলে। তুমি যাবে ?

গোপ। না।

সনা। কেন ?

গোপ। তিনি বলেছেন এখন সংসার করতে ; যখন সময় হবে, তখন তিনি ডাক্‌বেন। আচ্ছা ঠাকুর, বলতে পার তিনি কে ?

সনা। তিনি স্বয়ং ভগবান্।

গোপ। না, না, অত বড় নাম বলো না, শুন্‌লে ভয় হয়। আমি যে মহাপাপী, ব্যবসা কর্‌তে গিয়ে কত লোককে ঠকিয়েছি, কত মিথ্যা বলেছি। আমি ভগবানের সাম্‌নে যেতে পারব না।

সনা। ভগবান্ দয়াময়, দণ্ডদাতা ন'ন। দণ্ড দেয় আমাদের কর্ম্ম, তাঁকে ডাক্‌লে তিনি আমাদের কর্ম্ম ক্ষয় করে দেন, অশ্রু দেখ্‌লে বুকে করে নিয়ে সান্ত্বনা দেন। তিনি আমাদের পিতা, তাঁকে ভয় কি ?

গোপ। তোমার ভগবান তোমার থাকুন, আমি তাঁকে চাই না। আমি চাই আমার সেই সোণার বরণ মদনমোহনকে। আহা কি দৃষ্টি, কি হাসি, কত দয়া, কত মিষ্ট কথা!

সনাতন তক্র পানান্তে প্রস্থান করিলেন। পথ চলিতে চলিতে পুনরায় পথভ্রান্ত হইলেন। চারিদিকে নিবিড় জঙ্গল, সন্ধ্যারও বড় বিলম্ব নাই। পৃথিবীময় শাঁক বাজিয়া উঠিয়াছে, আকাশময় দীপ জ্বালিবার ব্যবস্থা হইতেছে, বনময় হিংস্রক জাগিয়া উঠিতেছে। অন্ধকারে পথভ্রান্ত হইয়া সনাতন এক বৃক্ষমূলে বসিলেন এবং ভক্তিপূর্ণচিত্তে গান ধরিলেন—

আমি থাকি যেন সদা তোমারে লইয়া,
তোমারি ধ্যানেতে প্রভু, বিভোর হইয়া।
আমি সকল ছাড়িয়া (ওগো) সকল ভুলিয়া,
দিবানিশি থাকি যেন তোমারে লইয়া॥

সেই সুর লইয়া অদূরে কে গাইয়া উঠিল—

ওগো তোমার ওই অধরে অধর দিয়া,
ওগো প্রাণনাথ, হিয়ায় হিয়া মিশাইয়া;
আমি সকল ছাড়িয়া ওগো সকল ত্যজিয়া
সতত রাখিব তোমা নয়নে বাঁধিয়া।

সনাতন, গায়কের কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন; ডাকিলেন, "কে, উন্মাদ? এস মহাপুরুষ, কৃপাকরে আমায় দর্শন দেও।"

নেপথ্যে পুনরায় সঙ্গীত হইল—

দরশন দেও প্রিয়, কোথা আছ লুকাইয়া,
যুগভোর আছি বসে কত আশা লইয়া।

সনাতন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মহাপুরুষ, দেখা দেও, আমায় পাগল করো না।"

কোথায় কে? কোনও শব্দ নাই—সব নিস্তব্ধ। সনাতন উঠিয়া নিকটে অনুসন্ধান করিলেন, অন্ধকারে কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলেন না। অধিকন্তু বৃক্ষকাণ্ডে আহত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সনাতন দেখিলেন, তাঁহার অঙ্গময় গলিত কুষ্ঠ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আহ্বান

এদিকে সপ্তগ্রামে রঘুনাথকে লইয়া হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। রঘুনাথ উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে ঘুরিয়া বেড়ান, বিষয়াদি দেখেন না; তবে পিতার ঠিক যে অবাধ্য, এ কথা বলা যায় না। ভ্রমণে, শয়নে সকল সময়ে রঘুনাথ

নজরবন্দী। আহা, বংশের একমাত্র দুলাল পাগল হ'য়ে গেল! হিরণ্য ভেবে ভেবে কেমন এক রকম জড় পিণ্ডের ন্যায় হয়ে গেছেন।

একদা প্রভাতে অন্তঃপুর মধ্যে কোন এক সুসজ্জিত কক্ষ-মধ্যে বসিয়া হিরণ্য তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরকে বলিতেছিলেন, "কি করা যায় বল দেখি, ছেলেটাকে নিয়ে ত কোন সুখ হ'ল না!"

গোব। আমাদের মনুষ্য জন্ম বৃথা হ'ল।

হির। বিয়ে দিলেম, এমন বউ – রূপে গুণে লক্ষ্মী সরস্বতী।

গোব। বউটা রোজ রাতে কাঁদতে কাঁদতে ঘর হ'তে বেরিয়ে আসে।

হির। আসবেই ত! পাগল নিয়ে ভরসা করে কে রাত কাটাতে পারে।

গোব। আহা, বউ-মা আমার সাবিত্রী; কাঁদেন আর বলেন, কেন পাগলের সঙ্গে আমার বিয়ে হলো গো।

হির। বলবেনই ত।

গোব। আহা, যদি একটা খুদ কুঁড়োও হ'ত!

হির। হ্যাঁ, আমাদের ভাগ্যিতে ওর আবার ছেলে হবে!

গোব। আর দেখ দাদা, ও যদি শোনে যে, রাজ্যের মন্ত্রীরা বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেছেন, তা'হ'লে ওকে আর ধরে রাখতে পারব না।

হির। কিছুতেই পারব না।

গোব। আজ এক বছর খবরটা লুকিয়ে রেখেছি, যদি দৈবাৎ শুন্‌তে পায়—

হির। আরে বাপ্‌রে! যদি দৈবাৎ শুন্‌তে পায়—

গোব। আচ্ছা দাদা, এক কাজ করলে হয় না—

হির। কর, কর, এখনি কর।

গোব। ওকে শুনিয়ে দি, আমরা দত্তক পুত্র নিচ্ছি—

হির। দত্তক নিচ্ছি? বেশ শুনিয়ে দেও।

গোব। তা'হলে ওর ভয় হবে, ভাব্‌বে এতটা বিষয় হাত ছাড়া হবে। এখন জানে ওর সব।

হির। বেশ তাই কর; কবে দত্তক নিচ্ছ?

গোব। নেব না, শুধু ভয় দেখাব।

হির। ওঃ তাই! বেশ ভয় দেখাও।

যাঁর কথা হইতেছিল, তিনি সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথ ভাবে ঢুলু ঢুলু; যেন দূরে কি দেখিতেছেন, যেন আকাশে কি শুনিতেছেন। রঘুনাথ সম্মুখে পিতাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা তোমরা আমার শত্রু না মিত্র?"

গোব। ছি ছি এ কথা কেন? আমাদের মত তোমার হিতাকাঙ্খী আর কে আছে বাবা?

হির। নেই ত, কোথাও নেই।

রঘু। বাবা, তবে কেন আমায় জোর করে ধরে রাখ্ছ ?

গোব। তোমার ভালর জন্যেই রাখ্ছি।

রঘু। আমি বুকে পাথর নিয়ে দিন রাত কেঁদে কেঁদে বেড়াব, এই কি আমার ভাল ?

গোপ। তোমার মাথা খারাপ হ'য়েছে, তাই এ রাজ-সম্পদকে পাথর মনে করছ।

রঘু। গৌড়ের উজির ও মন্ত্রীরও কি তা'ই হ'য়েছিল ?

সর্ব্বনাশ! রঘুনাথ তা'হলে কথাটা শুনেছে! পিতাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া রঘুনাথ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল বাবা, নিরুত্তর রইলে কেন ? রূপ ও সনাতনের মাথাও কি বিকৃত হয়েছিল ? নরহরি গদাধর, লোকনাথ ভূগর্ভ, গোপাল ভট্ট রঘুনাথ ভট্ট, তাঁদের মাথাও কি বিকৃত হয়েছে ? ঐশ্বর্য্য, গৃহ, মাতা, পিতা সব ত্যাগ করে এঁরা কি জন্যে ভিখারী সেজেছেন, তা' কি একবার তলিয়ে বুঝে দেখেছ ? যে সুখের জন্যে তাঁরা সব ছেড়েছেন, সে সুখের তুলনায় রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, আত্মীয় স্বজন কিছুই যে নয় বাবা! কেন এমন ভুল বুঝছ ?"

গোব। আমরা ভুল বুঝছি, না তুমি ভুল বুঝছ ?

রঘু। আচ্ছা বাবা, একবার প্রাণ খুলে কৃষ্ণ বলে ডাক দেখি।

গোব। আমরা কি কৃষ্ণ বলে ডাকিনি যে, তুই আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষে দিতে এসেছিস ?

দ্বিতীয় অধ্যায়—আহ্বান

রঘু। না, সে রকম ডাক নয়; তোমরা যে ঝুলির ভেতর মালা রেখে জপ করবে আর বিষয় কাজ দেখবে, তা' হ'বে না; তুমি আমার সঙ্গে এক বার কৃষ্ণ বলে ডাক দেখি। ডাকতে না ডাকতেই দেখবে তোমার সাম্‌নে সব নীল হয়ে গেছে, আর সেই নীলের ভিতর হ'তে নীলকান্তমণি ফুটে উঠছেন। একবার যদি দেখ, তিনি কত সুন্দর, তা'হলে পৃথিবীর কিছুই তোমার আর ভাল লাগ্‌বে না। একবার ডেকে দেখ, বাবা!

হিরণ্য। ডেকো না গোবর্দ্ধন, ডেকো না; আমি দেখেছি, ডাক্‌লে কি হয়—হরিদাস ও রঘুকে মাতালের মত মাটীতে পড়ে লুটোপুটি খেতে দেখেছি; ও বাবা! সে কাণ্ড কি ভোলবার!

রঘুনাথ। বুঝে দেখ না বাবা, কোন্ শক্তির বলে সুস্থ মানুষ এমন চঞ্চল হয়? নামের এমনি মহিমা, এমনি শক্তি যে, পাষাণকেও মাতাবে, কাঁদাবে। একবার ডেকে দেখ না, বাবা!

গোবর্দ্ধন। আচ্ছা, তোর সঙ্গে একবার ডেকে দেখি।

হিরণ্য। ডেকো না ভাই, অমন কাজও করো না, শেষকালে কি তোকেও হারাব! আমাদের পিতৃপুরুষ হ'তে যা' চলে আসছে, তাই কর। ভাল ভাল পুরুত লাগাও, ভোগের বরাদ্দ বাড়াও, ব্যস্।

গোবর্দ্ধন। দাদা তুমি কি আমায় এমনি পেয়েছ যে, কৃষ্ণ নামে আমি গলে পড়্‌ব? আমায় কেউ কিছুতে টলাতে পারবে না। ছোঁড়াটা ধরেছে, যদি দু'বার নাম করলে খুসী হয়, করি না কেন?

হিরণ্য। না ভাই, ও সবে কাজ নেই; কি হ'তে কি হ'য়ে পড়বে। কি যে ঢং উঠেছে, না লাফালে চেঁচালে ভজন হয় না! এ কি বাবা! ভগবানকে ডাকতে ইচ্ছে হ'য়েছে, বেশ, মনে মনে ডাক; তা' নয়, লাফালাফি কুঁদোকুঁদি জড়াজড়ি। আবার তা'র সঙ্গে আছেন ভেউ ভেউ। এ সব দেখ্‌লে শুন্‌লে ভগবান্ সে অঞ্চল ছেড়ে পালান।

গোবর্দ্ধন। সে কথা ঠিক্। আমার সময় সময় মনে হয়, এ সব ভূত প্রেতের কাণ্ড; নইলে এত হুড়োমুড়ি করে কেন?

হিরণ্য। কাজ নেই ভাই, ও সব ঝঞ্ঝাটে—

রঘুনাথ। চুপ কর—ঐ শোন—আকাশে একটা গান উঠেছে; না, এত গান নয়—এ যে বংশীধ্বনি—অনেক দূর হ'তে, বুঝি বা পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে কে বাঁশী বাজাচ্ছে। কি মিষ্ট, কি মধুর! এ ধ্বনিতে যে সব ভরে গেল, পৃথিবীর চীৎকার ডুবে গেল—বিশ্বময় শুধু বংশীধ্বনি। আমার কাণের ভিতর দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে এ ধ্বনি আমাকে সুরময় করে

তুলেছে। আর ত কিছু শুনতে পাচ্ছি না—সব সুর; প্রত্যেক রক্তবিন্দু সেই সুরে ধ্বনিত হ'চ্ছে। এ কি, ধ্বনির কি রূপ আছে? এ যে অতি মোহন রূপ! রূপে আমার হৃদয় ভরে গেল, বিশ্ব সংসার রূপে আলো হ'ল।

রঘুনাথ বিহ্বলচিত্তে ধরণীপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িলেন। গোবর্দ্ধন 'জল' 'জল' করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। হিরণ্য গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "উঁহু জলে কিছু হবে না; রঘু রূপ চায়; রূপ এখন কোথায় পাই? হয়েছে—বউমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে ত্বরায় নিয়ে এস; চল, আমরা অন্তরালে দাঁড়িয়ে দেখি ব্যাপারটা কতদূর দাঁড়ায়।"

ব্যবস্থাটা গোবর্দ্ধনের পছন্দ না হইলেও তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। রত্নভুষিতা ইল্ললা সত্বর আসিয়া স্বামী-সন্নিধানে দণ্ডায়মানা হইলেন। রঘুনাথ তাহা লক্ষ্য করিলেন না; তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আহা কি রূপ!"

ইল্ললা স্বামীর সম্মুখে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার রূপ দেখে তুমি এমন ক্ষেপে উঠেছ?"

রঘুনাথ। তুমি কে? তুমি কি সেই রূপময় রূপ? না, না, তুমি অতি কুৎসিৎ; সরে যাও, আমি তোমাকে চাই নে।

ইল্ললা। বুঝেছি তোমার মন তোমাতে নেই। ঠাকুরকে বলছি ত তোমার আর একটা বিয়ে দিন, আমি বাপের বাড়ী চলে যাই।

রঘুনাথ। তুমি আমার সামনে এস না ইল্ললা। তুমি এলে আমার যা' কিছু সুন্দর সব সরে যায়।

ইল্ললা। তা'ত যাবেই; পত্নী থাক্‌লে উপ-পত্নী আসতে পারে না।

রঘুনাথ। উপ-পত্নী? সে কে?

ইল্ললা। যা'র রূপে তুমি পাগল।

রঘুনাথ। সে পুরুষ কি স্ত্রী, তা'ও ত আমি কখন ভেবে দেখি নি; তুমি ও-সব কথা আর বলো না।

ইল্ললা। তা' বই কি; আমি চুপ করে থাকি, আর তুমি যা' ইচ্ছে তাই কর। একবার তোমার সেই রূপকে পেতাম ত ঝাঁটাপেটা করে ছাড়তুম।

রঘুনাথ। পাপিষ্ঠা! না—অভিসম্পাৎ করব না। প্রভু, অবোধকে ক্ষমা করো।

ইল্ললা। ম্যাগে! এইবার শাপমন্নি ধরেছে, তারপর মারবে। কত অধর্ম্ম করেছিলাম, তাই এ ঘরে পড়েছি।

ইল্ললা চোখে বস্ত্র দিয়া প্রস্থান করিলেন। রঘুনাথ তদবস্থায় ভূপৃষ্ঠে বসিয়া রহিলেন। নয়ন অর্দ্ধমুদ্রিত; মন, প্রভুর চরণধ্যানে নিরত। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া রঘুনাথের পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। রঘুনাথ বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত; তাঁহাদের লক্ষ্য করিলেন না। সহসা বলিয়া

উঠিলেন, "ওই যে বাঁশী আবার বেজে উঠেছে—সব ভাসিয়ে, সব ডুবিয়ে বাঁশী আবার তরঙ্গ নিয়ে ছুটেছে! আকাশ পৃথিবী সব নিস্তব্ধ, শুধু সুরতরঙ্গ! আহা কি সুন্দর, কি মধুর!"

রঘুনাথ সুর শুনিতে শুনিতে বিহ্বল হইলেন। সহসা বংশী নীরব হইল, সুর ভাসিতে ভাসিতে দিকদিগন্তের গর্ভে মিলাইয়া গেল। রঘুনাথ মাথা তুলিয়া মুক্ত বাতায়ন-পথে শূন্য আকাশ পানে চাহিলেন। বুঝি সুরকে খুঁজিতে লাগিলেন। অনন্ত আকাশের সামান্য একটু স্থানে আঁখি ও মন আবদ্ধ করিয়া সুর অথবা সুরের দেবতাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সহসা দেখিলেন, সেই সামান্য স্থানটুকুতে নীলাকাশ উদ্ভিন্ন করিয়া একটা স্বর্ণবর্ণজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইল। প্রথমে অস্পষ্ট, ক্রমে স্পষ্ট হইয়া আকাশতলে ফুটিয়া উঠিল। জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে অবয়ব গ্রহণ করিল। রঘুনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন ; বলিলেন ; "এ কি! এ যে একখানি হাত! কি সুন্দর! কি জ্যোতির্ম্ময়! এ যে আমার প্রভুর হাত! সহসা আকাশে কেন? ও কি! আমাকে ডাক্‌ছ? আমার সময় হ'য়েছে দয়াল? যাই, যাই, প্রভু—"

রঘুনাথ ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠিয়া ছুটিলেন ; গোবর্দ্ধন তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন ; বলিলেন, "কোথা যাও রঘু?"

রঘুনাথ উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "সরে যাও, পথ ছেড়ে দেও, প্রভু আমাকে ডাকছেন।"

গোবর্দ্ধন। স্থির হও বাবা, বসো—চঞ্চল হয়ো না।

হিরণ্য। আর স্থির হয়েছে—বদ্যি ডাক্‌তে পাঠাও।

রঘুনাথ। বাবা, ওই দেখ, আকাশের গায় প্রভুর সোণার হাত ফুটে উঠেছে; চেয়ে দেখ বাবা, কি সুন্দর! নীলসমুদ্রের মধ্যে কি রূপময় জ্যোতিঃ!

গোবর্দ্ধন বাতায়ন-পথে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "কই, আমি ত কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

রঘুনাথ। কেন দেখ্‌তে পাচ্ছ না বাবা? ওই যে তোমার চোখের সাম্‌নে সমস্ত বিশ্বের আলো ম্লান করে—

গোবর্দ্ধন। বদ্যিই ডাক্‌তে হ'ল—ছেলেটার মাথা বিগ্‌ড়েছে।

রঘুনাথ। বাবা, জ্যেঠা, তোমাদের কাছে কত অপরাধ করেছি, আমায় ক্ষমা কর; আমি চল্‌লুম।

গোবর্দ্ধন। কোথায় যাবে? দাঁড়াও।

রঘুনাথ। কি আমায় যেতে দেবে না? প্রভু আমায় ডাকছেন, তুমি যেতে দেবে না? তুমি আমার বন্ধ করবে? এই বাপের কাজ? আজ হ'তে তোমাদের সঙ্গে আমার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'ল। সাধ্য থাকে আমার পথ রোধ কর—আমায় বন্দী কর। তোমার অনুচরদের ডাক, তোমার যে যেখানে আছে ডাক, পৃথিবীর শক্তি একত্র কর—সাধ্য থাকে আমার পথ রোধ কর। আজ প্রভু আমায় ডেকেছেন, আমার চির-

কালের পিতা আমায় আদর করে ডেকেছেন, আমাকে কেউ আজ ধরে রাখ্‌তে পারবে না। (বাতায়ন সন্নিধানে ছুটিয়া গিয়া আকাশের প্রতি) যাই, যাই প্রভু, একটু অপেক্ষা কর, দয়া করে একটু অপেক্ষা কর; আমি চলেছি, দয়াল! কিন্তু—কিন্তু—

বলিতে বলিতে রঘুনাথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সামান্য শুশ্রূষায় তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তখন হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দ্বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। চতুর্দ্দিকে প্রহরী বসিল। রঘুনাথ বন্দী হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সনাতন—নীলাচলে

সনাতনের অঙ্গময় গলিতকুষ্ঠ, ক্লেদ নির্গত হইতেছে। তদ্ধেতু সনাতন দুঃখিত নহেন। তাঁহার বিশ্বাস, প্রভুর ইচ্ছা ব্যতীত বিশ্বে কিছুই ঘটিতে পারে না। তাঁহার ইচ্ছাতেই আজ এই ঘৃণ্য রোগ। আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ এই দারুণ ব্যাধি সনাতন মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন।

সনাতন নীলাচলে আসিয়া হরিদাসের বাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া লইলেন। সনাতনের জাতি নাই, তিনি মুসলমানের নিমখ্ খাইয়া হিন্দুর জাতি মারিয়াছেন, দেবমন্দির ভাঙ্গিয়াছেন; হিন্দু সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিবে কেন? সনাতন আপনাকে মানবমাত্রেরই অস্পৃশ্য বিবেচনা করিয়া সদাশয় ও মহাপ্রেমিক হরিদাসের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

হরিদাসের তখন অনেক বয়স; তিনি প্রভুর চেয়ে পঁয়ত্রিশ বৎসরের বড়, এমন কি নিত্যানন্দের চেয়েও তেইশ বছরের বড়; তবে তাঁহার গুরু অদ্বৈতাচার্য্যের চেয়ে সতর বছরের ছোট। বয়সের সঙ্গে তাঁহার দেহ কিছু স্থূল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি চিরদিনই কিঞ্চিৎ স্থূল, তবে ইদানীং কিছু বাড়াবাড়ি। জপ করিবার আর সে শক্তি নাই; দেহ রাখিবার বাসনাও মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। মনকে বলেন, যদি তাঁকে ডাক্‌তেই পারবি না, তখন আর দেহ নিয়ে ফল কি।

সনাতন আসিয়া হরিদাসের চরণবন্দনা করিলেন; হরিদাস তাঁহাকে টানিয়া লইয়া বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন। প্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে প্রভু সপার্ষদ তথায় উপনীত হইলেন। প্রভুকে দর্শনমাত্র উভয়ে তাঁহার চরণে পড়িলেন। প্রভু, সনাতনকে চিনিবামাত্র দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। সনাতন পিছাইয়া গেলেন;

বলিলেন, "প্রভু, আমাকে স্পর্শ করিবেন না—আমি কুষ্ঠগ্রস্ত—অস্পৃশ্য।" প্রভু সে কথা কাণে তুলিলেন না, তিনি বলপূর্ব্বক সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর অঙ্গে ক্লেদ লাগিয়া গেল, তদ্দর্শনে ভক্তেরা মনে ব্যথা পাইলেন।

সনাতন হরিদাসের আশ্রমে রহিয়া গেলেন। হরিদাসের জন্য প্রভুর কিঙ্কর গোবিন্দ প্রত্যহ প্রসাদ আনিতেন। প্রভুর ইচ্ছায় সনাতনের জন্যেও সেইরূপ আসিতে লাগিল। এইরূপ কিছু-কাল অতিবাহিত হইল। সনাতনের অভিপ্রায়, জগন্নাথদেবের রথচক্রতলে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। রথেরও আর বড় বিলম্ব নাই। সনাতন আসিয়াছিলেন, বৈশাখ মাসে; এক্ষণে আষাঢ় মাস। তিনি একদিন হরিদাসকে বলিতেছিলেন, "প্রভুর কাছে শুনিলাম অনুপ দেহত্যাগ করিয়াছে আর রূপ এখানে দশমাস থাকিয়া বৃন্দাবনে গিয়াছে। আমি এখানে একা; আমি এ রোগক্লিষ্ট অকর্ম্মণ্য জীবন আর বহন করি কেন?"

হরিদাস। তুমি কেমন করে জানলে তোমার জীবনে কোন প্রয়োজন সাধিত হ'বে না?

সনা। প্রভু বলেছেন, বৃন্দাবনে হরিনাম প্রচার করতে; কিন্তু যে অস্পৃশ্য, ব্যাধিগ্রস্ত, তা'র নিকট কে আসবে? তা'র মুখের হরিনামই বা কে গ্রহণ করবে?

হরি। প্রভুইত বলেছেন, যে পরিমাণে তুমি লোকের

নিকট হ'তে ঘৃণা পাবে, সেই পরিমাণে তুমি কৃষ্ণকৃপা লাভ করবে।

সনা। আমিও তাঁর নিকট শুনিয়াছি, রোগ শোক, নিন্দা অপবাদ, ঘৃণা অপমান সবই ভগবান পাপক্ষয়ের নিমিত্তে প্রেরণ করেন। যাহারা সুখে ঐশ্বর্য্যে আত্মপরিজন লইয়া আছে, তাহারা ভগবান্ হইতে অনেক দূরে। কিন্তু আমার কথা এই, যে নিজে ঘৃণ্য অস্পৃশ্য, সে হরিনাম প্রচার করিবে কিরূপে?

হরিদাসের একটী বালক ভৃত্য ছিল, সে বোবা ও কালা; নাম রঘুয়া। তাহার কেহ কোথাও নাই; হরিদাস তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। হরিদাস যাহা প্রসাদ পাইতেন, তাহারই কিয়দংশ বালকের জন্য রাখিয়া দিতেন। বালকের কোনই কাজ ছিল না; হরিদাস যখন জপ করিতেন, তখন বালক তাঁহার নিকট হইতে কিছু দূরে বসিয়া হরিদাসের পানে চাহিয়া থাকিত। যখন হরিদাস, সনাতন বা অপর কোন ভক্তের সহিত আলাপাদি করিতেন, তখন বালক আশ্রমের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিত। প্রভুর দর্শন পাইলে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, কিন্তু কখন তাঁহাকে প্রণাম করিত না, বা তাঁহার নিকটে আসিত না। সে এক্ষণে কূটীরের বাহিরে ছিল, সহসা ছুটিয়া আসিয়া য়ঁ্যা য়ঁ্যা করিতে লাগিল, হরিদাস বুঝিলেন, প্রভু আসিতেছেন। উভয়ে পিঁড়া হইতে নামিয়া উঠানে আসিলেন। প্রভু একা। সনাতন বুঝিলেন অন্তর্যামী

ভগবান্ তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে আসিয়াছেন; তাই প্রভু একা আসিয়াছেন, উভয়ে চরণবন্দনা করিলেন; প্রভু যখন আলিঙ্গনোদ্যত হইলেন, তখন সনাতন পিছাইয়া গেলেন। প্রভু ডাকিলেন, "সনাতন, নিকটে এস।"

সনা। ক্ষমা করবেন প্রভু, নিকটে আর যাব না; আমার অঙ্গের ক্লেদ, আপনার অঙ্গে লেগে যায়, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না।

প্রভু; সনাতনকে ধরিবার জন্য যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সনাতন তত পিছাইতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "সনাতন, আমি সন্নাসী, বিষ্ঠা চন্দনে আমার সমজ্ঞান হওয়া উচিত।"

সনা। আমি ত সন্ন্যাসী নই প্রভু, সুতরাং সমজ্ঞান আমাতে সম্ভব নয়। আমি কেমন করে সহ্য করব, তুমি এই দুর্গন্ধময় ক্লেদ শ্রীঅঙ্গে মাখবে। যাঁর চরণে লোকে তুলসী চন্দন দেয়, তাঁর অঙ্গে আমি ক্লেদ দেব? আমি পারব না প্রভু, ক্ষমা কর।

প্রভু। তোমার অঙ্গে দুর্গন্ধ কোথা? আমি ত চন্দনের গন্ধ পাই।

বস্তুতই সনাতনের অঙ্গে চন্দন গন্ধ; সনাতন ছাড়া সকলেই সেটা উপলব্ধি করিয়াছেন। যে দিন প্রভু, তাঁহাকে প্রথম আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করেন; সেই দিন হইতেই সনাতনের অঙ্গে চন্দন গন্ধ।

সনাতন উত্তর করিলেন, "যাঁর অঙ্গে পদ্ম গন্ধ তিনি দুর্গন্ধ কোথাও পান না।"

প্রভু পরাস্ত হইলেন। কহিলেন "তুমি জান সনাতন, ভক্তের অঙ্গ আমার নিকট কত প্রিয়।"

সনাতন। জগতে আমার একটীও ভক্ত নেই, আমি কেমন করে তা জানব প্রভু?

প্রভু তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া সনাতনকে ধরিলেন এবং তাঁহাকে বক্ষের উপর অতি প্রীতিভরে টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিলেন। প্রভুর সোনার অঙ্গ ক্লেদে ভরিয়া গেল। সনাতন মর্ম্মাহত হইলেন। তারপরে প্রভু দুইজনকে দুই হাতে ধরিয়া আনিয়া পিঁড়ায় বসিলেন এবং অতি গম্ভীরকণ্ঠে সনাতনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আত্মঘাতীকে তুমি ভক্ত বলে মনে কর কি সনাতন?"

সনাতন চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন "এ সব কথা কেন প্রভু?"

প্রভু। বল সনাতন, যে আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প, সে কি কৃষ্ণের নিকট অপরাধী নয়?

সনা। প্রভু, প্রভু—

প্রভু। শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস না হারালে কেহ আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হ'তে পারে না; সে শুধু নিজের সুখ দুঃখ অন্বেষণ করে—জগতের কল্যাণ, কৃষ্ণের করুণা এ সব কথা স্মরণেই আনে না। শুন

সনাতন, জীবনে কখন বিস্মৃত হয়ো না—কৃষ্ণ কখন নিষ্ঠুর নহেন—তিনি চিরকল্যাণময়।

সনা। ক্ষমা করুন প্রভু, আমি ভ্রম বুঝেছি।

প্রভু। উত্তম—আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম। আর এক কথা আছে, তুমি এক্ষণে নীলাচল ত্যাগ করিও না।

এমন সময় প্রভুর পার্ষদরা আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন। হরিদাস ও সনাতন তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রভুর সান্নিধ্য ত্যাগ করত উঠানে নামিয়া আসিলেন। প্রভু পুনরায় বলিলেন, "শুনেছ সনাতন, তুমি এক্ষণে নীলাচল ত্যাগ করিও না।"

সনা। প্রভু আমাকে ছুটী দিন, আমি বৃন্দাবনে যাই।

প্রভু। কেন তোমায় স্পর্শ করি, তাই? সনাতন, তুমি জান না, তুমি কত পবিত্র—তোমাকে স্পর্শ করিলে দেবতারাও পবিত্র হন। কেন তুমি অকারণ সঙ্কুচিত হও?

সনা। প্রভু, এ অস্পৃশ্য পামরকে এত করে বাড়িয়ে তুলবেন না।

প্রভু। তোমার দৈন্যে আমি মুগ্ধ হইলাম, তুমি বর প্রার্থনা কর।

সনা: প্রভু, আপনি যথন আমার সন্মুখে তখন ত আমার চাইবার কিছু নেই।

প্রভু। না সনাতন, তা হ'বে না; তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর—আমাকে প্রত্যাখ্যান করিও না।

সনা। প্রভু যখন দাসের প্রতি এতই প্রসন্ন, তখন এই বর চাই —প্রভু ক্ষমা করবেন, আপনার সৃষ্টির যদি কোন বিঘ্ন না ঘটে—তবে এই বর প্রদান করুন, যেন এই মূক বধির অনাথ বালক বাক্ ও শ্রবণ শক্তি লাভ করে।

"তথাস্তু।"

সনাতন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। ভক্তবৃন্দ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

প্রভু কহিলেন "সনাতন, দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর।"

সনা। প্রভু, আর, আমার চাইবার কিছু নেই, ক্ষমা করুন।

প্রভু। তোমার রোগমুক্তি?

সনা। না, না, প্রভু—আমি এ বেশ আছি; আমি সম্মান লইয়া কি করিব? ঘৃণাই আমার সম্পদ্। ব্যাধি আমাকে দৈন্য শিখাইয়াছে আবার আমার পুঞ্জীকৃত পাপরাশি ক্ষয়ও করাইতেছে। তুমি যা দিয়াছ, তা আমি ছাড়িতে চাই না।

প্রভু। সনাতন, তুমি যথার্থ কৃষ্ণভক্ত; সকলের চেয়ে তুমি আমার প্রিয়। এস সনাতন, আমার হৃদয়ে এস, তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমি পবিত্র হই।

বলিয়া প্রভু উঠানে নামিলেন এবং সনাতনকে বক্ষে লইয়া অশ্রুপাত করিলেন। প্রভু যখন সরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সকলে দেখিলেন, সনাতনের দেহ ব্যাধিমুক্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

রঘুনাথ ও উন্মাদ

গভীর রাত্রি। রঘুনাথ কক্ষমধ্যে আবদ্ধ। রঘুনাথ দ্বার টানিয়া দেখিলেন—খুলিল না। ফিরিয়া বাতায়ন-পথে উদ্যানের দিকে নেত্রপাত করিলেন—বাতায়ন, লৌহদণ্ড দ্বারা সুরক্ষিত। বাহিরে শুধু অন্ধকার; বৃক্ষনিচয়, কৃষ্ণবর্ণ দৈত্যের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রঘুনাথ চিন্তিত অন্তরে আকাশ পানে চাহিলেন। সেখানে আর সে জ্যোতিঃ নাই, সুরের দেবতাও নাই। নক্ষত্র ছাড়া তথায় আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। রঘুনাথ ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় বসিলেন—কাতরপ্রাণে প্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন।

সহসা বাতায়ন-পথে কে ডাকিল, "রঘুনাথ!" রঘুনাথ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পুনরায় কে বলিল, "রঘুনাথ, এদিকে এস।" রঘুনাথ বাতায়নে আসিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি বাহিরে, উদ্যানের দিকে দাঁড়াইয়া আছে। আগন্তুক কহিলেন, "বাহিরে এস।"

রঘু। তুমি কে ?

আগ। সে পরিচয়ের কোন প্রয়োজন নেই।

রঘু। আমায় কোথায় নিয়ে যেতে চাও ?

আগ। নীলাচলে—তোমার প্রভুর কাছে।

রঘু। তবে চল, এখনি চল।

আগ। আমি বাতায়নের একটা দণ্ড সরায়েছি, তুমি এই পথে এস।

রঘুনাথ স্বল্পপরিসর পথে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গভীর অন্ধকার, আগন্তুক তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া আগে আগে চলিলেন। উদ্যান, উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীর-দ্বারে প্রহরী। আগন্তুক দ্বারের দিকে অগ্রসর না হইয়া এক নিভৃত স্থানে আসিলেন এবং স্বল্প আয়াসে প্রাচীরের শিরোদেশে উঠিলেন। রঘুনাথ তাঁহার কৌশল ও ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। প্রাচীরের মাথায় রজ্জুনির্ম্মিত অবতারণী সংরক্ষিত ছিল; অপরিচিত ব্যক্তি তাহা নামাইয়া দিলেন। রঘুনাথ তৎ সাহায্যে প্রাচীরের উপর উঠিলেন ও অপর পৃষ্ঠে নামিলেন।

রঘুনাথ এক্ষণে মুক্ত। দ্রুতপদে নগর অতিক্রম করিয়া উভয়ে বনপথ ধরিলেন। অপরিচিত ব্যক্তি আগে আগে, রঘুনাথ পশ্চাতে। উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ নাই—বাক্যালাপের অবসরও

নাই। বনের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার, কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। পথ দেখা দূরে থা'ক, গাছ পালা ও নজর হইতেছে না। সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্য দিয়া অপরিচিত ব্যক্তি অতিদ্রুতপদে নির্ভীকচিত্তে অগ্রসর হইতেছেন। এত দ্রুত যাইতেছেন যে, রঘুনাথকে সময় সময় ছুটিয়া তাঁহার সঙ্গ লইতে হইতেছে। যখন অরুণোদয়, তখন অপরিচিত ব্যক্তি কহিলেন "রঘুনাথ বসো, ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ।"

রঘুনাথ বসিলেন; অপরিচিত ব্যক্তির পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, তাঁহার মুখের ভূরিভাগ কেশে আবৃত; বয়স নির্ণয় করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "আপনার কৃপায় আজ আমি মুক্ত।"

অপরিচিত। কৃপার মালিক আমি নই, এক জনের হুকুমে দুনিয়া চল্‌ছে।

রঘু। আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

অপ। আমার আবার পরিচয় কি?—আমি ভবঘুরে।

রঘু। আপনাকে কি বলে ডাকবো?

অপ। ডাকবার প্রয়োজন হবে না—আমি এইখান হতেই বিদায় নিচ্ছি।

রঘু। আপনি নীলাচলে যাবেন না?

অপ। না; তুমি যাও। এই পথে যেও; যদি পথ ভুল হয়

বা বিপদে পড়, তবে কৃষ্ণকে ডেকো ; তিনি তোমায় পথ দেখিয়ে দেবেন, বিপদে রক্ষা করবেন।

রঘু। আপনি এই বনের ভিতর কোথায় যাবেন ?

অপ। তা'ত জানিনে কোথায় আবার যেতে হয় ; কর্ত্তাত আমি নই। কর্ত্তা হ'লে বলতে পারতুম কোথায় যাব।

অপরিচিত ব্যক্তি প্রস্থান করিলেন। রঘুনাথ হাত মুখ ধুইয়া আবার চলিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। তাঁহার পরিধানে একখানি বসন, অঙ্গে পেটাঙ্গি মাত্র ; দ্বিতীয় বস্ত্র নাই, কপর্দ্দকও সম্বল নাই। আহার করেন, গাছের ফল, পান করেন নদী বা ঝরণার জল, শয়ন করেন তরুতলে। যেখানে ফল অপ্রাপ্য সেখানে উপবাস, যেখানে জল নাই সেখানে নিরম্বু, যেখানে বৃক্ষ নাই সেখানে উন্মুক্ত আকাশ, রঘুনাথ এই ভাবে দিনের পর দিন ছুটিয়াছেন নীলাচল অভিমুখে। মুখে কৃষ্ণনাম, হৃদয়ে গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি। পাখীর কূজনে, বন্যজন্তুর চীৎকারে শুনিতেছেন, কৃষ্ণনাম ; বৃক্ষপত্রে, ফুলের অঙ্গে দেখিতেছেন, গৌরাঙ্গরূপ। প্রভুর কাছে যাইতেছেন, আনন্দে অধীর—ছুটিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। আবার ভয়ও আছে, পাছে শত্রুরা, অর্থাৎ পিতার অনুচরেরা আসিয়া ধরে। খোলা মাঠ বা গ্রাম্যপথ না ধরিয়া জঙ্গল ভাঙ্গিয়াই চলিয়াছেন। অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, চরণ কণ্টকাহত ; নিদ্রা নাই, আহার নাই—আছে শুধু বিপুল আনন্দ।

চতুর্থ অধ্যায়—রঘুনাথ ও উন্মাদ

একদা মধ্যাহ্নে রঘুনাথকে এক ভল্লুকে তাড়া করিল। রঘুনাথ ভীত হইয়া দৌড়িতে লাগিলেন; কিন্তু শ্রান্ত চরণ টানিয়া লইয়া বনপথে বড় বেশী দূর যাইতে পারিলেন না। সেই অপরিচিত ব্যক্তির উপদেশ সহসা মনে পড়িল; তিনি দৌড়িতে দৌড়িতে ডাকিলেন, "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, আমায় রক্ষা কর।" কৃষ্ণ যে সে আহ্বান শুনিতে পাইলেন, এরূপ মনে হইল না। ভল্লুক নিকটবর্ত্তী; রঘুনাথ উপায়ান্তর না দেখিয়া এক বৃক্ষোপরি উঠিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অভ্যাস নাই, পারিলেন না। তিনি সকাতরে বলিলেন, "ভল্লুক, আমায় মেরো না, আমি কৃষ্ণদর্শনে চলেছি—আমায় মেরো না। আগে তাঁকে একবার দেখে আসি, তা'র পর যা' হয় করো।" ভল্লুক সে প্রার্থনা যে মঞ্জুর করিল, এরূপ বুঝা গেল না; সে আক্রমণোদ্যত হইল। রঘুনাথ তখন চক্ষু মুদ্রিত করত সহায়শূন্য হইয়া ডাকিলেন, "আমি আর পারিলাম না কৃষ্ণ, তুমি যা' হয় করো।"

সহসা এক চীৎকার শুনা গেল। একটী কৃষ্ণবর্ণ বালক জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সে দেখিল, ভল্লুক একটি নিরাশ্রয় যুবককে আক্রমণোদ্যত; সে তখন তাহার কাঠেরবোঝা ভল্লুকের মাথার উপর সজোরে নিক্ষেপ করিয়া কুঠার লইয়া দাঁড়াইল। ভল্লুক দেখিল, এবার এরা দলে ভারি; সুতরাংপলায়নই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অতি তৎপরতার সহিত ভল্লুক স্থানান্তরে প্রস্থান রিল।

রঘুনাথ কহিলেন, "তুমি কে ভাই, আমার জীবন রক্ষা করলে ?"

বালক। আমি ভাই বড় কাঙ্গাল; কাঠ ভেঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তোমার চীৎকার শুনে ছুটে আসি।

রঘুনাথ। আমি ত ভাই, চীৎকার করিনি, আস্তে আস্তেই ভগবানকে ডেকেছিলাম।

বালক। তুমি কি মনে কর ভাই, খুব চেঁচিয়ে না ডাক্‌লে তোমার ভগবান্ শুনতে পান না ?

রঘুনাথ। তুমি ত আর ভগবান্ নও ভাই, তুমি কেমন করে আমার ডাক্ শুন্‌তে পেলে ?

বালক। আমি যে তোমার খুব কাছেই ছিলাম, তুমি আমায় দেখ্‌তে পাও নি; তুমি যে তখন চো'খ বুজে ছিলে। আমার তখন বড় আনন্দ হ'য়েছিল।

রঘুনাথ। আনন্দ কেন ?

বালক। কি জানি ভাই, কেউ চো'খ বুজে ভগবানকে ডাক্‌লে আমার ভারি আনন্দ হয়।

উভয়ে চলিতে লাগিলেন। রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোথা ভাই ?"

বালক। সে দুঃখের কথা আর জিজ্ঞেস করো না ভাই; কোথায় যে বাড়ী বলি তা' ঠিক করতে পারছি না। আচ্ছা

ভাই, যেখানে ভালবাসার লোক থাকে, সেই বাড়ী ; কেমন না ?

র। হাঁ।

বা। এখানে আমায় কেউ ভালবাসে না ; নীলাচলে আমার আপন জন আছে, আমি সেখানে চলেছি।

র। তুমি নীলাচলে যাবে ? বেশ হয়েছে, একসঙ্গে যাব।

বা। তুমিও যাবে ?—বেশ। হাঁ ভাই, তোমার নাম কি ? বাড়ী কোথায় ?

র। আমার নাম রঘুনাথ, বাড়ী সপ্তগ্রামে ; না, না, নীলাচলে। যেখানে আমার প্রভু আছেন, সেইখানে আমার বাড়ী।

বা। প্রভু কে ?

র। তাঁকে চেন না ? আচ্ছা, তোমায় দেখাব ; তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

বা। শ্রীকৃষ্ণ কে ?

র। তা'ও জান না ? তিনি যে ভগবান্।

বা। কোন ভগবান্ টগবানের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় নেই ; আমি চাই আপন জন, বাপ্-মা, ভাই-বোণ—প্রভু ট্রভু, দেবতা-টেবতায় আমার কাজ নেই।

র। তুমি এখনও বড় ছেলে মানুষ, ধর্ম্মজ্ঞান হয় নি। আচ্ছা

ভাই, বল্‌তে পার, তোমার উপর আমার এত মায়া পড়্‌ছে কেন? সুন্দর ছেলে অনেক দেখিছি, কিন্তু তোমার মত এমনটা কখন দেখি নি; তুমি কে ভাই?

বা। আমি—আমি—আমার নাম প্রেমদাস; লেখাপড়া জানি নে, বড় কাঙ্গাল— বড় গরীব, একটু স্নেহের আশায় লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াই। যে ডাকে, তা'র কাজ করি। থাক্‌বার স্থানেরও ঠিক নেই; লোকে বলে, আমি বড় চঞ্চল,—আচ্ছা ভাই, তুমি গান জান?

র। ভাল জানিনে; নিজে রচনা করে চুপি চুপি নিজে গাই।

বা। আচ্ছা, একটা গান করনা ভাই।

র। আমার নিজের রচনা? কিন্তু সে ভগবানের নাম, তোমার হয়ত ভাল লাগবে না।

বা। আচ্ছা, গাও দেখি।

রঘুনাথ গান ধরিলেন—

ওগো দীন দয়াল, আমায় তোমারি করিয়া লও,
আমার সকল কাড়িয়া আমায় কাঙ্গাল করিয়া দাও।
গর্ব্ব অভিমান, ক্রোধ দ্বেষী কাম,
সকল কাড়িয়া লয়ে আমায় তোমারি করিয়া লও।
ধন জন পদ, কামনা গৌরব,
সকলি লইয়া প্রভু, আমায় কাঙ্গাল করিয়া দাও॥

বালক। বাঃ, বেশ গাইতে পারত। যদিও গান আমি ভাল বুঝতে পারলুম না, কিন্তু লাগল ভাল।

রঘু। তুমি একটা গাও না, প্রেমদাস!

বা। আমি গান কোথায় পাব? আমি গান শুনে বেড়াই, গান আমার বেশ লাগে।

রঘু। এত গান শুনেছ, একটা মনে করে বলনা।

বা। হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে, সেদিন একটা ঝাঁকড়াচুলো বনের ভিতর ব'সে গাচ্ছিল, মনে পড়েছে।

র। ঝাঁকড়াচুলো? তুমি তা'কে দেখেছ? আহা, সে আমার বড় উপকার করেছে। সে কে ভাই?

বা। একটা ভবঘুরে হ'বে; আজ এখানে, কাল সেখানে; আজ এর কাজ, কাল ওর কাজ, এই করে বেড়াচ্ছে। তুমি কি দিলে?

র। আমি কিছুই দিতে পারি নি ভাই, আমার কাছে কিছু ছিল না; শুধু কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।

বা। ওরে বাপ্‌রে! এতটা দিয়ে ফেলেছ? আমি হ'লে কৃতজ্ঞতা ছুঁড়ে ফেলে রেগে গরগর করে চলে যেতাম।

র। তবে তুমি কি চা'ও ভাই?

বা। বলেছি ত, আমি চাই ভালবাসা।

র। সে ত তুমি না চাইতেই পাও।

বা। না, পাই না। লোকে নিজেকেই ভালবাসে।

র। আচ্ছা এখন গাও।

প্রেমদাস গান ধরিলেন—

তুমি আসিবে বলিয়া, রেখেছি খুলিয়া,
আমার হৃদয়-দুয়ার।
আমি কত কাজে রত, আমার আছে কত শত,
তবু তোমারে ভাবি অনিবার।
আমি আপন বিলায়ে, তোমায় সকলি দিয়ে,
চিরতরে হ'য়েছি তোমার।
আমি কত ডাকি তোমায়, কত সাধি হে তোমায়,
তবু তুমি না হও আমার॥

রঘুনাথ। বাঃ, বেশ গান ভাই, কিন্তু ভাব বুঝতে পারলুম না।

বালক। তুমিও বুঝি আমার মত মুখ্খু?

রঘুনাথ। আমি মূর্খ কেন হব? আমি লেখাপড়া জানি।

বালক। আমি কিন্তু ভাই, মুখ্খুকে বড় ভালবাসি। যে পুঁথি নিয়ে বিদ্যের অহঙ্কার করে, তা'র কাছ হ'তে আমি সরে দাঁড়াই। আমি ভাই চল্লুম, তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া হ'ল না।

বালক ছুটিয়া পলাইল। রঘুনাথ পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে

ডাকিলেন, "ফিরে এস প্রেমদাস, আর আমি বিদ্যার কথা বলব না—আমি মূর্খ—তোমার চেয়ে মূর্খ—আমায় ফেলে যেও না।"

বালক ফিরিল না, সত্বর অন্তরালে অদৃশ্য হইল।

পঞ্চম অধ্যায়

সম্মিলন ও বিদায়।

রঘুনাথ আঠারো দিনের পথ বারো দিনে অতিক্রম করিয়া নীলাচলে আসিলেন। এই বারো দিনের মধ্যে তিন দিন তাঁহার আহার জুটিয়াছিল। যখন নীলাচলে প্রভুর সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার দেহ অস্থিচর্ম্ম সার। প্রভু রঘুনাথকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দান করিলেন; রঘুনাথের অঙ্গ জুড়াইয়া গেল—তাঁহার সকল কষ্টের অবসান হইল।

রঘুনাথ সমুদ্র স্নানে চলিয়াছেন; কিন্তু হরিদাসের পদ বন্দনা না করিয়া যাইতে পারেন না। তাঁহার আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, হরিদাস এক অপরিচিত ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন।

এই অপরিচিত ব্যক্তি সনাতন। রঘুনাথ দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন। হরিদাস বলিতেছিলেন, "তোমার মত জ্ঞানী ও পণ্ডিতের নিকট এ কথা শুনব প্রত্যাশা করিনি, সনাতন ঠাকুর।"

সনাতন। প্রেম কি এতই দুর্লভ?

হরিদাস। হাঁ, এতই দুর্লভ। শিখি মহাতি বা রামানন্দ রায়ের কথা যে উল্লেখ করিলে আমার বিবেচনায় তাঁহারাও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন নাই।

সনাতন। তবে কি জগতে কেহই কৃষ্ণপ্রেম পান নাই?

হরিদাস। বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম কেহই পান নাই। প্রেম কা'কে বলে প্রভু তাহা আচরণ করিয়া জীবকে দেখাইতেছেন, পরে আরও দেখাইবেন।

সনাতন। গোপীদের অনুরাগও কি প্রেম নহে?

হরিদাস। তাঁহাদের অনুরাগই প্রেম, আর তোমার আমার অনুরাগ প্রেম নয়। গীতায় বা গীতাধর্ম্মাশ্রয়ীর হৃদয়ে প্রেম নাই। প্রেমের কথা শু শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।

সনাতন উত্তর করিলেন না, নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রঘুনাথ অগ্রসর হইয়া হরিদাসের চরণে প্রণত হইলেন। হরিদাস তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সাদরে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং সনাতনের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন।

নাম শুনিবামাত্র রঘুনাথ তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। বলিলেন, "আপনি আমার আদর্শ, নিত্যপূজ্য, আজ বহু সৌভাগ্যে আপনার চরণধূলি মাথায় ধরিতে পাইলাম।" সনাতন আলিঙ্গন দানে রঘুনাথকে কৃতার্থ করিলেন।

পথের পরিচয় দিতে দিতে রঘুনাথ কহিলেন, "জঙ্গলের ভিতর এক বালক অদ্ভুত উপায়ে আমার জীবনরক্ষা করিয়াছে।"

হরি। কি রকম?

রঘু। এক ভল্লুক আমায় তাড়া করেছিল; আমি কৃষ্ণকে ডাকিতে ডাকিতে ছুটিতে লাগিলাম। যখন ছুটিতে আর পারিলাম না, তখন কৃষ্ণের উপর সমস্ত নির্ভর করে আমি মুদ্রিত নয়নে ভল্লুকের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ভল্লুক না এসে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে এক বালক এল! বালকের তাড়নায় ভল্লুক পালাল।

হরি। বালকটী দেখতে কেমন?

রঘু। অতি সুন্দর—কৃষ্ণবর্ণ। দেখ্‌লেই ভালবাস্‌তে ইচ্ছা হয়।

হরি। বাড়ী কোথায় বল্‌লেন?

রঘু। বল্‌লে বাড়ীর কোন ঠিকানা নেই; যেখানে ভাল-বাসার লোক থাকে সেই খানেই তা'র বাড়ী। আরও বল্‌লে নীলাচলে ত'ার ভালবাসার লোক আছে; নীলাচলে আমার সঙ্গে তাই আস্‌ছিল।

হরি। এলেন না কেন ?

রঘু। আসছিল ; আমি যেমনি বিস্তার গল্প করেছি, আর অমনি ছুটে পালাল ; বললে, পণ্ডিতের কাছে সে থাকে না।

হরিদাস নীরবে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার আঁখি বহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল ; অঙ্গে পুলক দৃষ্ট হইল, দেহ শীতে সহসা কম্পিত হইয়া উঠিল। ক্ষণমধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া জড়িতকণ্ঠে কহিলেন, "রঘুনাথ, ত্রিভুবনের নিধিকে তুমি পেয়েও ছেড়েছ। কাছে পেয়েও চিনতে পারলে না ? তোমারই বা অপরাধ কি ? তিনি কৃপা না করলে ব্রহ্মারও সাধ্য নাই তাঁহাকে চিনে উঠেন।"

রঘুনাথ স্তম্ভিত হইলেন ; অবশেষে ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যে গান বালক গাইয়াছিলেন, সে গানের অর্থও ক্রমে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল ; দুঃখে অনুতাপে রঘুনাথ দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

সেইদিন অপরাহ্নে রঘুনাথের জ্বর হইল ; তা' হইবারই কথা। পথশ্রম, উপবাস, মানসিক উদ্বেগ, সুখের দেহ সহ্য করিতে পারিল না। অষ্টাহ লঙ্ঘনের পর রাত্রিশেষে জ্বরত্যাগ হইল ; তখন তাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ হইল, কিন্তু প্রভুর প্রসাদ ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করিতে পারেন না। তখন মনে মনে প্রভুর জন্য রন্ধন আরম্ভ করিলেন। সূক্ষ্ম তণ্ডুল সংগ্রহ করিলেন,

নানাবিধ শাক সংগ্রহ করিয়া সুখে রন্ধন করিলেন এবং সুগন্ধ চাউলের পায়সান্ন রাঁধিয়া প্রভুর জন্য প্রতীক্ষা করিলেন। তা'র পর মনে মনে আসন পাতিয়া প্রভুকে সুখে বসাইলেন এবং তাঁহাকে আকণ্ঠ পুরিয়া খাওয়াইলেন।

মধ্যাহ্নে স্বরূপ দামোদর আসিয়া রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি অসময়ে প্রভুকে ভোগ দিয়াছ?"

রঘু। কই, আমি ত শয্যায় পড়ে আছি, স্নানও করিনি।

স্বরূপ। প্রভু বলছেন, তাঁর অজীর্ণ হ'য়েছে, তোমার রন্ধন নাকি উত্তম হ'য়েছিল।

রঘু। আমি কখন রাঁধিলাম?

স্বরূপ। তা' জানি নে; তুমি এত রকম শাক রেঁধেছিলে যে, প্রভু লোভে পড়ে সব খেয়েছিলেন, কিন্তু শেষে সহ্য করতে পারলেন না। তা'র উপর আবার অসময়ে নূতন গুড়ের পায়স।

রঘু। ওঃ হয়েছে। ও আমার প্রভু, তুমি খেয়েছ? দয়াল আমার, এ কাঙ্গালের উপর এত কৃপা!

রঘুনাথ ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িলেন। সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বরূপ চমৎকৃত হইলেন। রঘুনাথের তখন আর ক্ষুৎ তৃষ্ণা নাই, প্রভুকে দর্শন করিতে ছুটিলেন।

রথযাত্রা সন্নিকট। গৌড় হইতে ভক্তেরা আসিয়াছেন তাঁহারা সংখ্যায় প্রায় দুইশত হইবেন; নীলাচলের ভক্তও ব

কম নয়। সকলে সচল জগন্নাথকে দেখিতে আসিয়াছেন, অচলকে দেখিতে বড় কেহ ব্যাকুল নহেন। অচলের রথযাত্রা উপলক্ষ্য মাত্র।

প্রথম যাত্রার দিন প্রভাতে ভৃত্য রঘুয়া আসিয়া হরিদাসকে কহিল, "প্রভু আপনাদের ডাকছেন, তিনি রথের আগে দাঁড়িয়ে আছেন।"

হরিদাস ও সনাতন ছুটিয়া চলিলেন। মন্দিরের সন্নিকটে আসিয়া দেখিলেন, বিষম জনতা। প্রভু রথাগ্রে সপার্ষদ দণ্ডায়মান। হরিদাস ও সনাতন নিজেদের অস্পৃশ্য মনে করিতেন, লোকের সংস্পর্শে আসিতে সঙ্কুচিত হইতেন। কিন্তু আজ প্রভুর আজ্ঞায় আসিতে হইল। উভয়ে প্রভুর চরণবন্দনা করিলেন, প্রভু সর্ব্বজন-সমক্ষে তাঁহাদের গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "তোমরা জগন্নাথ দেবকে দর্শন কর, মন্দিরে গিয়া দর্শনের সুযোগ তোমাদের ঘটে নাই। রথে জগন্নাথ দর্শন করিলে আর জন্ম হয় না। দেখিয়া জন্ম সার্থক কর।"

উভয়ে প্রভুকেই দর্শন করিতে লাগিলেন, যেন কত কাল, কত যুগ তাঁহাকে দেখেন নাই। প্রভু কহিলেন, "জগন্নাথ দেবকে দর্শন কর।"

সনাতন উত্তর করিলেন "এই ত দেখিতেছি প্রভু; জগন্নাথ আমার সম্মুখে—"

প্রভু পিছন ফিরিলেন।

রথ চলিতে লাগিল। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র রথের আগে আগে সুবর্ণ মার্জ্জনীদ্বারা পথ পরিষ্কার করিতে করিতে মার্জ্জিত পথের উপর চন্দনের জল ছিটাইতে ছিটাইতে চলিলেন। প্রভু তাঁহার নিজগণকে মালা চন্দন দিয়া শক্তিসম্পন্ন করিলেন; পরে তাঁহাদিগকে লইয়া সাতটী কীর্ত্তন সম্প্রদায় গঠিত করিলেন। তাঁহারা গাইতে গাইতে নাচিতে নাচিতে রথের আগু পিছু চলিলেন। প্রভু সকল সম্প্রদায়েই নাচিয়া নাচিয়া জীবন দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এক কালে সাত ঠাঁই করেন বিলাস॥
সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঁই নাহি যায় আমার মায়ায়॥ *

এইরূপে রথযাত্রা সমাপ্ত হইল; ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাস, দোলযাত্রা, একে একে সব পর্ব্বই শেষ হইল। সনাতনের বিদায়ের সময় আসিল। সকলেরই মন অবসন্ন; সকলেই জানেন, সনাতনের এই শেষ বিদায়। প্রভু তাঁহাকে প্রায় এক বৎসর কাছে রাখিয়া শিক্ষা ও শক্তি দিয়াছেন। যে শরাসন হইতে নিত্যানন্দরূপ দিব্যাস্ত্র বঙ্গের তমোরাশি বিনাশ করিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই শরাসন হইতে সনাতনরূপ ব্রহ্মাস্ত্র বৃন্দাবনের অন্ধকাররাশি ধ্বংস করিতে নিক্ষিপ্ত হইল। সহায় হইলেন, পঞ্চরথী।*

* শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

* রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, শ্রীরূপ, গোপালভট্ট, রঘুনাথ দাস।

বিদায়ের পূর্ব্বে সনাতন, হরিদাসকে বলিতেছিলেন, "তুমি সত্বর দেহ রাখিবে বুঝিলাম ; তোমার সঙ্গে এই শেষ দেখা।"

হরি। এই দেহ নিয়ে তোমার সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎ, কিন্তু বৃন্দাবনে তুমি আমার দর্শন পাবে।

সনা। প্রভু আমাকে বৃন্দাবনে পাঠাচ্ছেন বটে, কিন্তু আমি একা সে জঙ্গলে গিয়ে কি করব ?

হরি। তুমি সেখানে একা পড়্‌বে না, তোমাকে সাহায্য করতে আরও অনেকে যাবেন। প্রভু অস্ত্রে শাণ দিচ্ছেন।

সনা। অস্ত্র ? আর কই ?

হরি। রূপকে পেয়েছ, ক্রমে আরও পাবে ; এই রঘুনাথই একদিন যাবেন।

বলিতে বলিতে রঘুনাথ সমুপস্থিত হইলেন। তিনি উভয়ের চরণ বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথায় যাব হরিদাস ঠাকুর ?"

হরি। এই শ্রীবৃন্দাবনে।

রঘু। প্রভু বলেছেন, আমি তাঁরই কাছে থাক্‌ব।

হরি। আপাততঃ বটে।

রঘু। তা'র পর ?

হরি। তা'র পর সনাতনের কাছে থাক্‌বে।

রঘূয়া আসিয়া সংবাদ দিল প্রভু আসিতেছেন। হরিদাস

প্রভৃতি অগ্রসর হইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। প্রভু সপার্ষদ পিঁড়ার উপর উপবেশন করিলেন। প্রভুর বদন বিষাদাচ্ছন্ন, সুতরাং ভক্তদেরও মুখ মলিন। প্রভু বলিলেন, "সনাতন, তোমায় বিদায় দিতে আমার প্রাণ ছিঁড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু উপায় কি? জীব উদ্ধার কি রূপে হইবে? তুমি যদি না যাও, আমাকে যাইতে হয়।"

সনাতন। ইচ্ছাময়, জীব উদ্ধার মুহূর্তে হয়।

প্রভু। কি রূপে সনাতন?

সনা। তুমি জীবের সমুদয় পাপ আমাকে দেও, আমি তাদের সকল পাপ নিয়ে অনন্তকাল নরক ভোগ করি; তা'হলে তোমার জীব সহজে উদ্ধার হয়। ইচ্ছাময়, আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

প্রভু। তুমি নরকে দুঃখ পেলে সে দুঃখ কি আমার প্রাণে লাগ্‌বে না সনাতন?

সনা। সে দুঃখ আমি অম্লানবদনে সহ্য করব, কিন্তু তুমি যে জীব উদ্ধারের জন্য পাহাড় জঙ্গলে পদব্রজে অনশনে ছুটাছুটি করে বেড়াবে, তা' আমি সহ্য করতে পারব না। তোমার চরণতলে একটী তৃণের আঘাত লাগলে আমার যে কোটীকল্প নরক যন্ত্রণার চেয়েও বেশী লাগ্‌বে প্রভু।

প্রভুর নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

সনাতন যুক্তকরে প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান্। তাঁহার ক্লিষ্ট বদন দেখিয়া সকলেরই চো'খে জল আসিল। ক্ষণমধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রভু কহিলেন "সনাতন, জীব উদ্ধারের জন্যেই তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইতেছি, কৃষ্ণনামে আমি বিহ্বল হইয়া পড়ি, অন্য কোথাও যাইবার আমার শক্তি নাই; জীবনের অবশিষ্টকাল জগন্নাথদেবের চরণতলে কাটাইব বাসনা করিয়াছি।"

সনাতন। প্রভু, আমি প্রফুল্ল অন্তরে নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিলাম। বুঝিয়াছি, শ্রীচরণ দর্শন আর আমার ভাগ্যে নাই।

প্রভু। আমার মন তোমারই সঙ্গে যাইবে সনাতন; তুমি যখনই আমাকে ডাকিবে, তখনই আমাকে দেখিতে পাইবে।

সনা। তবে আর কিছু চাই না প্রভু, যথেষ্ট আমাকে দিলে। যদি অনুমতি হয় তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

প্রভু। কি কথা সনাতন?

সনা। কাশীধামে আপনার ক্রোড়ে এক মহাপুরুষকে দেখিয়াছিলাম, তিনি আমার চিত্তকে অধিকার করিয়া আমাকে বড় ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি সেই মহাপুরুষের পরিচয় অবগত নই।

প্রভু। তুমি কি তাঁকে আবার দেখেছ?

সনা। ঠিক দেখিনি, গান শুনেছি। বৃন্দাবন হ'তে আসবার

পথে একদিন আমি বনের ভিতর অন্ধকারে পথ হারিয়ে বড় বিপাকে পড়েছিলাম, তিনি গান গাইতে গাইতে এ'সে আমাকে সাহস দিলেন। আমি কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে চিনে ছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে দর্শন দিলেন না।

প্রভু। তিনি সত্যই এক মহাপুরুষ; অনেক দিন হ'ল তিনি পার্থিব দেহ ত্যাগ করেছেন, কিন্তু অন্য ব্যক্তির পার্থিব দেহ আশ্রয় করে মধ্যে মধ্যে দর্শন দিয়ে থাকেন। জীবের উদ্ধারই এই সব মহাপুরুষদের ব্রত; ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, আর বিপদ্ দেখলে সাধ্যমত সাহায্য করেন। এই মহাপুরুষ, রঘুনাথকে সাহায্য না করলে রঘুনাথ আজ গৃহের বাহির হ'তে পারতেন না। যে দেহ তুমি বা রঘুনাথ দেখেছ, সে দেহ তাঁহার প্রকৃত দেহ নয়।

ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ বুঝিলেন, সে দেহধারী কে; কিন্তু সনাতন বা রঘুনাথ কিছুই বুঝিলেন না—তাঁহারা প্রভুর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। প্রভু বলিলেন, "তোমরা তাঁহার নাম শুনিয়া থাকিবে—তিনি আমার গুরুর গুরু—মহাভক্ত মাধবেন্দ্র পুরী। তিনি দয়া করে একবার মাত্র আমায় দর্শন দিয়েছিলেন। আর কি তাঁর কৃপা হবে?"

তা'রপর বিদায়ের পালা। প্রভু সনাতনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অনেক কাঁদিলেন। প্রভুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া

সনাতন, ভক্তদের চরণবন্দনা করিলেন। পরে নীলাচল ত্যাগ করিয়া ধীরপদে চলিলেন। তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে রঘুয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে একটী দণ্ড ও একটী করঙ্ক প্রদান করিল। পরে সনাতনের চরণধূলি মাথায় লইয়া কাতর মুখে তাঁহার পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সনাতন তাহাকে বক্ষে লইয়া সাদরে বলিলেন, "রঘুয়া, কেঁদো না, তোমাতে আমাতে শীঘ্রই আবার দেখা হ'বে।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

সনাতন—বৃন্দাবনে

লোকনাথ ও ভূগর্ভ, বৃন্দাবনে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেছেন। যমুনা-তীরে চিরঘাটে তাঁহাদের আশ্রম। দুইজনে একত্রে গৌড় হ'তে বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। সে অনেক দিনের কথা; বৃন্দাবন তখন জঙ্গলাবৃত। প্রভুর আদেশ ছিল, চিরঘাটে বাস করিতে; কিন্তু চিরঘাটই তাঁহারা খুঁজিয়া পান না। স্থানীয় লোকেরাও তাঁহাদের কিছু বলিতে পারিল না। অবশেষে এক অর্দ্ধোন্মাদের নিকট তাঁহারা চিরঘাটের সন্ধান পাইলেন; তখন তাঁহারা দুই খানি কুটীর পাশাপাশি বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়—সনাতন বৃন্দাবনে

একদা অপরাহ্ণে ঘাটের উপর বসিয়া লোকনাথ গোস্বামী বলিতেছিলেন, "আমাদের কি দুর্ভাগ্য বল দেখি ভূগর্ভ! আজ নয় বৎসর প্রভুর প্রতীক্ষায় এখানে বসে আছি, অথচ প্রভুর দর্শন পেলাম না! প্রভুকে খুঁজতে আমরা যেমন দাক্ষিণাত্যে গেছি, আর প্রভু অমনি বৃন্দাবনে এলেন! কি দুর্ভাগ্য!

ভূগর্ভ। প্রভুর দর্শন দিতে ইচ্ছা না হ'লে কোথা হ'তে দর্শন পাবে? ত্রিভুবন ঘুরলেও তাঁর দেখা পাবে না।

লোকনাথ। কেন, আমাদের অপরাধ কি? প্রভু বললেন, লোকনাথ, বৃন্দাবনে যাও, আমি দু'মাস পরে সন্ন্যাস নিয়ে যাচ্ছি। যেমন বললেন, অমনি চলে এলুম। পথে কত বিঘ্ন, চারিদিকে লড়াই; কোন বাধা না মেনে, কত পথ ঘুরে এখানে এসে দেখি, সব জঙ্গল, আমাদের বাঙ্গালা দেশের মানুষ একটিও নেই—সব ব্রজবাসী; ভাষাও বুঝি নে, বুলিও জানি নে। তুমি সঙ্গে না থাকলে আমায় ফিরে যেতে হ'ত।

ভূগর্ভ। আচ্ছা, অদূরে একটা লোক দেখছি না? আমাদের দেশের মানুষ বলে মনে হ'চ্ছে। কি সুন্দর পুরুষ!

লোকনাথ। কি প্রেমময়! কি স্নিগ্ধ দৃষ্টি! মুখখানি যেন প্রণয়াকুল।

আগন্তুক নিকটে আসিয়া উভয়কে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারাও নমস্কারান্তে অভ্যর্থনা করিলেন। আগন্তুক একখানি প্রস্তরের উপর উপবেশন করিলে লোকনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ দেশ হ'তে কোন্ কার্য্যের জন্যে এখানে আগমন হয়েছে?"

"আপাততঃ নীলাচল হ'তে আসছি। কোন্ কার্য্যের জন্যে তা' জানি নে; প্রভু পাঠিয়েছেন তাই এসেছি।"

"প্রভু? প্রভু পাঠিয়েছেন? কোথায় প্রভু?"

"নীলাচলে।"

"হায়, হায়, আমরা তাঁর দর্শন পেলাম না!"

ভূগর্ভ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম?"

"দাসের নাম সনাতন।"

লোকনাথ। আপনি সেই মহাপুরুষ? আপনার নাম শুনেছি, কিন্তু দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে নি।

সনাতন। আমি আপনাদের দাসানুদাস।

লোকনাথ। আপনার দৈন্য আপনাকে এত বড় করিয়াছে।

সনাতন। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। রূপ কোথায়?

লোকনাথ। তিনি বৃন্দাবনেই আছেন।

সনাতন উঠিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প, একস্থানে দীর্ঘকাল

অবস্থান করিবেন না—এক ব্যক্তির সহিত বেশীক্ষণ আলাপাদি করিবেন না—গ্রাম্য কথায় কালক্ষেপ করিবেন না। সনাতন যমুনাকে বন্দনা করিয়া পবিত্র সলিলে নামিলেন এবং স্নানান্তে এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে দিন লোকনাথ ভিক্ষা দিলেন। পরদিবস প্রভাতে উঠিয়া সনাতন জঙ্গলে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণার্থে বহির্গত হইলেন; এবং মাথায় করিয়া কাষ্ঠ আনিয়া বাজারে তাহা বিক্রয় করিলেন। যাহা কিছু পাইলেন, তদ্দারা আহার্য্য ক্রয় করিলেন, নিজের জন্যে যৎসামান্য রাখিয়া ভূরিভাগ দরিদ্র ক্ষুধাতুরকে দান করিলেন। সে দিবস অন্য এক তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুই রাত্রি এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইবেন না, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প—পাছে বৃক্ষের উপর মায়া পড়ে। তাঁহার আহারের পাত্র বৃক্ষপত্র, জলপাত্র হস্তযুগ; শয্যা পৃথিবী, সম্বল ছিন্ন কন্থা, আশ্রয় বৃক্ষতল। এইরূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া গৌড় রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বয়স সাঁইত্রিশ বৎসর মাত্র।

একদা মধ্যাহ্নে এক বৃদ্ধ ব্রজবাসী, সনাতনের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। সনাতন ক্ষণপূর্ব্বে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া ফিরিয়াছেন; বলিলেন, "আপনি এই বৃক্ষতলে একটু

বিশ্রাম লউন, আমি সত্বর আসিতেছি" বলিয়া তিনি কাঠের বোঝা মাথায় লইয়া বাজারের দিকে ছুটিলেন; এবং অনতিবিলম্বে কাষ্ঠবিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা আহার্য্য ক্রয় করিয়া আনিয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রজবাসী অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন; যখন রন্ধন প্রায় সমাপ্ত, তখন ব্রজবাসী উঠিলেন; বলিলেন, "অন্যস্থানে চেষ্টা দেখিগে, অপরাহ্ণ হয়ে এল।"

সনাতনের মুখ মলিন হইয়া গেল; তিনি যুক্তকরে কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "আর একটু অপেক্ষা করুন, আমার অপরাধ হয়েছে।"

ব্রজবাসী। তুমি বৃন্দাবনে কি করতে এসেছ বাবা?

সনাতন। তা' জানি নে; প্রভু পাঠিয়েছেন, তাই এসেছি।

ব্রজ। তিনি কি তোমায় কাঠ কাটতে এ দেশে পাঠিয়েছেন বাবা?

সনা। না।

ব্রজ। বাজার করা, কাঠ বেচা, হিসাব করা, এ সব কাজের জন্যেও যে পাঠিয়েছেন, তা'ও ত আমার মনে লাগে না।

সনাতন অধোমুখে নীরব রহিলেন।

ব্রজবাসী কহিলেন, "আর দেখ বাবা, রন্ধন ও শয়ন তোমার দেশে থেকেও চল্‌ত বলে মনে হয়।"

রোরুদ্যমান্ সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কি করতে হবে উপদেশ দিন্।"

ব্রজবাসী যাইতে যাইতে বলিলেন, "আমি উপদেশের কি জানি বাবা?"

সনাতন সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমি তোমায় চিনেছি মহাপুরুষ, তুমি সেই দেবতা মাধবেন্দ্রপুরী। দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমায় উপদেশ দিয়ে যাও—"

"জপ করিতে করিতে নিজেই সব জানিতে পারিবে—উপদেশের প্রয়োজন হইবে না।"

ব্রজবাসী সত্বর বনান্তরালে অদৃশ্য হইলেন।

সনাতন সজল নয়নে ফিরিয়া আসিয়া প্রস্তুত অন্ন যমুনার জলে ঢালিয়া দিলেন। তা'রপর আহারের জন্য মাধুকরী আরম্ভ করিলেন; ভিক্ষার্থে একদিনে দুই গৃহস্থের বাড়ী যাইতেন না। যাহা জুটিত, তাহাতেই তৃপ্ত। তরুতল ছাড়িয়া যমুনার তীরে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিলেন। মৃন্ময় জলপাত্র ও রন্ধন পাত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেন। এবং দিবারাত্রের মধ্যে চারিদণ্ড মাত্র আহার ও নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া অবশিষ্টাংশ জপ ও গানে অতিবাহিত করিতে

লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর এইরূপে গড়াইয়া চলিল। প্রভু তখন অপ্রকট, হরিদাস দেহ রাখিয়াছেন। শ্রীরূপ ও অনুপের পুত্র শ্রীজীব বৃন্দাবনে স্বতন্ত্র কুটীর উঠাইয়া বাস করিতেছেন। গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি প্রভুর বহু ভক্ত বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতেছেন। বৃন্দাবন তখন আর সে জঙ্গলময় বৃন্দাবন নয়,—চারিদিকে সর্ব্বশোভাময় মন্দির—ভক্তকণ্ঠোচ্চারিত কৃষ্ণনামে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত। সনাতন এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কর্ত্তা—শ্রীবৃন্দাবনের রাজা, তিনি এক্ষণে বৃদ্ধ।

সনাতন একদা প্রভাতে যমুনায় স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন, একটি স্পর্শমণি স্বল্পজলে পতিত রহিয়াছে। কিন্তু তাহা স্পর্শ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। মণিতে তাঁহার প্রয়োজন নাই, অপরেও লোভ করিলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। বিষয়ী লোক বৃন্দাবনে নাই, থাকিলে তাহাকে মণির সন্ধান দিতে পারিতেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে এক টুক্‌রা খাপ্‌রা সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা মণি উঠাইলেন এবং তীরের উপর বালুকার নিম্নে তাহাকে প্রোথিত করিলেন।

স্নান পূজা সমাপন করিয়া দীর্ঘকাল পরে যখন তিনি তীরে উঠিলেন, তখন এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ আসিয়া সনাতনের চরণে দণ্ডবৎ হইলেন। সনাতন বলিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ, আমার

প্রভু—আমাকে অপরাধী করিবেন না।"

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি সনাতন গোঁসাই ?"

সনাতন করযোড়ে কহিলেন, "আমাকে আপনার দাস বলিয়া জানিবেন; আমার দ্বারা কি হইতে পারে আজ্ঞা করুন।"

ব্রাহ্মণ। বলিতেছি; আগে আমার পরিচয় গ্রহণ করুন। আমার নাম জীবন, বাস বর্দ্ধমানের নিকট মানকরে। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, চরিত্রদোষে তাহা নষ্ট করিয়াছি। স্ত্রীর গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি কাশীধামে আসি এবং অর্থ কামনায় বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করি। বিশ্বনাথ প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নে আদেশ করিয়াছেন যে, আপনার নিকট আসিলে অর্থ পাইব। তাই অর্থ প্রাপ্তির আশায় আপনার চরণতলে উপস্থিত হইয়াছি।

সনাতন। আমি অর্থ কোথা পাইব, আমি ভিক্ষাজীবী এক কপর্দ্দকেরও সম্বল আমার নাই।

ব্রাহ্মণ। আপনি আমাকে প্রতারণা করিবেন না।

সনাতন। প্রতারণা ত করিনি ব্রাহ্মণ! আমার কুটীরে চল, তথায় আমার যা কিছু আছে তুমি সচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পার।

ব্রাহ্মণ তখন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বলিল—

"হা হা মোর ভাগ্যে কি ঈশ্বর প্রতারিল,
কিংবা মুক্রি স্বপন বা প্রলাপ দেখিল।"*

তখন সহসা সনাতনের মনে পড়িল, তিনি ক্ষণপূর্ব্বে একখণ্ড স্পর্শমণি মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন। স্মরণ হইবামাত্র তিনি বলিলেন, "রোদন সম্বরণ কর ব্রাহ্মণ; মহাদেব তোমায় প্রতারণা করেন নি; আমার স্মরণ হয়েছে, মৃত্তিকামধ্যে একখানি স্পর্শমণি ক্ষণপূর্ব্বে আমি রেখেছি—তুমি তাহা খনন করে লও।

ব্রাহ্মণ। স্পর্শমণি? যা'র স্পর্শে লৌহ স্বর্ণ হয়? কই, কোথায় সে মণি? দেও, দেও আমাকে।

সনা। ওই স্থানে মাটী খুঁড়ে দেখ, আমি তা' স্পর্শ করিব না।

ব্রাহ্ম। এত মাটী খুঁড়লাম, কই মণি ত পাচ্ছি না। তুমি একবার দেখ।

সনা। আমি স্নান করেছি, মণি স্পর্শ করব না, দেখবও না। তুমি ভাল করে দেখ, ঐ খানেই কোথায় আছে।

ব্রাহ্ম। এই যে মণি! বাঃ কি উজ্জ্বল! আমি এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী। ধন্য মহাদেব। চল্‌লুম গোঁসাই।

অভিবাদন করিবারও আর অবসর হইল না, তিনি দ্রুতপদে

---

* ভক্তমাল।

প্রস্থান করিলেন। সনাতন চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণের আনন্দ দেখিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আচ্ছা, মণি ত পেলাম; কিন্তু ভিক্ষাজীবী দরিদ্র গোঁসাই এমন অমূল্যধন আমায় দিলে কেন? প্রতারণা করে নি ত? পরখ্ করে দেখাই যাক্ না। এই যে আমার হাতেই মাদুলী আছে; বাঃ, স্পর্শ মাত্রেই সোণা! না, ঠকায় নি। কিন্তু—কিন্তু দিলে কেন? যে রত্ন বাদসার ভাণ্ডারে নেই, সে রত্ন দিলে কেন? নিজে রাখ্‌লেই ত পারত!

'রাখিবার কায থাকুক স্পর্শ নাহি করে
স্পর্শের থাকুক কায ঘৃণায় না হেরে।'

মণির চেয়ে কোন বড় জিনিষ নিশ্চয় গোঁসাই পেয়েছেন। আমিও কেন সেই বস্তুর কামনা করি না? দেখ্‌ছি ঠাকুরের কাছে যা' কামনা করা যায় তাই পাওয়া যায়; ধন চেয়েছিলাম তিনি ঢেলে দিলেন। এবার তাঁকে চেয়ে দেখি না? ছি ছি, আমি তুচ্ছ বস্তুর এতটা লোভ করেছিলাম। দূর হও মণি, আমি আর তোমায় চাই না। গোঁসাই, গোঁসাই, (মণি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ফিরিয়া আসিয়া) আমি তোমার ও তুচ্ছ মণি চাই না—আমি সেই মণির মণি নীলকান্তমণিকে চাই—আমায় কৃপা কর।"

সনাতন তখন সেই ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কৃষ্ণমন্ত্র দান করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

—∘⁎∘—

মন্‌মোহনিয়া

এই মণির কথা দিল্লীর নবীন সম্রাট্ আকবর সা শুনিলেন। তাঁহার লোভ গর্জ্জিয়া উঠিল; যমুনার গর্ভ হইতে মণি উদ্ধার করিবার মানসে তিনি স্বয়ং আসিলেন। আর যে ব্যক্তি এই মহামূল্য রত্নকে তুচ্ছ করিয়া স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করিয়াছে, সেই ভিক্ষাজীবী সনাতন গোস্বামীকে দেখিবার বাসনাও যে তাঁহার অন্তরে ছিল না, এ কথা বলা যায় না। তিনি সৈন্যাদি লইয়া বৃন্দাবনের বাহিরে শিবির সংস্থাপন করিলেন।

অনেক ডুবুরি যমুনায় নামিল, কিন্তু মণি পাইল না। অবশেষে হাতী নামান হইল। তাহাদের পায় লোহার শিকল; একটা হাতীর শিকল সোণা হইয়া গেল, কিন্তু মণির সন্ধান হইল না। যমুনার জল কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিল, তখন বাদসা নিরস্ত হইলেন।

বাদসা, সনাতন গোস্বামীকে দর্শন করিতে আসিলেন। সনাতন বিষয়ী লোকের মুখদর্শন করেন না, বা তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করেন না। সম্রাট আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন, সনাতন অবনতবদনে মৃত্তিকাপানে চাহিয়া প্রভুর

চরণধ্যান করিতে লাগিলেন। বাদসা কুর্ণিশ করিলেন, সনাতন নিস্পন্দ রহিলেন। বাদসা ভবিষ্যতের হাল জিজ্ঞাসা করিলেন, সনাতন নীরব রহিলেন। বাদসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কোনও প্রার্থনা আছে ?"

সনাতন নিরুত্তর।

বাদসা। আমি দিল্লীর বাদসা, আমার ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য অসীম; আমার নিকট আপনি কি চান ?

সনাতন বাক্‌শূন্য।

বাদসা। আমার নিকট আপনার কি কিছুই চাইবার নেই ?

সনাতন নিস্তব্ধ।

বাদসা (সকাতরে)। আপনার জন্যে আমি কিছু করতে চাই, দয়া করে আমায় সে অধিকার টুকু দিন্।

সনাতন এবার কথা কহিলেন, কিন্তু মাথা তুলিলেন না; বলিলেন, "আপনার যদি এতই কৃপা, তবে আমার আশ্রমের ধারটুকু বাঁধিয়ে দিন—নদীর জলে দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে।"

বাদসা কৃতার্থ হইলেন। তখনই তাঁহার সম্মুখে কার্য্য আরম্ভ হইল। শত শত লোক মাটী তুলিতে প্রবৃত্ত হইল; যে সব মৃত্তিকা যমুনার তরঙ্গ আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, সেই সব মৃত্তিকা তুলিয়া আশ্রমে ফেলিতে লাগিল। বাদসা

প্রভৃতি সকলে বিস্মিত নয়নে দেখিলেন, সেই সব মৃত্তিকা মণিমুক্তাময়। কত দুষ্প্রাপ্য মহামূল্য মণি সেই মৃত্তিকা মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বাদসা বুঝিলেন, সনাতনের ইচ্ছায় এই সব মণি মুহূর্ত্তে সৃষ্টি হইয়াছে। তখন ভারতের সদাশয় সম্রাট্ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সনাতনকে বলিলেন, "আমার শিক্ষা হয়েছে, আমার গর্ব্ব চূর্ণ হয়েছে—আমায় ক্ষমা করুন। আপনি যা' পেয়েছেন, তা'র তুলনায় পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য অতি সামান্য; আর আপনার তুলনায় আমি অতি ক্ষুদ্র। এক্ষণে বিদায় নিলাম—বিরক্ত করিতে আমি বা আমার লোকেরা আর আসবে না।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সনাতন মাধুকরি করিতেন; কিন্তু এক গৃহে পুনঃ পুনঃ ভিক্ষা করিতে যাওয়া তিনি উচিত বিবেচনা করিতেন না। তাই নিকটবর্ত্তী গ্রামে মধ্যে মধ্যে যাইতেন, কখন কখন বা সুদূর মথুরাতেও যাইতেন। একদিন মথুরা নগরে মথুরাপ্রসাদ চৌবের গৃহে মাধুকরি করিতে গিয়াছেন। গিয়া দেখিলেন, তথায় মন্‌মোহনিয়া মদনমোহন বিগ্রহ রহিয়াছেন; কিন্তু বড় অনাচারে ঠাকুরের সেবা হয়। সেবা যে হয়, তা'ও ঠিক নয়। চৌবের ছেলেরা যখন আহারাদি করে, ঠাকুরকেও তখন সেই সঙ্গে কিছু দেওয়া হয়। ঠাকুরের জন্য স্বতন্ত্র রন্ধন বা আয়োজন কিছুই করা হয় না। ফুল তুলসী

ঠাকুর যে কখন পাইয়াছেন, এরূপ কোন চিহ্ন সনাতন দেখিলেন না। চৌবে নন্দনেরা যখন স্নান করে ঠাকুরকেও সেই সঙ্গে স্নান করান হয়। এই প্রকার অনেক অনাচার দেখিয়া সনাতন অত্যন্ত ক্লেশানুভব করিলেন। চৌবে-গৃহিণীকে কহিলেন, "মা, ঠাকুরের তেমন যত্ন হয় না।"

চৌ-গৃ। কি করব বাবা, আমার যতটুকু সাধ্য আমি ততটুকু করি।

সনা। ঠাকুরকে অনাচারে রাখ কেন?

চৌ-গৃ। আচার করতে গেলে বেলা হয়ে যায়; একা মানুষ, আমাকে সব দিক্ দেখ্‌তে হয় ত।

সনা। ছেলেদের উচ্ছিষ্ট ঠাকুরকে খাওয়ায় নাকি?

চৌ-গৃ। উচ্ছিষ্ট ঠিক খেতে দিই নে; তবে সব ছেলে একত্র বসে খায়।

সনা। মদনমোহনকে আগে দিলেই ত পার।

চৌ-গৃ। না বাবা, তা' হয় না; মন্‌মোহনিঞা ছেলেদের ফেলে খাবে না, ছেলেরাও তা'কে ফেলে খাবে না। ছেলেরা কি কেউ কথা শোনে! মোহনিঞাকে যদি আগে দি, ছেলেরাই হয়ত কেড়ে খেয়ে নেবে। বাবা, আমার জ্বালা কি কম!

সনা। আচ্ছা মা, মোহনিঞার পূজা কর না কেন?

চৌ-গৃ। কা'র পূজা করব? মোহনিঞার? সে কি গো,

ছেলের পূজো ক'রে তা'র অকল্যাণ করব? তুমি এ কি বলছ গোঁসাই?

সনাতন স্তম্ভিত হইলেন। কথাটার ভাব তিনি ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, মা। যাই হো'ক, ঠাকুরকে অনাচারে রেখো না।"

বলিয়া সনাতন প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতেছিলেন, "এ আবার কি! ঠাকুরকে পূজা করতে বললে হেসে উঠে, আচার করতে পরামর্শ দিলে, বলে পেরে উঠব না। অথচ ঠাকুরকেও ভালবাসে। বুঝলুম না।"

সনাতন বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। তা'র দুই তিন দিন পরে একদা প্রভাতে আবার চৌবের গৃহে উপস্থিত। রুদ্ধ দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "মা"!

চৌবে-গৃহিণী দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, কিন্তু সনাতনকে ভিতরে আসিতে আহ্বান করিলেন না। সনাতন বলিলেন. "মা, আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার অবুঝ সন্তান।"

চৌ-গৃ। কেন, কি হয়েছে বাবা?

সনা। মদনমোহন কাল রাতে আমায় স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেছেন, 'তুই আচার করতে কেন বলে এসেছিস্? আমি যে আর ঠিক্ সময়ে খেতে পাইনে। আমি ছেলেদের সঙ্গে বসে

কত আনন্দে খেতাম, এ দু'দিন ছেলেরাও কেঁদেছে, আমিও কেঁদেছি।' তাই মা, আমি তোমায় বল্‌তে এলাম, আর আচারের প্রয়োজন নেই ; তুমি যেমন রেখেছিলে তেমনি রাখ।

চৌ-গৃ। আমি আজ হ'তে আবার তেমনি রেখেছি বাবা! সে দিন তোমার কথা শুনে দু'একদিন একটু আচার করেছিলাম ; করে দেখি, সকলেরই বড় কষ্ট। তাই আজ সকলকেই একসঙ্গে খেতে দিয়েছি। পাছে তা' দেখে তুমি রাগ কর, তাই দ্বার বন্ধ ক'রে ছেলেদের খাওয়াচ্ছি। আর লুকাবার কিছু নেই বাবা, তুমি এখন ভিতরে এস।

ভিতরে আসিয়া সনাতন দেখিলেন—

"চৌবের বালক সহ মদনমোহন,
একত্র বসিয়া অন্ন করেন ভোজন।"

প্রেমেতে সনাতন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মোহনিঞার অধরে মৃদু মধুর হাসি, দৃষ্টি অপাঙ্গ—যেন আড়্‌নয়নে সনাতনকে দেখিতেছেন। সনাতনের আঁখি-জলে বসুন্ধরা প্লাবিত হইল। সনাতন প্রকৃতিস্থ হইয়া চৌবে-গৃহিণীকে যুক্তকরে কহিলেন, "মা, যদি দয়া করে মোহনিঞার প্রসাদান্ন আমায় কিছু দেও, তবে আমি কৃতার্থ হই।"

গৃহিণী প্রসাদ দিলেন। সনাতন, প্রসাদ মস্তকে ধারণ করিয়া ভাবাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নয়ন হইতে ঝর

ঝর করিয়া বারিধারা ঝরিতে লাগিল। চৌবে-গৃহিণী বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার গোপাল মনমোহনিঞার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গোঁসাই ঠাকুরের কেন ভাবান্তর উপস্থিত হইল; এ প্রসাদ ত তাঁহারা নিত্য ফেলিয়া দিয়া থাকেন।

সনাতন প্রসাদ লইয়া চোরের ন্যায় ছুটিয়া পলাইলেন। পরদিন প্রভাতে সনাতন পুনরায় আসিয়া চৌবের গৃহে দর্শন দিলেন। তাঁহার বদন প্রফুল্ল, কিন্তু গম্ভীর; একটা আনন্দোচ্ছ্বাস তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কাঁপাইয়া তুলিতেছে। তিনি দ্বারে আসিয়া 'মা' বলিয়া ডাকিতে না ডাকিতে দ্বার খুলিয়া গেল। সনাতন দেখিলেন, চৌবে-গৃহিণীর বদন বিষাদে আচ্ছন্ন; পুত্রশোকাতুরারও বদন এত ক্লিষ্ট ও কাতর দেখা যায় না। সনাতন ডাকিলেন, "মা!"

গৃহিণী উত্তর না করিয়া শুধু কাঁদিতে লাগিলেন।

সনাতন। কি হ'য়েছে মা?

চৌ-গৃ। তুমি কি আমার মোহনিঞাকে নিতে এসেছ?

সনা। হাঁ, মা। মদনমোহনের আদেশে তাঁকে নিতে এসেছি। তিনি স্বপ্নে আমাকে বলেছেন, তুই আমাকে নিয়ে এসে ফুলতুলসী দিয়ে পূজা কর, আমি চৌবের ঘরে আর থাকব না।

চৌ-গৃ। আমাকেও তাই বলেছে। নিয়ে যাও গোঁসাই, আমি

অমন ছেলের মুখ দেখ্‌তে চাইনে। না, দাঁড়াও—আমি বাছাকে ছেড়ে কেমন করে থাক্‌ব! না গো, পারব না। তুমি আমার বাকি ছেলে কটাকে নিয়ে যাও, কিন্তু মোহনিঞাকে নিও না, ও যে আমার বুকের কলিজা, ওকে ছেড়ে আমি থাকৃতে পারব না।

সনা। শান্ত হও মা, মদনমোহন ত তোমারি রহিল; তুমি মাঝে মাঝে দেখ্‌তে যেও।

গৃহিণীর কান্নার বেগ আরও বাড়িয়া উঠিল। সনাতন মহাধনে লোভ করিয়াছেন, তিনি আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না,—ত্বরায় আসিয়া বিগ্রহ ধরিলেন। চৌবে-নন্দনেরা কোথায় ছিল, ছুটিয়া আসিয়া সনাতনকে ধরিল; বলিল, "আমাদের মোহনিঞাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

"আমার আশ্রমে দাদা।"

কনিষ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল, "দেখ মা, আমার মোহনিঞাদাদাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।" জননী তখন বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছিলেন, তিনি কোন উত্তর করিলেন না।

জ্যেষ্ঠ কহিল, "আমার মোহনিঞাকে আমি কিছুতেই নিয়ে যেতে দেব না—আমাকে আগে মেরে ফেল, তা'রপর নিয়ে যেও।"

ছোট কাঁদিতে কাঁদিতে মাটীতে আছড়াইয়া পড়িল; মুখে

কেবল বুলি—ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আমার দাদাকে নিয়ে যেও না।

সনাতন মহা ফাঁপরে পড়িলেন; বিগ্রহ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, সকলেই কাঁদিতেছে; গৃহিণীর প্রাণ যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে; জ্যেষ্ঠ বালকের নয়নে আগুন ও জল; কনিষ্ঠ ধূলায় পড়িয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতেছে। সনাতন এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মোহনিঞাত তোমাদের—আমার নয়, আমি চলিলাম।"

সনাতন প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাবিলেন, "আহা কি ব্যাকুলতা! একে কি প্রেম বলে? আমার কেন এমন হয় না? কি করলে কৃষ্ণ, তোমাতে আমার প্রেম হয়? মদন-মোহন, কবে তোমায় পাব?"

নিশিতে পুনরায় স্বপ্ন দেখিয়া সনাতন পরদিন প্রভাতে মদনমোহনকে আশ্রমে লইয়া আসিলেন। চৌবে-নন্দনেরা সে সময় গৃহে ছিল না, তাই তিনি আনিতে পারিয়াছিলেন। ত্রিভুবনের নিধিকে ক্রোড়ে করিয়া চোরের ন্যায় সনাতন ছুটিয়া পলাইলেন এবং আশ্রমে বসাইয়া চোখের জলে পদধৌত করিয়া দিলেন; তুলসীর পরিবর্ত্তে শির তাঁহার চরণে দিলেন; ফুলের পরিবর্ত্তে হৃদয়পদ্ম দিলেন। সে মদনমোহন আজও আছেন, কিন্তু তাঁহার সে সনাতন নাই।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীজীব-বর্জ্জন।

রূপ দীক্ষা লইয়াছিলেন, সনাতনের নিকট হইতে; আবার জীব মন্ত্র লইয়াছিলেন, রূপের নিকট হইতে। যে বৎসর প্রভু অপ্রকট হ'ন, সেই বৎসর জীব বিংশতি বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে আগমন করেন। সে যুগের মহাপুরুষেরা অল্পবয়সেই গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। বিশ্বরূপ, নিত্যানন্দ, গোপাল ভট্ট, রূপ, জীব, সনাতন, রঘুনাথ, লোকনাথ, গদাধর, ভূগর্ভ প্রভৃতি অনেকেই অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন।

একদা এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিচারার্থে রূপ-সনাতনের নিকট সমুপস্থিত। রূপ ও সনাতন বিচার না করিয়া পণ্ডিতজীকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। পণ্ডিতজি তখন ষট্‌সন্দর্ভপ্রণেতা অদ্বিতীয় পণ্ডিত জীব গোস্বামীর অনুসন্ধানে রাধাকুণ্ডতীরে আসিলেন। জীব তখন যমুনাতে স্নানে প্রবৃত্ত। গজপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া পণ্ডিতজি, জীবকে অভিবাদন করত কহিলেন, "রূপ ও সনাতন আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছেন; তুমিও লিখিয়া দাও, নতুবা বিচারে প্রবৃত্ত হও।"

শ্রীজীব তাঁহার গুরুর অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিলেন, "পণ্ডিতজি, বিনা শাস্ত্রপ্রসঙ্গে রূপ-সনাতন তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তুমি তাঁহাদের তুলনায় কত ক্ষুদ্র, তাহা তুমি গর্ব্বে অন্ধ হইয়া দেখিতে পাও নাই। আমি তাঁহাদের অতি ক্ষুদ্র শিষ্য, আমি এখনি তোমার গর্ব্ব চুর্ণ করিব—বিচারে প্রবৃত্ত হও।" বিচার হইল এবং পণ্ডিতজি সত্বর পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন।

শ্রীরূপ, এ কথা শুনিয়া জীবের প্রতি কুপিত হইলেন; বলিলেন, "তুমি বৃথাই বৈষ্ণব হয়েছ; আজও মান-অভিমান ত্যাগ করতে পারনি। পণ্ডিত জয় চায়, তুমি তাঁহাকে সম্মান দিয়ে নিজে কেন ছোট হ'লে না?"

শ্রীজীব উত্তর করিলেন, "আমি নিজের সম্মান খুঁজিনি, গুরুর সম্মান খুঁজেছি। গুরু-নিন্দা অসহ্য, তাই তাঁহাকে বিধি-অনুসারে শাসন করেছি।"

রূপ সে কৈফিয়ত গ্রহণ না করিয়া কহিলেন,

—"আজি হইতে তব না হেরিব মুখ।"

এই বজ্রতুল্য বাক্য শুনিয়া জীবের বুক কাঁপিয়া উঠিল; তিনি গুরুর চরণ ধরিয়া অনেক স্তবস্তুতি করিলেন, কিন্তু রূপ প্রসন্ন হইলেন না। তখন জীব অন্নজল পরিত্যাগ করত যমুনার তীরে বসিয়া গুরুর চরণধ্যান করিতে লাগিলেন। সনাতন সে কথা

শুনিলেন। তিনি দুই এক দিন পরে রূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সদাচারের মধ্যে কোন্‌টাকে তুমি শ্রেষ্ঠ মনে কর?"

রূপ। আমার বিবেচনায় জীবে দয়া।

সনা। তবে তোমাতে তা দেখিনা কেন?

রূপ, গুরুর ইঙ্গিত পাইয়া তৎক্ষণাৎ জীবের নিকট ছুটিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে বুকে ধরিয়া অনেক অশ্রু বর্ষণ করিলেন।

নবম অধ্যায়

অপ্রাকৃত দেহগ্রহণ

দিনের পর দিন গড়াইয়া চলিল। ১৪৮৬ শক (১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ) সমুপস্থিত। আষাঢ় মাস, পূর্ণিমা তিথি। প্রভাতে রূপগোস্বামী ব্রহ্মকুণ্ডতীরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার মন আজ চঞ্চল, উদ্বিগ্ন। উপাসনায় কিছুতেই মন বসিতেছে না; পাঠ বা ধ্যান যাহাতে চিত্তনিবিষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহাতেই বিফলকাম হইতেছেন। কৃষ্ণের উপর অভিমান জন্মিল; আহারাদি ত্যাগ করিয়া নীরবে অভিমানভরে বসিয়া রহিলেন। সঙ্কল্প, কেহ আহার্য্য না দিয়া গেলে আহার করিবেন না—মৃত্যু

হয় সেও ভাল। ভক্তের দুঃখ, কাঙ্গালের ঠাকুরের বুকে গিয়া বাজিল; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—গ্রাম্য-বালকের রূপ ধরিয়া দুগ্ধ-ভাণ্ড হস্তে উপস্থিত হইলেন এবং রূপের সম্মুখে ভাণ্ডটী রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। দুগ্ধ আস্বাদ করিয়া রূপ বুঝিলেন, ইহা অমৃততুল্য; প্রতীতি হইল, এ দুগ্ধ অপ্রাকৃত। কে আনিল জানিবার জন্য ধ্যানস্থ হইলেন; ধ্যানে অবগত হইলেন যে, যিনি দুগ্ধ আনিয়াছিলেন, তিনি আর কেহ নহেন—তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তখন রূপগোস্বামী প্রেমে হতচৈতন্য হইলেন।

সনাতন এ সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং রূপকে বহু তিরস্কার করিলেন; কহিলেন, "কেন তুমি কৃষ্ণকে দুঃখ দিবার জন্যে উপবাস করেছিলে? তাঁর কত কষ্ট হ'য়েছে! সেই সুকুমার হস্তে গুরুভার ভাণ্ড নিয়ে, বায়ু অপেক্ষা কোমল চরণে হেঁটে এসে তিনি তোমায় দুধ দিয়ে গেছেন! হায় হায়, সেই দুধ আবার তোমার সেবায় লেগেছে! কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর—আমরা অবোধ ভক্তিহীন, পদে পদে তোমায় ব্যাথা দি। (চোখের জল মুছিয়া) শুন রূপ, অতঃপর তুমি আর উপবাসে থাকিবে না—নিজের আহার্য্য নিজে মাধুকরি করিয়া সংগ্রহ করিবে, না পার, রঘুয়া আনিয়া দিবে।"

গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রূপ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ

করিলেন। তখন গোস্বামী রঘুনাথ দাস আসিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ গা, তোমরা আমার কৃষ্ণকে এই পথে যেতে দেখেছ?"

রঘুনাথ অন্ধ, কৃষ্ণের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার চক্ষু গিয়াছে। তিনি বনে জঙ্গলে গাছের তলায় সকল স্থানে কৃষ্ণকে খুঁজিয়া বেড়ান। দেখা পান কি না কেহ জানে না, কিন্তু অন্বেষণের বিরাম নাই। দিবারাত্রির মধ্যে চারিদণ্ড মাত্র আহার নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া বাকী সময় শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বৃন্দাবনময় [illegible] বেড়ান।

সনাতন কহিলেন, "রঘুনাথ, তোমার কৃষ্ণ ক্ষণপূর্ব্বে এইখানে ছিলেন।"

রঘুনাথ। কই, কই আমার কৃষ্ণ কই? আমি যে তাঁর দেখা পাচ্ছি না!

সনাতন। তুমি কি তাঁর দেখা পাওনি গোঁসাই?

রঘুনাথ। তিনি আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছেন।

সনাতন। কত ভাগ্যবান্ তুমি রঘুনাথ! ত্রিলোকের ধন তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!

এমন সময় দূরে সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইল। যিনি গাইতেছিলেন, তিনি ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইলেন। সনাতন তাঁহাকে দর্শনমাত্রেই চিনিলেন। কলেবর ভিন্ন হইলেও জ্ঞানদৃষ্টিতে সনাতন বুঝিলেন, এই নব কলেবরধারী আর কেহ নহেন—তিনি সেই

মহাপুরুষ মাধবেন্দ্রপুরী। সনাতন প্রভৃতি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষের সে দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি গাইতে লাগিলেন,—

কৃষ্ণ আমায় পাগল করিয়া দাও,
কৃষ্ণ নামেতে আমায় মাতায়ে দেও ;
আমি জপিব কৃষ্ণ, ডাকিব কৃষ্ণ, দেখিব কৃষ্ণ ভুবনময় ।
আমার বসন ভূষণ হইবে কৃষ্ণ,
আমার আহার বিহার সকলি কৃষ্ণ,
তোমায় কৃষ্ণ দেখিতে দেখিতে আমিও হইব কৃষ্ণময় ।
তুমি দূর হ'তে এ'সে মিশিবে আমাতে,
আমি ছুটে গিয়ে নাথ মিশিব তোমাতে,
আকাশ পৃথিবী, তুমি ও আমি মিশিয়া হইব কৃষ্ণময় ॥

ভাব উথলিয়া উঠিল—সকলেরই নয়নে জল। বৃন্দাবনে শুধু কৃষ্ণনাম—হরিনাম নাই। শ্রীধাম কৃষ্ণময়, বৈষ্ণবদের হৃদয় কৃষ্ণময়, পশুপক্ষী, স্থাবর জঙ্গম সব কৃষ্ণময় ; তারই মধ্যে মহা-প্রেমিককণ্ঠোত্থিত সুর উঠিল—আকাশ পৃথিবী তুমি ও আমি মিশিয়া হইব কৃষ্ণময়। ভক্তেরা প্রেমোন্মত্ত হইয়া ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িলেন, কেহ বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অষ্টসাত্ত্বিক ভাব সনাতনের অঙ্গে দৃষ্ট হইল। ক্ষণপরে মহাপুরুষের হস্তস্পর্শে সনাতন বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন। তখন মহাপুরুষ কহিলেন, "সনাতন, আমি আজ এসেছি কেন বুঝেছ ?"

সনাতন। বুঝেছি দয়াময়।

মহাপুরুষ। তবে আর বিলম্ব করো না—পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে উঠেছে।

সনাতন পদ্মাসন করিয়া যমুনাতীরে বসিলেন। বৈষ্ণবেরা শুনিলেন, সনাতন দেহরক্ষা করিবেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে নরনারী ছুটিয়া আসিলেন।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী; পবিত্রতোয়ে কলঙ্ক ধুইবার আশায় চন্দ্রদেব যমুনায় স্নানার্থে নাবিয়াছেন। চারিদিক্ শোভাময়, কিন্তু নিস্তব্ধ। নক্ষত্রের নয়ন, মানুষের আঁখি জ্বলিতেছে; কিন্তু নীরব—মানুষ বা নক্ষত্র সব নীরব। হৃদয় রোরুদ্যমান্ কিন্তু ভিতরের চীৎকার বাহিরে শুনা যাইতেছে না। সব স্থির—নিস্তব্ধ।

যমুনার অপরপারে জঙ্গল। সনাতন দেখিলেন, তীরের উপরে একটী ক্ষুদ্রকায় কদম্ববৃক্ষ। ক্ষুদ্র হইলেও তাহার দেহ ফুলভরা। সেই ফুলময় বৃক্ষতলে রাধাকৃষ্ণ দণ্ডায়মান্ রহিয়াছেন সনাতন দেখিলেন। শুভ্রফুলদল তাঁহাদের আশেপাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; বৃক্ষ তাঁহাদের মাথার উপর ছত্র ধরিয়াছে, একটা জ্যোতিঃ জ্যোৎস্নাকে মলিন করিয়া মূর্ত্তিদ্বয় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যমুনা ফুলিয়া উঠিয়া সেই যুগলচরণে পড়িবার জন্য ছুটিয়াছে। আকাশের চন্দ্রতারা নামিয়া আসিয়া চরণ-নখরে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নবম অধ্যায়—অপ্রাকৃত দেহগ্রহণ

উষাদেবী অসময়ে আবির্ভূত হইয়া যুগলচরণতলে লুন্ঠিত হই তেছেন। গলায় বনমালা, অধরে হাসি, নয়নে করুণা, শ্রীহস্তে মুরলী। সহসা বংশী বাজিয়া উঠিল; অতি মৃদু, অতি ধীর, অতি করুণ। সেই মৃদুধ্বনিতে কত আবেগ, কত স্নেহ, কত আহ্বান। সনাতন পুলকিত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি তুলিলেন—

"যাই, যাই দয়াময়!"

সব অন্তর্হিত হইল। সে গাছ নাই, সে যুগলমূর্ত্তি নাই, সে বংশীধ্বনি নাই। রহিল শুধু বিরহ। সনাতন কাঁদিয়া উঠিলেন।

মহাপুরুষ ডাকিলেন, "সনাতন!"

সনাতনের বুকের ভিতর কান্নার রোল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। মহাপুরুষ কহিলেন "সনাতন, দ্বাপরের অবতারে তুমি কে ছিলে তাহা বোধহয় ভাবিয়া দেখ নাই। তুমি পুনরায় শ্রীনবমঞ্জরীর দেহ ধারণ করিয়া ব্রজধামে নিত্যলীলা করিতে থাক।"

সমাপ্ত

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক

১। **বীরপূজা**—ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া উপন্যাসখানি রচিত। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য দেড় টাকা। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বঙ্গবাসী বলিয়াছিলেন, "শচীশচন্দ্রের নাম না থাকিলে আমরা এই গ্রন্থখানিকে ৺বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত বলিয়া মনে করিতে পারিতাম।" বাঙ্গালার সকল পত্রিকা কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

২। **বাঙ্গালীর বল**—বীরভূমের রাজা বীরসিংহকে লইয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস বিরচিত। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থসম্বন্ধে প্রবীণ সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার বলিয়াছিলেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রের স্থান আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের নীচেই নির্দ্দেশ করি।" ঢাকা-প্রকাশ বলিয়াছিলেন, "শচীশ বাবুর কুহকময়ী কল্পনা তাঁহার মাধুর্য্যময়ী। লেখনী, সকলই তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপযুক্ত উত্তরাধিকারিরূপে পরিচিত করিতেছে।" নীহার লিখিলেন, "বাঙ্গালীর বল, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরবের জিনিষ।" সময়ের বৃদ্ধ সমালোচক বলিয়াছিলেন, "ইহা বঙ্গসাহিত্যে এক অপূর্ব্ব বস্তু হইয়াছে।"

৩। **বঙ্গসংসার**—গার্হস্থ উপন্যাস—তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য দুই টাকা। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ, ঢাকা-প্রকাশ, বঙ্গবাসী প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বত্রই চিত্রকরের কৃতিত্ব পরি-

স্ফুট।" "শচীশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হইলেও তাঁহার প্রতিভার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।"

৪। **রাজা গণেশ**—ঐতিহাসিক উপন্যাস—বাঙ্গালী জমিদার, পাঠানকে দূরীভূত করিয়া গৌড় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য দুই টাকা। এমন সংবাদ বা মাসিক পত্র নাই যাহাতে এই পুস্তকের সুখ্যাতি প্রকাশিত হয় নাই। কলিকাতার কয়েকটী রঙ্গমঞ্চে ইহা অভিনয় করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষেরা পাস পান নাই।

৫। **রাণী ব্রজসুন্দরী**—ঐতিহাসিক উপন্যাস—সর্ব্বত্র প্রশংসিত। বঙ্গললনা উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। মূল্য দুই টাকা

৬। **বারিবাহিনী**—উপন্যাস—গার্হস্থ। এক তৃতীয়াংশ বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত; পূর্ণ করিতে যমরাজ তাঁহাকে অবসর দেন নাই। শচীশচন্দ্র উপন্যাসখানি সম্পূর্ণ করিয়াছেন। মূল্য দেড় টাকা।

সকল পুস্তকের ছাপা অতি সুন্দর, বাঁধাই অতি মনোরম। বঙ্কিমজীবনী, নীরদা, পূজারমালা ছাপা নাই।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।